পুরুলিয়ায় গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 182 Tuesday, 3 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৮২ সংখ্যা ✱ ১৯ জৈষ্ঠ্য ১৪৩২ মঙ্গলবার, ৩ জুন, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারকে ঘিরে কুৎসা বিজেপির, আইনি পদক্ষেপের দাবি কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুন ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেবেলার ছবিকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসার পাল্টা দিলেন কুণাল ঘোষ। ছবির প্রত্যেকের পরিচয় স্পষ্ট করে সোসাল মিডিয়ায় তাঁর সাফ দাবি, বিজেপি এবং বিরোধীদের একাংশ এই কুসার ' শীঘ্রই এই কুরুচিকর প্রচার বন্ধের দাবিও জানিয়েছেন কুণাল। একইসঙ্গে কুৎসাকারীদের বিরুদ্ধে তিনি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় একটি সাদা কালো ছবি ভাইরাল হয়। যেখানে এক দম্পতির সঙ্গে এক শিশুকে দেখা যাচ্ছে। শিশুটি হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাকি দুজনের পরিচয়কে কেন্দ্র করে ' রটানো হচ্ছিল। সেই কুৎসার জবাবে ফেসবুকে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লেখেন, 'জেনে রাখুন ঃ ছবিতে পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে নিয়ে বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' তাঁর অভিযোগ, এই ছবির অপপ্রয়োগ করে একাংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে বিকৃত ইঙ্গিতপূর্ণ কুৎসা প্রচার করছে। আর এদের ' করছে বিজেপি এবং বিরোধীদের একাংশ। এরপরই কুৎসাকারীদের এক হাত নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর লড়াইয়ের কাহিনী তুলে ধরেছেন। লিখেছেন, 'শৈশব থেকে পরিবারে তাঁর লড়াকু জীবন, ভাইবোনেদের নিয়ে অভিভাবকের ভূমিকা পালন, রাজনীতিতে কত সংগ্রাম করে এগিয়ে চলা, বাংলা তথা ভারতের মানুষ জানেন, গোটা বিশ্বের বাঙালি, প্রবাসী ভারতীয়রা মমতাদিকে ভালোবাসেন, সম্মান করেন।' ছবির অপব্যবহার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার দাবিও জানিয়েছেন কুণাল।

বিশেষ একটি বইয়ের উপর ভিত্তি করে কুৎসা করা হচ্ছে বলেও দাবি কুণালের। কিন্তু বইয়ের লেখকের ব্যক্তিগত 'পর্দা ফাঁস করেছেন তিনি। তৃণমূল নেতার দাবি, 'যাঁর লেখা একটি বইকে ব্যবহার করে এত অপপ্রচার, জেনে রাখুন, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই বধূনির্যাতনের অভিযোগ ছিল। অভিযোগ করেছিলেন তাঁর পুত্রবধূ অভিনেত্রী শম্পা ঘোষ, যিনি শত্রুঘ্ন সিনহার 'অন্তর্জলী যাত্রা' ছবির নায়িকা। এই অভিযোগ এবং আরও কিছু অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ব্যক্তিকে দল থেকে বহিষ্কার করেন।' ওই লেখক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মুছে ফেলতে তৎকালীন শাসকদল সিপিএমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিলেন। 'সিপিএমের গুডবুকে' থাকতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা করা লেখক ওই বই লিখেছিলেন বলেও দাবি করেছেন কুণাল ঘোষ। সবশেষে সোশাল মিডিয়ায় কুৎসাকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ফের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা! দেশজুড়ে আক্রান্ত প্রায় ৪ হাজার

নয়াদিল্লি। ২ জুন ঃ ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা। দেশজুড়ে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ছুঁইছুঁই। এর মধ্যে কেরল, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। তিন রাজ্যেই হু হু করে বাড়ছে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল পর্যন্ত দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ হাজার ৯৬১ জন। তার মধ্যে দিল্লিতে এক দিনে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭ জন। মৃতের সংখ্যা ৪। সরকারি হিসাব বলছে, বর্তমানে কেরলে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৪৩৫ জন, মহারাষ্ট্রে ৫০৬, দিল্লিতে ৪৮৩, পশ্চিমবঙ্গে ৩৩৯ এবং গুজরাটে ৩৩৮। গত ২৪ ঘণ্টায় কেরল, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রে মোট তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একটা অংশের ধারণা, করোনা নতুন করে ছড়ালেও আগের মতো মারণ ক্ষমতা হারিয়েছে এই ভাইরাস। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব ভাল বলেন, দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারত থেকে পাওয়া নমুনার জিনোম সিকোয়েন্সিং করে জানা গিয়েছে, এটি ওমিক্রনেরই একটি ভ্যারিয়েন্ট। যে হারে দেশে নতুন করে করোনা বাড়ছে তাতে চিকিৎসা মহলের একাংশের আশঙ্কা, পুরনো কোভিড বিধি ফিরতে পারে! জনবহুল এলাকায় মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি বয়স্ক ও ক্রনিক রোগীদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তবে প্রশাসনের তরফে বারবার জানানো হয়েছে, নতুন করে করোনার ঢেউ এলে তা মোকাবিলায় সবরকমভাবে প্রস্তুত সরকার। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের এপ্রিল থেকেই বিশেষ স্কিমে ভাতার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রীর আগের ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে মেনে সোমবার রাজ্য শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে প্রায় ২৬ হাজার মানুষ কর্মহারা। এদের মধ্যে শিক্ষকদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ

মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিশেষ স্কিমে ভাতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। পরে নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অনিবার্য পরিস্থিতিতে বেতন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজ্যের শ্রম দফতরের আওতায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভলি হুড অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিমে' ২০২৫ পয়লা এপ্রিল থেকে প্রতি মাসে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের যথাক্রমে ২৫,০০০ ও ২০,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে।

নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে এসএসসির ২০১৬ সালের আস্ত প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যার জেরে শিক্ষক ও চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনও সময় দেয়নি আদালত। এ ব্যাপারে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের আগেই বরাভয় দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছিলেন, মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত গ্রুপ সি কর্মীদের মাসিক ২৫ হাজার টাকা এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের মাসে ২০ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। গত রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে উপস্থিত হন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। রবিবার তিন জনের প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে হাজির হন। মিলন সংঘের ক্লাব পর্যন্ত যেতে পারেন তাঁরা। কিন্তু অনুমতি না থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে অফিসাদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসেছেন চাকরিহারারা। রবিবার সকালে চাকরিহারা তিন শিক্ষক-শিক্ষিকা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে যান। সঙ্গীতা সাহা, মিতা সরকার, নির্মল বারকান্দজ -এই তিনজন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে কালীঘাটে পৌঁছন। তাঁরা মিলন সংঘ ক্লাবের ভিতরেও যান। সেখানে সিএমও অফিসারদের কথা বলেন। অফিসাররা ডকুমেন্ট ও ফোন নম্বর নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওই তিন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা। চাকরিহারা শিক্ষিকা সঙ্গীতা সাহা বলেন, আমরা গতবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে পারিনি। আমাদের কালীঘাট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তখন জানতে পারি রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে। সেই মোতাবেক আজকে ম্যাডামের বাড়ির সামনে যাই। মিলন সংঘ ক্লাবের ভিতরে যেতে পেরেছি। সেখানে উপস্থিত অফিসারদের সঙ্গে কথাও হয়েছে। আমাদের নম্বর নেওয়া হয়েছে। তবে ম্যাডামের সঙ্গে কথা হয়নি। তিনি কথা বলতে রাজি হলে, ফোন করা হবে জাননো হবে। গত বৃহস্পতিবার পুলিশি অনুমতি ছাড়াই কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে হাজির হন চাকরিহারা ছয় মহিলা প্রতিনিধি। কিন্তু দেখা হয়নি। পুলিশ তাঁদের সরিয়ে কালীঘাট থানায় নিয়ে যায়। রবিবার ফের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলেন তাঁরা।

'ইন্ডিয়া' জোটের সুতো ছিড়ে বিহারে একা লড়াইয়ে ঘুঁটি সাজাচ্ছে আপ

পাটনা, ২ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে তৈরি হওয়া 'ইন্ডিয়া' জোটের সুতো ছিঁড়ল আম আদমি পার্টি। আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে একক দক্ষতায় লড়াইয়ে নামার হুঁশিয়ারি কেজরির দলের। আপের তরফে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'আমরা কোনও জোটের অংশ নই।' এই ঘোষণা বিহার বিধানসভা ভোটের আগে ইন্ডিয়াতে ভাঙনের ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আপের জাতীয় মুখপাত্র অনুরাগ ধান্ডা বলেন, আম আদমি পার্টি এখন আর কোনও জোটের অংশ নয়। আমাদের নিজেরাই যথেষ্ট শক্তিশালী। আর সেই শক্তিতেই এগিয়ে চলব আমরা। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোট প্রসঙ্গে তিনি জানান, ওই জোট তৈরি হয়েছিল লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে। সেই নির্বাচন শেষ হয়েছে, জোটও শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা আর কোনও জোটের অংশ নই। অর্থাৎ আপের তরফে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বিহারে একাই লড়াইয়ে নামছে আপ। অবশ্য জোটের সুতো বহু আগেই ছিঁড়েছে আম আদমি পার্টি। গত বছর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করে একাই লড়েছিল কেজরির দল। সেখানে লজ্জার হারের পর কিছুটা মুষড়ে পড়লেও নতুন করে দলকে সাজাতে উঠেপড়ে লেগেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মনীশ সিসোদিয়ারা। আপ সূত্রের

খবর, বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে রাজ্যগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে আপ। 'এ' তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সেইসব রাজ্যগুলিকে যেখানে বেশিরভাগ আসনেই প্রার্থী দেবে আপ। এই তালিকায় রয়েছে গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, অসম, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, দিল্লি, গোয়া। এই রাজ্যগুলিতে আপ সাংগঠনিকভাবে কিছুটা হলেও শক্তিশালী। অন্যদিকে, 'বি' শ্রেণিতে রাখা হচ্ছে সেইসব রাজ্যকে যেখানে সাংগঠনিকভাবে কিছুটা দুর্বল আপ। তবে বিহারে আপ সেভাবে শক্তিশালী না হলেও এই রাজ্যে আম আদমি পার্টির ইনচার্জ অজেশ যাদব জানান, বিহারে একাই লড়বে আম আদমি পার্টি। এনিয়ে কোনও সংশয় থাকা একেবারেই উচিত নয়। আপাতত বুথস্তরে সংগঠনকে জোরদার করতে মনোনিবেশ করেছি আমরা। এখানে ২৪৩টি আসনেই প্রার্থী দেওয়া হবে। আসন্ন বিহার নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী তালিকায় একদিকে রয়েছে বিজেপি ও তার সঙ্গী এনডিএ জোট, অন্যদিকে আরজেডি-কংগ্রেস, পাশাপাশি জন সুরজ পার্টিও এবার কোমর বেঁধে নামছে বিহারে। এসবের মাঝে জোটের সুতো ছিঁড়ে সবকটি আসনে প্রার্থী দিয়ে আপ কতখানি লাভের গুড় খেতে পারবে তা অবশ্য সময়ই বলে দেবে।

ফিরুক কাশ্মীরি পণ্ডিতরা, সোচ্চার মুফতি

জম্মু, ২ জুন ঃ ভয়াবহ নৃশংসতার কবলে পড়ে নয়ের দশকে ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা। তাঁদের পুনরায় নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে আবেদন জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। সোমবার উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুফতির আবেদন, কাশ্মীরের মাটিতে ফের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মানুষকে স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করুক ভারত সরকার। গোটা প্রক্রিয়ায় কীভাবে সম্পন্ন করা উচিত তার প্রাথমিক রোডম্যাপও রাজভবনের কাছে পেশ করা হয়েছে পিডিপির তরফে।

নিজের প্রস্তাবপত্রে মেহবুবা লিখেছেন, 'এই প্রস্তাব রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের সম্মিলিত মানবিক আবেদন। নৈতিকভাবে এই পদক্ষেপ করা উচিত সরকারের। আমাদের পণ্ডিত ভাই-বোনেরা অত্যন্ত দু ঃ খজনকভাবে তাঁদের মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের নিরাপদে ও স্থায়ীভাবে ফেরার সুযোগ করে দেওয়া আমাদের সামাজিক দায়িত্ব।' মেহবুবা আরও লিখেছেন, 'এই অঞ্চলের সমস্ত রাজনৈতিকদল তাঁদের ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বরাবর সমর্থন করেছে। তাঁদের ফিরে আসা ও আমাদের পুনর্মিলন কাশ্মীরকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এক নজির তৈরি করবে। পিডিপি প্রধান কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফেরাতে যে রোডম্যাপ তৈরি করেছেন সেখানে বলা হয়েছে, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফেরাতে সরকার যে নীতি তৈরি করবে তা যেন পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। রাজভবনকে দেওয়া প্রস্তাবপত্রে বলা হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং সমস্ত প্রশাসনের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করুক সরকার। মেহবুবার দাবি, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা কাশ্মীরের উজ্জ্বল ভবিষ্য তৈরি করতে পারি যেখানে সব ধর্মের মানুষ সহাবস্থানে থাকবে। নিজের মাটিতে কেউ নিজেকে বিচ্ছিন্নবোধ করবে না। উপরাজ্যপালের পাশাপাশি এই প্রস্তাবপত্রের কপি পাঠানো হয়েছে কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে।

অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথমবার, বুধে মন্ত্রিসভার বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি!

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ আগামী ৪ জুন বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর প্রথমবার পূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক হতে চলেছে বুধবার। পহেলগাঁওয়ে হামলার পরেই অপারেশন সিঁদুর অভিযানে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নয়টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারত। এরপরেই দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সেই সময় বারবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসলেও এই প্রথম মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের সঙ্গে বসতে চলেছেন মোদি। পাকিস্তানের হামলায় ধ্বংস হয়েছে ভারতীয় বিমান। সম্প্রতি বিদেশি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একথা স্বীকার করেন ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ক জেনারেল অনিল চৌহান। তাঁর মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের ঝড় উঠল দেশে। কেন্দ্রীয় সরকার দেশকে বিভ্রান্ত করছে বলে অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। পাশাপাশি কেন দেশকে না জানিয়ে কেন বিদেশের সংবাদমাধ্যমকে একথা জানানো হল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। বিরোধীরা অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে বিশেষ অধিবেশনেরও দাবি জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মোদির নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকের ডাক তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বিশ্লেষকরা। প্রসঙ্গত, সংঘর্ষবিরতির পর পাকিস্তান দাবি ছিল, অপারেশন সিঁদুরের পালটা রাফালে-সহ ভারতের ৬টি যুদ্ধবিমান ভেঙেছে তারা। সেই দাবি নিয়ে, দেশের অন্দরে বিতর্ক মাথাচাড়া দিলে সরাসরি এই ইস্যুতে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ভারতের তরফে। যদিও সেনার তরফে জানানো হয়েছিল, ক্ষয়ক্ষতি যুদ্ধের অঙ্গ। এহেন পরিস্থিতির মাঝে শীর্ষ সেনাকর্তার দাবি স্বাভাবিকভাবেই দেশে বিতর্ক তৈরি করেছে। চৌহানের মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের সেনাবাহিনীর বীরত্বকে কুর্নিস জানিয়েছেন খা।গে। পাশাপাশি লিখেছেন, ' বিষয়ে কৌশলগত পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কার্গিল পর্যালোচনা কমিটির মতো একটি নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির পর্যালোচনার দাবি তুলেছেন তিনি।'

ভোটের বাদ্যি! ২ বা ৩ দফায় হতে পারে বিহারের ভাগ্য নির্ধারণ

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ ২২ নভেম্বর শেষ হতে চলেছে বিহার বিধানসভার মেয়াদ। তবে তার প্রায় ৬ মাস আগেই ভোটের বাদ্যি বেজে গেল বিহারে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, অক্টোবর মাসেই শুরু হয়ে যাবে বিহারে ২৪৩ আসনের ভোট গ্রহণ। এবার বিহারের নির্বাচন হতে পারে ২ থেকে ৩ দফায়। এমনকী নির্বাচনের মাঝেই পড়বে দীপাবলি ও ছটপুজো। ফলে সে বিষয়টিকেও মাথায় রাখছে কমিশন। ২২ নভেম্বর যেহেতু বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে তাই ভোট প্রক্রিয়া, গণনা ও ফলপ্রকাশ তার আগেই শেষ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। ফলে নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলতে চলতি মাসেই বিহারে যাচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবেন তিনি। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে হবে ভোট ঘোষণা। যদিও ইতিমধ্যেই বিএলও বা বুথ স্তরের অপারেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা যায়। ২০২৪ সালে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ভোটার তালিকায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনেও উঠেছিল একই অভিযোগ। বিহারে যাতে তেমন ঘটনা না ঘটে সে বিষয়টিও মাথায় রাখছে কমিশন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে তিনদফায় নির্বাচন হয়েছিল বিহারে। ২৮ অক্টোবর, ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বর। এবং ১০ নভেম্বর হয় ফলপ্রকাশ। বিজেপি ও নীতীশের জনতা দল ইউনাইটেড যৌথভাবে ভোটে লড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পরে বিস্তর নাটক হয় বিহার রাজনীতিতে। তবে মাত্র ২ বছরেই পালটি খেয়ে লালুর হাত ধরেন ' নিতীশ। জানিয়ে দেন মরে গেলেও আর বিজেপিতে যাব না। যদিও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের পালটি খেয়ে বিজেপির সঙ্গ নেন তিনি।

এহেন পরিস্থিতিতে আসন্ন নির্বাচনে বিহার কোনপথে পা বাড়াবে সেদিকে নজর রয়েছে দেশবাসীর। এবার বিহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যাও বেড়েছে আগের তুলনায়। আরজেডি-কংগ্রেসের জোটের পাশাপাশি এবার নির্বাচন লড়বে প্রশান্ত কিশোরের জনসূরজ পার্টি। ইতিমধ্যেই ২৪৩ আসনে একা লড়ার ঘোষণা করে দিয়েছে আম আদমি পার্টি। সবমিলিয়ে বিহার ভোট এখন পাখির চোখ গোটা দেশের।

মুজিব মুছে নতুন নোটে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ছবি, কোন কৌশল ইউনুসের?

ঢাকা, ২ জুন ঃ'নতুন বাংলাদেশের টাকা থেকে সরেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি। রবিবার বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে এই নোট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে আসতেই চর্চা শুরু হয়েছে। নতুন টাকায় বঙ্গবন্ধুর বদলে রয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির, প্রয়াত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিনের ভাস্কর্য এবং জাতীয় শহিদ সৌধ। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, নতুন নোটে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ছবি দিয়ে কী বার্তা দিতে চাইছে ইউনুস সরকার? হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর লাগামছাড়া হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চাপের মুখে এই ঘটনাগুলো থেকে নজর ঘোরাতেই নয়া ফন্দি? গত বছরের আগস্ট মাসে হাসিনা গদিচ্যুত হয়ে দেশ ছাড়ার পর থেকেই টাকার উপর থেকে মুজিবের ছবি মুছে ফেলার দাবি তোলা হচ্ছিল। গত অক্টোবর মাসেই মুজিবের সরিয়ে নতুন নোট ছাপানোর উদ্যোগ নেয় ইউনুস সরকার। এবার তারই বাস্তবায়ন হয়েছে। চলতি বছর থেকেই বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক নতুন ছাপার প্রক্রিয়া শুরু করে। গতকাল ২০, ৫০ ও ১০০০ টাকা প্রকাশ্যে আনা হয়। ২০ টাকার নোটে রয়েছে হিন্দু মন্দিরের ছবি, ৫০ টাকায় মুসলিম স্থাপত্য ও ১০০০ টাকার নোটে রয়েছে বৌদ্ধ মন্দিরের ছবি। ধাপে ধাপে পরবর্তী নোটগুলির ডিজাইনও বদল করা হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক। এনিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এএফপিকে জানিয়েছেন, আমরা

ঠিক করেছিলাম নতুন নকশার নোটগুলোতে কোনও মানুষের প্রতিকৃতি থাকবে না। বরং প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ঐতিহ্যবাহী ল্যান্ডমার্কগুলোই তুলে ধরা হবে। নতুন নোটগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর থেকে এবং পরে সারা দেশের অন্যান্য অফিস থেকে বাজারে ছাড়া হবে। তবে প্রথমে জানা গিয়েছিল নতুন টাকায় থাকবে 'মুক্তি আন্দোলনে'র ছবি। কিন্তু মুসলিম স্থাপত্যের পাশাপাশি হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ছবি থাকায় বিশেষজ্ঞ মহলে। কারণ এই মুহুর্তে বাংলাদেশের মাটিতে চরম নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুরা। সম্প্রতি চাঞ্চল্যকর এক রিপোর্ট প্রকাশ করে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইউনিটি কাউন্সিল। এই রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী হাসিনা সরকারের পতনের পর মাত্র পাঁচ মাসে ওপার বাংলায় খুন হয়েছেন ৩২ হিন্দু। ১৩ জন সংখ্যালঘু মহিলাকে ধর্ষণ ও গণধর্ষণ করা হয়েছে। ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ১৩৩টি মন্দির। এই সংখ্যাটা এখন আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। কিন্তু এরপরও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসকে বলতে শোনা গিয়েছে, অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে আমরা এখন বেশি সৃজনশীল। সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করেননি তিনি। এখন নির্বাচন নিয়ে ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে ইউনুস। হিন্দু নিপীরণ নিয়ে কড়া বার্তা দিচ্ছে ভারত। বিশ্লেষকরা বলছেন, মুজিবের স্মৃতি মুছে বিতর্ক এড়াতে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরকে হাতিয়ার করছেন তিনি। নোটে এই ধরনের

দুর্যোগের সিকিমে এবার সেনাক্যাম্পে ধস, মৃত ৩ জওয়ান, নিখোঁজ ৬

ছাতেন, ২ জুন ঃ ধসে বিপর্যস্ত সিকিমে একদিকে যেমন পর্যটকরা আটকে পড়েছেন, চলছে উদ্ধার কাজ, অন্যদিকে উত্তরপূর্বের রাজ্যের ছাতেনে রবিবার সন্ধ্যায় ধস নেমেছে একটি সেনাক্যাম্পে। এই ঘটনায় কমপক্ষে তিন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিখোঁজ ছয় সেনাকর্মী। উত্তরপূর্বের পাহাড়ে বৃষ্টি আসে আগেভাগে। বেশ কিছুদিন ধরেই দুর্যোগে বিপর্যস্ত লাচুঙ ও লাচেঙ। ধসে রাস্তার পাশপাশি ব্রিজ ভেঙে বহু জায়গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তিস্তা নদীর জল বিপদসীমার উপরে বইছে। এই অবস্থায় সোমবার সকাল থেকে লাচুঙে আটকে থাকা পর্যটকদের নামিয়ে আনার কাজ শুরু হয়েছে। কঠিন হচ্ছে বিপদসংকুল লাচেঙে আটকে থাকা পর্যটকদের নিরাপদে নামিয়ে আনার কাজ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্ধারে লাগাতার কাজ করছে সেনা ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এছাড়াও পর্যটকদের উদ্ধারকাজে সাহায্য করছেন স্থানীয় লাচুংপা সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রশাসনকে সাহায্য করছেন প্রবল বর্ষণে ভূমিধ্বসের ফলে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

লাচুংয়ের হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যেরাও। এর মধ্যেই রবিবার সন্ধ্যায় ছাতেনে ধস নামে একটি সেনাক্যাম্পে। বড়সড় ধসের ফলে প্রাথমিক ভাবে ৯ জন সেনাকর্মী নিখোঁজ হন। পরে ৩ জনের মৃতদের উদ্ধার করেছে সেনা। সেখানেও উদ্ধারকাজ চলছে। মঙ্গন জেলায় সরকারী সূত্রে জানানো হয়েছে, এই জেলার দুই বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র লাচেন ও লাচুং-এ প্রায় দেড় হাজার পর্যটক আটেক পড়েছেন। যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সড়ক সংযোগ চালু করার জন্য কাজ চলেছে। পর্যটকদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বেরতে নিষেধ করা হয়েছে।

ধর্মীয় যাত্রায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, কেদারনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন রেখা গুপ্তা

কেদারনাথ, ২ জুন ঃরবিবারই হরিদ্বারের গঙ্গায় সপরিবারে পুণ্যস্নান করেছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। আর সোমবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কেদারনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন তিনি। সোমবার সকালেই কেদারনাথ মন্দিরে এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাবা কেদারনাথের পূজার্চনা করেছেন তিনি।পুজো দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি যে, আমি আমার পরিবারের সঙ্গে কেদারনাথ ধামে প্রার্থনা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি আশা করি বাবা আমাদের বিকশিত ভারত এবং বিকশিত দিল্লির লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট শক্তি দেবেন। আমি আশা করি, বাবা কেদার আমাকে দিল্লির উন্নয়নের জন্য কাজ করার শক্তি দেবেন।

চেন্নাই থেকে আসছিল কন্টেইনার, চালক ঘুমিয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা খড়গপুরে

খড়গপুর, ২ জুন ঃপশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খ।গপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি কন্টেইনার। কন্টেইনারটি চেন্নাই থেকে কলকাতা ও আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোর ৪টে নাগাদ খড়গপুর জাতীয় সড়কের ওপর কৃষ্ণ নগরের কাছে একটি কন্টেইনার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ওই কন্টেইনারে ৮টি গাড়ি ছিল।চেন্নাই থেকে কলকাতা ও আসানসোলগামী কনটেইনারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে যখন চালক ঘুমিয়ে পড়েন, একটি ব্যারেলে ধাক্কা মারে এবং পেট্রোল ট্যাঙ্কে আগুন ধরে যায়। ফলে আগুনে কন্টেইনার এবং ভেতরে থাকা গাড়িগুলি পুড়ে যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকর্মীরা প্রায় দুই ঘন্টা সময় নেন। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে মনে করা হয়।

অবসাদে ভুগছিলেন, কেশিয়াড়িতে জঙ্গল থেকে উদ্ধার বৃদ্ধের মৃতদেহ

কেশিয়াড়ি, ২ জুন ঃ বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার বৃদ্ধের মৃতদেহ। সোমবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি ব্লকের বনদেউলি এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম নবকুমার সিট (৬৫)। পরিবারের দাবি, মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ছেলের ভবিষ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। গত কয়েকদিন ধরে অবসাদে ভুগছিলেন বলেও দাবি পরিবারের সদস্যদের। তবে ময়নাতদন্তেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে জানান।

তেলেঙ্গানার স্থাপনা দিবসে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির, শুভকামনা অমিত শাহ ও নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ তেলেঙ্গানার স্থাপনা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুভকামনা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাও। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা দিবসে তেলেঙ্গানার জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা! এই রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের একটি প্রাণবন্ত আধুনিক বাস্তুতন্ত্র রয়েছে। আমি কামনা করি, তেলেঙ্গানার জনগণ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে.যাক।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুভেচ্ছা-বার্তায় লিখেছেন, তেলেঙ্গানার প্রতিষ্ঠা দিবসে, রাজ্যের ভাই ও বোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পরিশ্রমী জনগণের সঙ্গে, তেলেঙ্গানা ভারতের জাতিগত-সাংস্কৃতিক মানচিত্রে উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করছে। এই রাজ্য সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতায় পৌঁছক।নাড্ডার বার্তা, তেলেঙ্গানার প্রতিষ্ঠা দিবসে, আমি এই সুন্দর রাজ্যের সকল ভাই ও বোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তেলেঙ্গানা নিজস্ব অনন্য সংস্কৃতি, প্রাণবন্ত উৎসব এবং সর্বোপরি জনগণের উষ্ণতা এবং করুণার জন্য পৃথক। রাজ্য এবং রাজ্যের জনগণ সমৃদ্ধি এবং সুখের সঙ্গে অগ্রগতি অব্যাহত রাখুক। অন্যদিকে তেলেঙ্গানার স্থাপনা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তিনি জানান, রাজ্য স্থাপনা দিবসে তেলেঙ্গানার জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। তেলেঙ্গানা তার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য পরিচিত। এই রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, যা উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি তার অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। রাজ্য এবং এই রাজ্যের জনগণ আগামী বছরগুলিতে তাদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখুক এবং আরও উচ্চতা অর্জন করুক।উল্লেখ্য, তেলেঙ্গানার স্থাপনা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও।

জয়েন্ট অ্যাডভান্স পরীক্ষায় দেশে মেয়েদের মধ্যে প্রথম কাটোয়ার দেবদত্তা

কলকাতা, ২ জুন ঃ সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্সড পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো সোমবার। এই পরীক্ষাতেও বাংলার মুখ উজ্জ্বল করলেন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার মেয়ে দেবদত্তা মাঝি। গোটা দেশে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে আইআইটি খড়্গপুর জোনেরও টপার তিনি।তাঁর সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৬। গোটা দেশে প্রথম হয়েছেন রাজিত গুপ্তা। দিল্লি আইআইটি জোন থেকে পরীক্ষায় বসেছিলেন তিনি। আইআইটি কানপুর ছিল ২০২৫ সালের জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষার দায়িত্বে।২০২৫ সালে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৪২২ জন বসেছিলেন আইআইটি অ্যাডভান্সড পরীক্ষায়। এর মধ্যে পাশ করেছেন ৫৪ হাজার ৩৭৮ জন। ৯ হাজার ৪০৪ জন ছাত্রী এ বছর সফল হয়েছেন এই পরীক্ষায়। তাঁদের মধ্যেই প্রথম হয়েছেন দেবদত্তা।সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেন পরীক্ষায় পাশ করলে জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষায় বসার সুযোগ মেলে। এই পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই দেশের বিভিন্ন আইআইটি এবং আইআইএসসি-তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ আসে পড়ুয়াদের সামনে।

বিকশিত কৃষি ও সমৃদ্ধ কৃষক অপরিহার্য, এটাই পথপ্রদর্শক মন্ত্রঃশিবরাজ চৌহান

পাটনা, ২ জুন ঃ কৃষকদের সমৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানম তিনি বলেছেন, বিকশিত কৃষি ও সমৃদ্ধ কৃষক অপরিহার্য, এটাই কৃষি বিভাগের পথপ্রদর্শক মন্ত্র। সোমবার সকালে পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর জন্য বিকশিত কৃষি ও সমৃদ্ধ কৃষক অপরিহার্য, এটাই কৃষি বিভাগের পথপ্রদর্শক মন্ত্র। সারা দেশে ১৬,০০০ কৃষি বিজ্ঞানী সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে বিজ্ঞানীরা উৎপাদন বৃদ্ধি, উপকরণ খরচ কমানো, কৃষকদের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য একসঙ্গে কাজ করছেন... আমি বিহারে কৃষকদের সমর্থন ও সেবা করতে এবং কৃষি উপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে এসেছি। অন্যদিকে পূর্ব চম্পারতে, বিহারে ২০২৬ সালের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ সরকার গঠন করবে, এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, ২০২৬ সালে, এনডিএ সমস্ত রেকর্ড ভেঙে সরকার গঠন করবে বিহারে।আগামী বছরই বিহারে নির্বাচন। প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, বিহারে এনডিএ সরকার গঠন করবে। ২০২৬ সালে, এনডিএ সমস্ত রেকর্ড ভেঙে সরকার গঠন করবে।অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, আমাদের বাহিনীর বীরত্ব এবং নেতৃত্বের কৌশলকে আমি কুর্নিশ জানাই। সমগ্র দেশ গর্বিত। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক দল থাকা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, কংগ্রেস এবং অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক দল অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। তাঁরা পাকিস্তানের ভাষা বলছে... রাজনৈতিক লাভের জন্য, তারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরোধিতা করার সময় দেশের বিরোধিতা শুরু করেছে... দেশের মানুষ তাদের ক্ষমা করবে না।

হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী ও প্যালাসিওস, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই নেতা

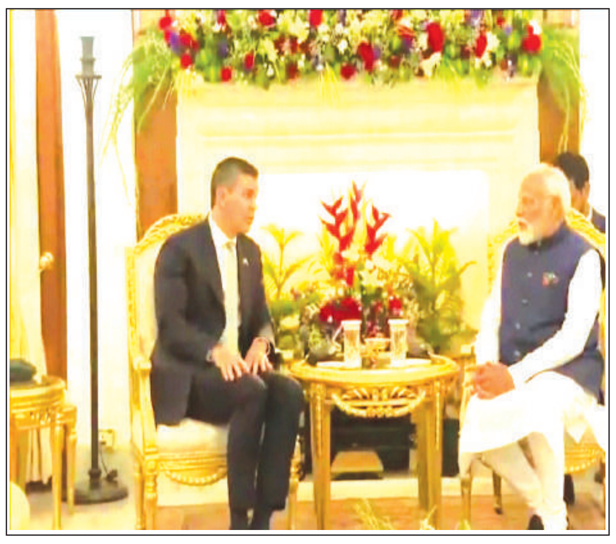

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা প্যালাসিওস। সোমবার হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা প্যালাসিওস। ২ জুন থেকে ৪ জুন পর্যন্ত তিন দিনের সফরে ভারতে এসেছেন প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা প্যালাসিওস। এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে অভিবাদন জানানো হয়। পরে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে এদিন সকালে ৩ দিনের সফরে দিল্লিতে পা রেখেছেন প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা প্যালাসিওস।এটি সান্তিয়াগো পেনার প্রথম ভারত সফর এবং প্যারাগুয়ের কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বিতীয়বারের ভারত সফর। ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে ভারতের জন্য একটি বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে প্যারাগুয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত এবং প্যারাগুয়ে বিভিন্ন বৈশ্বিক বিষয়গুলিতেও একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, যার মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রচার এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই।

মণিপুরে বন্যা কবলিত জেলাগুলিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ স্কুল

ইমফল, ২ জুন ঃ মণিপুরে বন্যা কবলিত জেলাগুলিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিদ্যালগুলির ছুটি বাড়িয়েছেন রাজ্যপাল।রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা ইমফল পূর্ব, ইমফল পশ্চিম এবং সেনাপতি জেলার সেনাপতি মহকুমায় সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুলের গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়সীমা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল।প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের কাছে স্থানীয় পরিস্থিতি প্রতিদিন মূল্যায়ন করে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বিদ্যমান স্কুল বন্ধ বা পুনরায় চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করেছেন রাজ্যপাল। সমন্বিত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য এই সিদ্ধান্তগুলি অবিলম্বে সরকারকে জানাতে হবে।এছাড়া, জোনাল শিক্ষা আধিকারিকদের তাঁদের নিজ নিজ জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকারের কাছে প্রতিদিনের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে যাতে তাঁরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে স্কুলের কার্যক্রম সম্পর্কে আপডেট দিতে পারেন।দুর্যোগ মোকাবিলা প্রচেষ্টাকে আরও সুদৃ। করতে মণিপুরের শিক্ষা অধিকর্তা (বিদ্যালয়)-র কনেট্রাল রুম সক্রিয় করা হযেছে। অতিরিক্ত অধিকর্তা (উপত্যকা) এবং অতিরিক্ত অধিকর্তা (পাহাড়) যথাক্রমে উপত্যকা এবং পার্বত্য জেলাগুলির জন্য নোডাল অফিসার হিসেবে মনোনীত করেছেন রাজ্যপাল। ওই আধিকারিকরা তাঁদের এলাকায় অবস্থিত স্কুল-সম্পর্কিত জরুরি ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় করবেন।

মণিপুরে, ৩.৫ প্রাবল্যের কম্পনে ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

ইমফল, ২ জুন ঃ সোমবার ভোররাত ০২টা ৫৫ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডে মৃদু ভূকম্পে কেঁপেছে মণিপুরের চূড়াচাঁদ জেলা। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.৫। এ ঘটনায় কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস)-র প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, সোমবার ভোররাত ০২ঃ৫৫ঃ৩৯টায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদ জেলার ভূপৃষ্ঠের ১৫ কিমি গভীরে ২৪.০৮ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৬১ও পূর্বে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৮ মে ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত প্রায় নয় (৯) ঘণ্টার ব্যবধানে তিনবার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল মণিপুরে। প্রথম ভূমিকম্প হয়েছিল ওইদিন ভোররাত ০১টা ৫৪ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে। ৫.২ প্রাবল্যের ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল

মুম্বইকে হারিয়ে আইপিএলের ফাইনালে পঞ্জাব, দেখা মিলবে নতুন চ্যাম্পিযনের

কলকাতা, ২ জুন ঃ আইপিএলের কোয়ালিফায়ারে মুম্বইকে হারিয়ে ১১ বছর পর ফাইনালে গেল পঞ্জাব কিংস। রবিবার রাতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে ৫ উইকেটে জয় পায় পঞ্জাব। জয়ের নায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। ফাইনালে পঞ্জাবের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু। ফলে এবারের আইপিএলে দেখা মিলবে নতুন এক চ্যাম্পিয়নের।আহমেদাবাদে টস জিতে প্রথমে মুম্বইকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় পঞ্জাব। শুরুটা ভালো হয়নি মুম্বইয়ের। দলীয় ১৯ রানে রোহিতকে হারায় মুম্বই। এরপর দলের হাল ধরেন জনি বেয়ারস্টো এবং তিলক বর্মা। দু'জনের ব্যাটে এগোতে থাকে মুম্বই। তবে বেয়ারস্টোকে তুলে নেন বিজয়কুমার।ভেঙে যায়৫১ রানের জুটি। এরপর সূর্যকুমারকে নিয়ে ৭২ রানের জুটি গ।নে তিলক বর্মা। কিন্তু তিন বলের মধ্যে মুম্বই হারায় তিলক ও সূর্যকে। দুইজনই ৪৪ রান করে আউট হন। শেষ দিকে নামান ধীরের ১৮ বলে ৩৭ রানের ঝড়ো ইনিংসে ফলে মুম্বই করে ৬ উইকেটে ২০৩ রান।পঞ্জাবের হয়ে ২ উইকেট নেন ওমারজাই,একটি করে উইকেট পেয়েছেন জেমিসন, স্টয়নিস, চাহাল এবং বিজয়কুমার। ২০৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই প্রভসিমরন সিংকে হারায় পঞ্জাব। এরপর ইংলিশ ও আরিয়া বড় জুটি গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের জুটি ভেঙ্গে দেন অশ্বনী কুমার। আরিয়ার উইকেট তুলে নেন তিনি। কিছুক্ষণ পর ৩৮ রান করে জস ইংলিশও বিদায় নেন হার্দিক পান্ডিয়ার বলে । পঞ্জাবের স্কোর দাঁড়ায় ৭.৫ ওভারে ৭২ রানে ৩ উইকেট।এরপর নেহাল ওয়াধেরাকে নিয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন পঞ্জাবের অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। দুইজনের মারকুটে ব্যাটিংয়ে লক্ষ্যটা সহজ হয়ে যায় পঞ্জাবের। ওয়াধেরা ২৯ বলে ৪৮ রান করে ফিরলেও একপ্রান্ত আগলে রেখে আক্রমাত্মক ব্যাটিং করে অধিনায়ক আইয়ার দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন। আইয়ার ৪১ বলে ৮৭ রানে অপরাজিত থাকেন। পঞ্জাব জয় পায় ৫ উইকেটে। মুম্বইয়ের হয়ে ২ উইকেট পেয়েছেন অশ্বনী কুমার মঙ্গলবার ফাইনালে আইয়ারদের প্রতিপক্ষ কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। দুই দলই এখন পর্যন্ত আইপিএলের শিরোপা জয়ের স্বাদ পায়নি। ফলে এবারের ফাইনালে যে দলই জিতুক আইপিএল পেয়ে যাবে নতুন চ্যাম্পিয়ন।

দেশের অগ্রগতিতে অসংখ্য অবদান রাখার জন্য পরিচিত তেলেঙ্গানাঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃতেলেঙ্গানার স্থাপনা দিবসে রাজ্যের জনগণকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, দেশের অগ্রগতিতে অসংখ্য অবদান রাখার জন্য পরিচিত তেলেঙ্গানা। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, তেলেঙ্গানার প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যের চমকার জনগণকে শুভেচ্ছা। দেশের অগ্রগতিতে অসংখ্য অবদান রাখার জন্য রাজ্যটি পরিচিত। গত দশক ধরে, এনডিএ সরকার রাজ্যের জনগণের জন্য 'জীবনযাত্রার সহজতা' বৃদ্ধির জন্য অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যের জনগণ সাফল্য এবং সমৃদ্ধিতে আশীর্বাদিত হোক।

ভারত কখনও কাউকে লুট করেনি, লন্ডনে বার্তা শমীকের

লন্ডন, ২ জুন ঃ ভারত দরিদ্র নয়। অনেকেই আমাদের লুট করে নিজেদের চমৎকার বাড়ি তৈরি করেছে। ভারত কখনও কাউকে লুট করেনি। লন্ডনে এই বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্করের নেতৃত্বাধীন সাংসদদের প্রতিনিধি দল এখন লন্ডনে রয়েছে, এই দলেরই সদস্য শমীক জোর দিয়ে বলেছেন, ভারত কখনও কাউকে লুট করেনি।শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেছেন, আমরা ভিক্ষার পাত্র নিয়ে কারও দরজায় দাঁড়াইনি। আমরা এখানে সকলকে সতর্ক করতে এসেছি, আমাদের সঙ্গে যা ঘটছে তা আগামীকাল আপনাদের সঙ্গেও ঘটবে। তারা আমাদের সংলাপের কথা বলে। তারা বলে, পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে সবকিছু সমাধান করা যেতে পারে। আপনারা সবাই 'মোদী মোদী' স্লোগান তুলছেন, কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা একজন নেতার মুখ হয়ে উঠেছেন।

হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ভিএইচপি-র ডাকে বনধ, শুনশান মাটিগাড়া

শিলিগুড়ি, ২ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গে ফের আক্রান্ত হিন্দুরা। এবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় হিন্দুদের ওপর হামলা করার পাশাপাশি দোকানে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। হিন্দু সংগঠনের কিছু সদস্যকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে ২৪ ঘণ্টার বনধের ডাক দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) উত্তরবঙ্গ প্রান্ত। ভিএইচপি-র ডাকা সেই বনধের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে মাটিগাড়ায়।সোমবার সকাল থেকেই রাস্তাঘাট শুনশান, হাতেগোনা যানবাহনই চলেছে। স্পর্শকাতর জায়গায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। গত শুক্রবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় একটি গাড়িতে অবৈধভাবে মাংস নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে বিরোধের পর এই অস্থিরতা শুরু হয়। গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে, যার ফলে দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশ ব্যবস্থা নেয়।

ভারতে করোনার সক্রিয় রোগী বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৯৬১ সংক্রমণে শীর্ষে কেরল

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ ভারতে একটু একটু করে বা।ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। ২ জুন, সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশে মোট সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩,৯৬১। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৩২।কেন্দ্রীয়স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত ৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, তামিলনড়ু, কেরল, মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন। কেরলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,৪৩৫। দিল্লিতে ৪৮৩, গুজরাটে ৩৩৮, কর্ণাটকে ২৫৩, মহারাষ্ট্রে ৫০৬, তামিলনাড়ুতে ১৮৯, উত্তর প্রদেশে ১৫৭ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৩১ জন সংক্রমিত।

আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ মামলায় জ্ঞানসেকরনের যাবজ্জীবন সাজা, ৯০ হাজার টাকা জরিমানা

চেন্নাই, ২ জুন ঃ চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত এ জ্ঞানসেকরনকে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা দিল চেন্নাইয়ের মহিলা আদালত। এছাড়াও এ জ্ঞানসেকরনকে ৯০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। চেন্নাইয়ের মহিলা আদালত সোমবার আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত এ জ্ঞানসেকরনকে কমপক্ষে ৩০ বছরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৯০,০০০ টাকা জরিমানা করেছে।চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে ছাত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় জ্ঞানসেকরনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ, শুধু ছাত্রীকে যৌন হেনস্থাই নয়, ওই ছাত্রীর পুরুষ সহপাঠীকেও মারধর করে অভিযুক্ত ও তাঁর সঙ্গীরা। ৩৭ বছর বয়সি জ্ঞানসেকরন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই একটি খাবারের দোকান চালাতো। পুলিশ জানিয়েছে, এর আগেও এক বার ক্যাম্পাসের এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে আটক হয়েছি ওই যুবক। তাঁর নামে চুরি ও ডাকাতি-সহ ১৫টি মামলা রয়েছে।

ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত, কেরল ও কর্ণাটকেও বৃষ্টি-সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ ভারী বৃষ্টিতে এমনিতেই বিপর্যস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত। লাগাতার বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, অসম, মেঘালয়-সহ উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে আগামী অন্তত ৬ দিন বৃষ্টিপাত চলবে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, আগামী বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কেরল, মাহে এবং কর্ণাটকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত চলবে।আইএমডি পূর্বাভাসে জানিয়েছে, আগামী বুধবার পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লিতে একই রকম পরিস্থিতি থাকবে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষেত্রেও মঙ্গলবার পর্যন্ত কোঙ্কন এবং গোয়ায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আইএমডি আগামী তিন দিন পশ্চিম রাজস্থানে ধুলো ঝড়ের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে।

রাশিফল

মেষঃযাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্পে কাজ করছিলেন তাঁদের সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে। তবে সাবধান থাকুন এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া এড়িয়ে চলুন। যে কোনও সমস্যা সমাধানের সময় ধৈর্য ধরে থাকুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে যোগব্যায়াম বা ধ্যান মানসিক শান্তি আনবে। সামাজিক জীবনে সক্রিয় থাকা আপনার জন্য উপকারী হবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে খুশি করবে।

বৃষঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। যদিও কেউ কাউকে তাদের ঋণ দেওয়ার বা দেওয়ার বিষয়ে পছন্দ করেন না, তবে অভাবী ব্যক্তিকে আপনার অর্থ ঋণ দিয়ে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।

মিথুনঃ আজ আপনি সময়মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য চাপ অনুভব করতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে, একটি বিরতি নিন এবং এগিয়ে যান।

কর্কটঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আপনি যদি ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে চান তবে আপনাকে আজ থেকে অর্থ সাশ্রয় করতে হবে।

সিংহঃ আজ আপনার আশেপাশের পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত। মানুষের গোপনীয়তা এবং মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন। ব্যবস্থাপনার কাজকর্ম আরও ভালো হবে। পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আপনি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করবেন।

কন্যাঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব।

তুলাঃআপনাকে যে সিদ্ধান্তই নিতে হোক না কেন, ভেবেচিন্তে এবং ভারসাম্য বজায় রেখে নেবেন।

বৃশ্চিকঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে এটি সত্ত্বেও, আজ আপনার আর্থিক দিকটি সবল থাকবে।

ধনুঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে। ।।

মকরঃ এটি আপনার আত্মসমালোচনার সময়। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর মনোনিবেশ করুন এবং আপনি যে লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে চান তা নির্ধারণ করুন। ।

কুম্ভঃ আজকে উফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বড়িয়ে তুলবে।

মীনঃআপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান মনোভাব বজায় রাখতে আপনাকে কঠিন কাজ করতে হবে। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ফের চড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রার পারদ। আর্দ্র ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় নাজেহাল অবস্থা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই। ভ্যাপসা ও ঘর্মাক্ত গরমই কাহিল করে তুলছে। সোমবার সকালেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী তিন-চার দিন ৪-৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলাতেই। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় অস্বস্তি বাড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা তেমন নেই এবং তাপমাত্রাও বাড়বে।দক্ষিণবঙ্গে অসহ্য গরম অনুভূত হলেও, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, জারি করা হয়েছে সতর্কতাও। বর্ষার আবির্ভাবের পর থেকেই বৃষ্টিতে ভিজছে উত্তরবঙ্গ, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে এখনও বর্ষার আগমন হয়নি। ফলে অস্বস্তি রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।জোয়ার-সকাল ১০টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১১টা৫২মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে আজ।

বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন অভিষেক

দুরন্তবার্তা, ৩ জুন ঃ এই মুহূর্তে এশিয়া মহাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভারতীয় প্রতিনিধি দল। সেই দলে আছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের দলের নেতৃত্বে রয়েছেন জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝা। এই মুহূর্তে দলটি রয়েছে কুয়ালালামপুরে। সেখানেই বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হলেন অভিষেক। তাঁকে বলতে শোনা গেল, ২২ এপ্রিল যেভাবে ২৬ জন মানুষকে খুন করা হল পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে। বিরোধী শিবিরের একজন সাংসদ হিসেবে আমি এরপর থেকে চেয়ে এসেছি পাকিস্তানের কাছে শুধুমাত্র PoK-র দাবি ছাড়া আর কোনও কথা যেন না হয়। অন্যথায় এমন ধরনের জঙ্গি হামলা হতেই থাকবে। এটা আঞ্জমার ব্যক্তিগত মত। সেই সঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ছবি থেকে গোটা বিশ্ব দেখেছে কীভাবে জঙ্গিদের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিয়েছে পাক সেনা কর্তারা! ২২ এপ্রিল যা ঘটেছে এরপর পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দাবি ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনও কথা নয়। কুয়ালালামপুরে এভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুললেন, যেভাবে অপারেশন সিঁদুরের পর জঙ্গিদের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিয়েছেন পাক সেনাকর্তারা, এরপর আর বিশ্বকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেওয়ার বাকি কি থাকতে পারে ভারতের। সেই সঙ্গেই তাঁর সাফ কথা, আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিনিধিত্ব করছি। শাসক দলের সঙ্গে আমার মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু এখানে আমি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি। এখানে আমি আমার জাতীয় আগ্রহর চেয়ে রাজনৈতিক আগ্রহকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারি না।

এবার পুলিশকে আক্রমণ হুমায়ুন কবীরের

দুরন্তবার্তা, ৩ জুন ঃ অনুব্রত ও ছাত্রনেতা বিক্রমজিতের পরে এবার পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির। তিনিও পুলিশকে বেলাগাম আক্রমণ করলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, তবিরোধী দলে থাকলে থানাগুলিকে সায়েস্তা করে দিতাম। হাতে পায়ে বেড়ি পরানো রয়েছে, তাই কিছু করতে পারছি না।দ প্রকাশ্য একটি সভা থেকে হুমায়ুনকে বলতে শোনা যায়, তবেশ কিছু থানা, যেমন সামসেরগঞ্জ, লালগোলা, বড়ঞা, ভরতপুরের থানায় এমন কিছু কিছু কাণ্ড ঘটে, আমি যদি বিরোধী আসনে থাকতাম, তাহলে ২৪ ঘণ্টা লাগত না, আমার এগুলোকে সায়েস্তা করতে।দ হুমায়ুনের এই কথায় ক্ষুব্ধ নাগরিক মহল। একদিকে অনুব্রতকে নিয়ে চিন্তিত শাসকদল। তারমধ্যে নতুন সমস্যা হুমায়ুন কবির। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, পুলিশের চমকানিতে ভয় পাবেন না। পুলিশ যদি আপনাদের অন্যায়ভাবে বিরক্ত করে, আপনাদের পরিবারকে বিরক্ত করে, রাতে অন্ধকারে আপনাদের তুলে আনে, ভয় পাবেন না, আমাকে খবর দেবেন। আমি আপনাদের পাশে রয়েছি। বড়ঞা, লালগোলা থানার পুলিশ আধিকারিকদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের অভিযোগ করেন তিনি। এমনিতেই অনুব্রত ও বিক্রমজিতের মন্তব্যে তোলপাড় রাজনীতি। তাতে এবার সংযোজন হুমায়ুনের। স্বাভাবিকভাবেই এই ইস্যুকে হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপি। বিজেপি নেতা শঙ্কর ঘোষ বলেন, তৃণমূল নেতিবাচক রাজনীতি করে। শাসকদলে আসবার পরেও নেতিবাচক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। ফলে সেই দলের নেতাদের এই ধরনের ভাষ্য। একই পথের পথিক। অনুব্রত যা বলবে, তাঁর দলের নেতারাও তাই বলবে, সেটাই স্বাভাবিক।

পাকিস্তানের সুরাব শহর দখল নিলো বলোচ বিদ্রোহীরা

বিশেষ প্রতিনিধি, ২ জুন ঃ এবার কি পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হতে চলেছে? অন্তত বলোচ বিদ্রোহীদের তেমনই দাবি। দীর্ঘ স্বাধীনতার লড়াইয়ের পর অবশেষে বড়সড় সাফল্যের দাবি বালোচ বিদ্রোহীদের। প্রায় তিন ঘণ্টার অভিযানের পর পাকিস্তানের সুরাব শহরের দখল নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করল বালোচ বিদ্রোহীরা। পুলিশ ও প্রশাসনিক ভবনের দখল নেওয়ার পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, পাক সেনার বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রও লুঠ করা হয়েছে। এই অভিযান প্রসঙ্গে বিএলএ মুখপাত্র জিয়ান্দ বালোচ জানান, এই অভিযানে আমাদের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল পাকিস্তানের সামরিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি। শহরের সমস্ত পুলিশ স্টেশন, ডেপুটি কমিশনারের দপ্তর, সরকারি গেস্ট হাউস ও স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলি দখল করা হয়েছে। সমস্ত সরকারি গড়ি, ব্যাঙ্ক ও গুদামগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাক সেনার ৩০টির বেশি রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের দখল নিয়েছে বালোচ বিদ্রোহীরা। বহু পুলিশকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরে শর্তসাপেক্ষে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এই অভিযানে ওই অঞ্চলের সহকারি ডেপুটি কমিশনার হিদায়াতুল্লা বুলেদির মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে বিদ্রোহী শিবির। এখানেই শেষ নয়, শহর দখল করার পর বিদ্রোহীরা কোয়েটা-করাচি ও সুরাব গিদ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে সেখানে নিজেদের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। যার জেরে ওই অঞ্চলে কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে পাক সেনাবাহিনীর যাতায়াত। বালোচ লিবারেশন আর্মির তরফে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে জানানো হয়েছে, এই অভিযান বালোচিস্তানের স্বাধীনতার লক্ষ্যে আরও একটি ধাপ।

মানুষের রক্ত চুষছেন রাজ্য সরকার, শিবসেনা দলের তোপ

মলয়ের সুর ঃ কথার ফুলঝুরিতে বিশ্বাস করে মাথায় তোলা হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে। এখন তারা মানুষের রক্ত চুষছেন। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনই মন্তব্য অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মুখ বুজে দেখছেন এই সরকারের কীর্তিকলাপ। তিনি হিন্দু বিদ্বেষী মহিলা। তারা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে । অতএব হিন্দুদের বসবাস করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার রায় বলেন, এখন সেই মমতায় মিথ্যের কারবারি হয়ে মানুষের রক্ত চুষছেন। গরিবের কোন উপকার করছেন না। মূল্যবৃদ্ধি থেকে বেকারত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে। এর কোন সুরাহা নেই। তাই বলছি হিন্দুরা জেগে উঠুন। এদিন

রাজ্যের শিবসেনা রাজনৈতিক দলের সভাপতি শান্তি দত্তের। তিনি আঞ্জরো বলেন, তিনি একজন অর্ধ উন্মাদ মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গে কোন সরকার আছে বলে আমি মনে করি না।। অবিলম্বে হাইকোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে মহিলাকে অপসারিত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করুক। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরাও সুষ্ঠ ও শান্তি ভাবে বসবাস করতে পারবে। আইনজীবী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মমতাকে 'ঝুট কি সরদারনি' বলেও কটাক্ষ করেন। এদিন হাজির ছিলেন আইনজীবী নেপাল কৃষ্ণ রায়, উত্তর ২৪ পরগনার প্রেসিডেন্ট শ্রাবণী নাথ, সদস্য সুমন বণিক প্রমুখ।

বুনিয়াদপুর পালস হাসপাতাল জটিল অস্ত্রপচারে সাফল্য

দুরন্তবার্তা, দক্ষিণ দিনীজপুর ঃ জানা গেছে কুশমন্ডি ব্লকের বছর আটের তানিশা আক্তার বেশ কিছুদিন ধরে তীব্র পেট ব্যথার সমস্যায় ভুগছিল। প্রথম অবস্থায় দক্ষিণ দিনাজপুর সহ মালদা এবং উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েও রোগ নির্ণয় হয়নি। পরবর্তীতে বুনিয়াদপুর পালস হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায় গলব্লাডারে পাথরের কারণে তীব্র পেট ব্যথায় ভুগছে শিশুটি। এত কম কম বয়সী শিশুর অপারেশনের ঝুঁকি নিতে চাননি অন্যান্য হাসপাতালের ডাক্তার বাবুরা। পরবর্তীতে বুনিয়াদপুর কোর্ট মোড়ে পালস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আসার আলো দেখেন রোগীর আত্মীয়রা। রবিবার চিকিৎসক ডক্টর আনিসুর রহমান ও সুমন দাসের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে একটি ২০ মিমি ও ১৫ মিমি পাথর বের করা হয় সঠিক অস্ত্রপ্চারের মাধ্যমে।। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষদের কথায় সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেই এমন সাফল্য সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক আনিসুর রহমান বলেন পরিপূর্ণ পরিকাঠামো ছাড়া এত ছোট বয়সীর বাচ্চার মাইক্রোসার্জারি করা সম্ভব ছিল না, এই এলাকায় ছোট বয়সে এই ধরনের জটিল অপারেশন বিগত দিনে হয়নি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাকিবুল বাবু বলেন তসুষ্ঠুভাবে এই বয়সে ছোট বাচ্চার মাইক্রো সার্জারি করাটা অনেকটাই চ্যালেঞ্জিং ছিল। হাসপাতালের চিকিৎসক এবং অন্যান্য সকল কর্মীদের সফল প্রচেষ্টার দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছে. রোগীর আত্মীয় আব্দুলসাত্তার বলেন 'এই হাসপাতাল আমাদের এলাকার গর্ব, বিগত দিনেও বহু মানুষ অস্ত্রপ্চারের মাধ্যমে সুস্থ হয়েছেন এখানে। আমার চাই কর্তৃপক্ষ এইভাবেই মানুষের সেবা করে চলুক।

জয়নগরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা জয়নগরে। সোমবার সকালে জয়নগর রথতলা ঘোষ গঙ্গার পাড়ে একটি মালবাহী ট্রাক কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে গাড়িটি ঘোরাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘোষ গঙ্গায় উল্টে যায়। ট্রান্সপোর্টের গাড়ি হওয়ায়, ওই গাড়িতে বিভিন্ন ধরনের জিনিস তোলা হয়েছিল। সেগুলি সমেত গাড়িটি জলে পড়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কেউ জখম হয়নি। সাথে সাথে এলাকার মানুষ ট্রাক থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার করতে শুরু করে। এই ঘটনা সম্পর্কে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান একটি ট্রান্সপোর্টের গাড়ি নানা ধরনের মাল বোঝাই করে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার আগেই ঘোরাতে গিয়েই গঙ্গায় উল্টে যায়। পরে ক্রেন এসে গাড়িটিকে গঙ্গা থেকে রাস্তায় তোলে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

এবার ভুয়ো টিকিট পরীক্ষক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ এবার ভুয়ো টিকিট পরীক্ষক গ্রেপ্তার লদীকান্তপুরে।পরনে কালো প্যান্ট ও সাদা জামা। নিজেকে টিকিট পরীক্ষক পরিচয় দিয়েই শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার লক্ষীকান্তপুর স্টেশনে রেল যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করছিলেন বছর পয়তাল্লিশের এক ব্যক্তি। জামার বুকে লাগানো ছিল একটি নেমপ্লেট। যেখানে লেখা ছিল চিফ টিকিট ইন্সপেক্টর (CIT) হাওড়া। দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে তিনি ভুয়ো টিকিট পরীক্ষক। লক্ষীকান্তপুর স্টেশনে থাকা সরকারি টিকিট পরীক্ষকদের বিষয়টি নজরে আসে।পরীক্ষককের জামার বুকে লাগানো নেমপ্লেট টি দেখেই তাদের সন্দেহ হয়।শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার টিকিট পরীক্ষক অথচ নেমপ্লেটে লেখা আছে হাওড়া। তারপরেই তারা মধ্যবয়স্ক ওই টিকিট পরীক্ষককে চেপে ধরতেই তিনি জানান, কোন এক ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি এই কাজটি পেয়েছেন টাকার বিনিময়ে। তারপরেই লক্ষীকান্তপুর স্টেশনে থাকা সরকারি টিকিট পরীক্ষকরা বারুইপুর আরপিএফ কে খবর দেয়। বারুইপুর থেকে আরপিএফের একটি টিম গিয়ে ওই ভুয়ো টিকিট পরীক্ষককে নিয়ে আসে।এবং রাতে বারুইপুর জিআরপির হাতে তারা হ্যান্ড ওভার করে।ভুয়ো টিকিট পরীক্ষককের নাম সুপ্রতীক কুমার ব্যানার্জি। বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। তার আসল বাড়ি দিল্লিতে। সে কয়েক বছর ধরেই জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশতের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃত ভুয়ো টিকিট পরীক্ষক সুপ্রতীক কুমার ব্যানার্জিকে রবিবার শিয়ালদহ আদালতে পেশ করে বারুইপুর জিআরপি। তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। ভুয়ো টিকিট পরীক্ষককের কাছ থেকে এই কাজ করার পারমিশন নিয়েছিল, এবং এর আগে সে কোথায় কোথায় এই কাজ করেছিল এবং এর পিছনে কোন চক্র আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করবে বারুইপুর জিআরপি।

দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত বাবা, সংসারের হাল ধরে চিকিৎসা করাতে পড়ুয়া মেয়েই ভরসা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বাবা,আর বাবার চিকিৎসা করতে পড়ুয়া মেয়েই ভরসা। জয়নগর থানার ধোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলোনি পাড়া। পাড়ারই বাসিন্দা দম্পতি বিজয় শিকারী ও সুচিত্রা শিকারী। জীবন এক জংশন, যে কোন মুহূর্তে থেমে যেতে পারে! তবে হাল ছাড়তে নারাজ তারা। অদম্য জেদ আর লড়াইয়ে সামিল হয়ে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে ছোটো পড়ুয়া। দম্পতির একমাত্র মেয়ে সুমিত্রা। সুমিত্রা স্থঞ্জানীয় নবীনচাঁদ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। পড়াশোনায় মেধাবী। নুন আনতে পান্তা ফুরানো পরিবারের বিজয় কোনরকমে মশলা মুড়ি বিক্রি করে সংসার চালাতেন। একমাত্র মেয়েকে পড়াশোনা করিয়ে চিকিসক করার স্বপ্ন দেখতেন এক সময়। আচমকা সব স্বপ্ন ছারখার হয়ে যায়। স্বপ্ন হয়তো স্বপ্নই থেকে যাবে দরিদ্র এই মশলামুড়ি বিক্রেতার! গত প্রায় দুবছর আগে হার্টের রোগ ধরা পড়ে বিজয়ের। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের কাছে চিকিৎসা করানোও দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে। বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ। ওষুধের জন্য প্রতিমাসে প্রয়োজন প্রায় দুহাজার টাকা! এমনকি দৈহিক গঠনও হ্রাস হতে থাকে বিজয়ের। এমন অবস্থায় দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বাবাকে সুস্থ করতে মরিয়া একমাত্র মেয়ে। বাবা কে শুধু সুস্থ করে তোলা নয়! পড়াশোনার করে চিকিৎসক হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংসারের হাল ধরেছে ছোট্ট সুমিত্রা। বর্তমানে বাবার পেশাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে চলেছে সে। স্কুলে পড়াশোনার ফাঁকে পাড়ায় পাড়ায় কিংবা বাজারে বেরিয়ে পড়ে মশলা মুড়ি আর ঘটি গরম বিক্রি করার জন্য। এক জায়গা থেকে অপর জায়গা,হাড় কাঁপানো খাটুনি করতে হয় সপ্তম শ্রেণীর এই ছাত্রীর। মাঝে মধ্যে মা সুচিত্রা ও সহযোগিতা করেন মেয়েকে। তার আশা বাবাকে একদিন সুস্থ করে তুলতে পারবে সে। সুমিত্রা জানিয়েছে, 'মশলা মুড়ি বিক্রি করে প্রতিদিন ১৫০ থেকে ২০০ টাকা আয় হয়।সংসার খরচ, পড়াশোনা খরচ চালিয়ে বাবার ওষুধ কিনতে হয়। কোন কোন মাসে ওষুধ কেনা সম্ভব হয় না।যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন তাহলে হয়তো বাবাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলা সম্ভব হতো। সুমিত্রা আর জানিয়েছে, মশলা মুড়ি বিক্রির পাশাপাশি পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়। শুধু চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নয়, গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষরা যাতে চিকিৎসা পরিষেবা পায় সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলেছে সে। 'সুমিত্রার মা সুচিত্রা শিকারী জানিয়েছেন, স্বামী দুবছরেরও অধিক সময় অসুস্থ। মেয়ের কাঁধে সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরায়, আগামী দিনে পড়াশোনা করে মেয়ে একজন সফল চিকিৎসক হতে চায়! দরিদ্র মানুষের সেবা করতে চায়। কিন্তু কি ভাবে সম্ভব। অন্যদিকে অসুস্থ বিজয় অপলক দৃষ্টিতে চাতকের মতো মেয়ের উপার্জনের দিকে তাকিয়ে। সুস্থ হয়ে বাঁচার আশায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছেন। এলাকার মানুষের দাবী, 'সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে সুমিত্রা একদিন সফল হবেই। কেউ আটকে রাখতে পারবে না। এটা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এখন সব কিছু নির্ভর করতে হচ্ছে এই পড়ুয়ার ওপর।

মৌমাছির হানায় নাস্তানাবুত আধিকারিকরা

বিশেষ প্রতিনিধি, ২ জুন ঃ পাকিস্তানের সীমান্ত লাগোয়া রাজস্থানে চলছিল মকড্রিল। এখানে শত্রু হয়ে উপস্থিত হলো একদল মৌমাছি। শনিবার পাক সীমান্ত লাগোয়া রাজস্থানে যুদ্ধের মহড়া করা হচ্ছিল। আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলে কী করতে হবে? সেই সমস্ত বিষয় শেখোনো হচ্ছিল সাধারণ নাগরিককে। এমন সময়ই লেগে গেল হুড়োহুড়ি। মৌমাছির কামড় থেকে বাঁচতে ছোটোছুটি শুরু করলেন সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। হঠাৎ দেখলে মনে হতেই পারে হয়তো সত্যি সত্যিই যুদ্ধ লেগে গিয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী শনিবার রাজস্থঞ্জানের জয়পুর শহরের ঝালাওয়ারের কালিসিন্ধি বাঁধে ড্রোন হামলা হলে কী করতে হবে, সেই নিয়ে মক ড্রিল করা হচ্ছিল। একটি প্রতিকী ড্রোন হামলাও করা হয়। আর এতেই ভেঙে যায় মৌচাক। এরপরেই হামলা চালায় মৌমাছির দল। সেখানে উপস্থিত জেলাশাসক, এসপি-সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা প্রাণ বাঁচাতে ছুটোছুটি শুরু করে দেন। মৌমাছির হামলায় আক্রান্ত হন বেশ কয়েকজন। এদিকে মক ড্রিল নিয়ে জয়পুরের জেলাসাসক ডঃ জিতেন্দ্র সোনি বলেন, তছাদে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের মহড়া করা হয়। লোকেরা ছাদে উঠে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলেন। ক্রেনের সাহায্যে তাঁদের নামিয়ে আনা হয়।দ এই মক ড্রিলে এনসিসি ক্যাডেটরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সিকারের কল্যাণ মেডিকেল কলেজে বিমান হামলার একটি মক ড্রিল করা হয়। এখানে চারটি বিস্ফোরণের অনুকরণ করা হয়।

মহানন্দায় মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, মালদা, ৩ জুন ঃ মহানন্দা নদী থেকে ভেসে উঠল এক ব্যক্তির দেহ। চাঁচল থানার রামদেবপুর এলাকার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বারেক আলি (৫২)। তিনি জমিতে জলসেচের কাজ করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেচের কাজে যান বারেক বাবু। তারপর থেকে তার খোঁজ মিলছিলনা। নদীতে খোঁজাখুজির পর দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। তবে তার মৃত্যুর নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে পরিবারে। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে নদীতে পড়ে যায় কি অন্যভাবে জলে ডুবে সেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকায়। আজ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ। পুলিশ জানায়,অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যু কারণ জানা যাবে।

করোনা আক্রান্ত আইআইটি-র ছাত্র

বছর চারেক আগে মারনব্যাধি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল গোটা বিশ্বের অনেকাংশ। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি মানুষ এই মারণব্যাধি করোনা থেকে বাঁচতে নিজেদেরকে সচেতন করে তুলেছিল। তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটা বছর। সুস্থ সচল জীবন যাপন করছে সকলে। ঠিক সেই সময় আবারও মারণ ব্যাধি করোনার নাম শোনা গেল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খড়্গপুর তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে এক গবেষকের শরীরে আবারো করোনার উপসর্গ পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর ও আইআইটি সূত্রে খবর, ২৬ বছর বয়সি ওই পড়ুয়া-গবেষকের কোভিডের উপসর্গ থাকায় তাঁর নমুনা সংগ্রহ করা হয়। RAT বা ব্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয়। তাতেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তারপর তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে জ্জজ্জ খড়্গপুরের বি সি রায় হাসপাতালে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করা হয়েছে IIT খড়্গপুরের তরফে। জানা গিয়েছে, ওই পড়ুয়া হস্টেলের একটি রুমে একাই থাকতেন। ফলে বাকি পড়ুয়াদের তেমন ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তা সত্ত্বেও ওই পড়ুয়ার সংস্পর্শে আসা কারুর যদি উপসর্গ দেখা দেয়, তাঁরও টেস্ট করানো হবে বলে জানিয়েছেন IIT কর্তৃপক্ষ। ওই পড়ুয়া সম্প্রতি গবেষণার সূত্রে বীরভূম জেলায় গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পরই জ্বর, সর্দি, কাশি, গন্ধ না পাওয়ার উপসর্গ অনুভব করেন। ওই পড়ুয়া কোভিডের দু'টি ভ্যাকসিনই নিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে। স্বাস্থ্য দপ্তর আরও জানিয়েছে, আপাতত ওই পড়ুয়ার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁকে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা হয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক সৌম্যশঙ্কর ষড়ঙ্গী বলেন, 'আমরা IIT খড়্গপুরের এক গবেষকের কোভিড আক্রান্ত হওয়ার রিপোর্ট হাতে পেয়েছি। স্বাদ-গন্ধ না পাওয়া, জ্বর-সর্দি, কাশি প্রভৃতি। মৃদু উপসর্গ থাকলে এবং ভ্যাকসিন নেওয়া থাকলে ভয়ের কিছু নেই।' পাশপাশি, সাধারণ মানুষকে আবার মাস্ক পরার এবং একে অন্যের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিন্তা না করে সকলকে সামাজিক বিধি মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয় ।

বাঘের সঙ্গে সেলফি তুলতে গিয়ে বিপদের মুখে পর্যটক

প্রতীকী ছবি

বিশেষ প্রতিনিধি, ২ জুন ঃ থাইল্যান্ডের ফুকেটে কত পর্যটকই সারা বছর বেড়াতে যান! এদেশ থেকেও যান অনেকে। কিন্তু এক ভারতীয় পর্যটক যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন তা সত্যিই ভয়ংকর। বাঘের সঙ্গে সেলফি তুলতে যেতেই ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ভিডিওটি। যা দেখে শিউরে উঠছেন নেটিজেনরা। ২৫ সেকেন্ডের ক্লিপে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি বাঘ সঙ্গে নিয়ে হাঁটছেন।

আর এই সময়ই তিনি বাঘটির সঙ্গে সেলফিও তুলতে চাইছেন। বাঘের ট্রেনার একটি লাঠি দিয়ে বাঘটিকে বসার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আর এরপরই ঘটে গেল অনর্থ। আঞ্জ চমকাই অতিকায় পশুটি ঝাঁপিয়ে পড়ল পর্যটকের উপরে। তাঁর আর্ত চিৎকারও শোনা যাচ্ছিল ভিডিওয়। স্বাভাবিক যাঁরাই ভিডিওটি দেখছেন তাঁরাই উদ্বেগে ভুগতে শুরু করেছেন যে, বাঘের আক্রমণের মুখে পড়ার পর ওই পর্যটকের কী হল। যিনি ভিডিওটি পোস্ট করেছেন, তিনি অবশ্য সকলকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, সামান্য চোটআঘাত লাগলেও তা গুরুতর নয়। সুস্থই রয়েছেন ওই পর্যটক।

বজ্রপাতে ভষ্মিভূত বাড়ি ও পোল্ট্রি ফার্ম

দুরন্তবার্তা, ৩ জুন ঃ নলহাটি বীরভূমের নলহাটির ভদ্রপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোলচৌকি গ্রামে বাজ পড়ে আগুনে ভস্মিভূত হলো একটি খড়ের চালার বাড়ি ও পোল্ট্রি ফার্ম। পোল্ট্রি ফার্মে থাকা মুরগির বাচ্চা সহ বাড়ির সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আনুমানিক রাত আড়াইটে নাগাদ বসত বাড়ি ও পোল্ট্রি ফার্মের মাঝখানে বাজ পরার ফলেই এই দূর্ঘটনা ঘটে। সেই সময় ঐ বাড়িতে এক বাচ্চা ছেলে সহ স্বামী স্ত্রী ঘুমিয়ে ছিল। বাজ পড়ার ফলে অল্প বিস্তর আহত হন ঐ বাড়ির ও পোল্ট্রি ফার্মের মালিক সাহিন শেখ।তাকে লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হয়। আগুন জ্বলতে থাকাই এলাকাবাসীরা ও স্থানীয় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আঞ্জসদুর রহমান ছুটে যান ও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান সকলে। দীর্ঘক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরে উড়বে ধ্বজা, বসছে নীলচক্র

মলয় সুর, শ্রীরামপুর ঃ প্রাচীন শহর শ্রীরামপুর। যে শহরের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র মাহেশের জগন্নাথ মন্দির। কারণ পুরীর পরেই স্থান পেয়েছে এই মন্দিরের রথযাত্রা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে গত কয়েক বছর আগে প্রাচীন এই মন্দির সংস্কার হয়ে ফিরেছে নতুন চেহারায়, এবার সেই মন্দিরের চূড়ায় সংযোজন হচ্ছে নীলচক্র। এরই সাথে পুরীর মতোই এখানেও উড়বে ধ্বজা। অর্থাৎ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের চূড়ায় যে গোল ধাতব চক্র দেখতে পাওয়া যায় সেটাই হলো তনীলচক্রদ। শ্রীরামপুর মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের চূড়ায় একটি এবং বাকি নাটমন্দিরের মাথায় আরো তিনটি সহ মোট চারটি তনীলচক্রত বসতে চলেছে। সম্প্রতি পুরীর কারিগর দ্বারা তৈরি পিতল মিশ্রিত অষ্টধাতুর এই নীলচক্র প্রভুর মন্দিরে পূজিত হয়ে ফিরেছে মাহেশ মন্দিরে। মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক পিয়াল কৃষ্ণ অধিকারী বলেন, আগামী শুক্রবার (৬ই জুন) যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিস্থাপন হবে এই নীলচক্র। কি এই নীলচক্র? পুরান মতে কথিত আছে এই নীলচক্র দর্শন অত্যন্ত পুণ্যের যা সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের প্রতীক অর্থাৎ যে চক্র মন্দিরকে রক্ষা করে। যা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে সুদর্শন চক্র নামে পূজিত হয়। মাহেশ জগন্নাথের মূল মন্দিরের মাথায় বসতে চলা এই ধাতব চক্রের উচ্চতা ৮.৩ ফুট এবং চওড়া ৫.৫ ফুট, যার ওজন ৮৩ কেজি। বাকি তিনটি নাট মন্দিরের ওপরে বসতে চলা নীলচক্রগুলির ওজন এবং উচ্চতা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই ছোট। সবচেয়ে অভিনব ব্যাপার সূর্যের অবস্থান বদলের সাথে বদল হবে নীলচক্রের রং। স্বাভাবিকভাবেই এই নীলচক্র প্রতিস্থাপনের সাথেই ৬২৯ বছরে পদার্পণ করা এই প্রাচীন মন্দিরের এবারের রথযাত্রা উৎসবের প্রক্রিয়ার তৎপরতা আরো বাড়বে। আগামী বুধবার (১১ই জুন) স্নানযাঞ্জত্রার মধ্য দিয়ে চলা হতে চলা এই উৎসবের পর আগামী ২৭শে জুন রথযাত্রা উৎসব। কথিত আছে প্রভুর নির্দেশ মতোই সাধক ধ্রুবানন্দ গঙ্গায় ভেসে আসা কাঠ দিয়ে এই মন্দিরের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করে তিনি ভোগ নিবেদন করেন। সেই মূর্তিই আজও একই ভাবে পূজিত হচ্ছে। মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান সেবায়েত সৌমেন অধিকারী বলেন, শুনেছি একটা সময় এই মন্দিরে নীল চক্র ছিল. যদিও সময়ের সাথেই তা উধাও হয়ে যায়। পিয়াল কৃষ্ণ অধিকারী আরো জানান এই নীলচক্র প্রতিস্থাপনের মধ্যে দিয়ে দিয়ে গুরুত্ব আরো বাড়বে এই মন্দিরের।

একইসাথে শুরু হবে মন্দিরের ধ্বজা লাগানোর প্রক্রিয়া। প্রতিদিন বিকেলে নিয়মিতভাবে এই ধ্বজা লাগানোর প্রক্রিয়া হবে, যা ভক্তদের কাছে অত্যন্ত পুণ্যের হবে। এখন সেই প্রস্তুতির পাশাপাশি রথযাত্রার উৎসবের ব্যস্ততায় মন্দির কর্তৃপক্ষ।

ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাজ শেখাতে টিএলএম ক্যাম্প, উদ্যোগে সর্বশিক্ষা মিশন

পূর্বস্থলী, প্রসেনজিৎ দেবনাথ বর্ধমানঃ সর্বশিক্ষা মিশনের উদ্যোগে গ্রীষ্মকালীন ছুটির মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশেষ টিএলএম (টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল) ক্যাম্প। এই প্রশিক্ষণ মূলক শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত জাহান্নগর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই দিনটি ছিল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল পড়ুয়াদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া; তাদের দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল সামগ্রী তৈরি করানো, যার মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতা ও কৌশল বিকাশ লাভ করতে পারে। এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সর্বশিক্ষা মিশনের কোঅর্ডিনেটর তাহের আলি শেখ। এছাড়াও, এক্সপার্ট হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিন জন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষিকা, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ এবং প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞ। তারা পড়ুয়াদের হাতে ধরে দেখান কিভাবে সহজে এবং উপকরণ ব্যবহার করে টিএলএম তৈরি করা যায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমরেশ দেবনাথ নিজে উপস্থিত থেকে পুরো কার্যক্রম তদারকি করেন ও ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও অভিভাবকরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যার ফলে পুরো পরিবেশটি হয়ে ওঠে এক আনন্দঘন মিলনমেলা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য। পড়ুয়ারা আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে, যা শিক্ষার প্রতি তাদের মনোযোগ ও আগ্রহের প্রতিফলন ঘটায়।এই ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে পড়ুয়ারা যেমন নতুন কিছু শেখার সুযোগ পায়, তেমনি বিদ্যালয়েও একটি সৃজনশীল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে ওঠে। সর্বশিক্ষা মিশনের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার দিকেই এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৮২ সংখ্যা, মঙ্গলবার ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

''বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণের মুখে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রগুলি কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে''

একসময় মুক্ত চিন্তা, কঠোর বিতর্ক এবং বৌদ্ধিক কৌতূহলের ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত বিশ্বজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রমবর্ধমান এবং বিপজ্জনক ক্ষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে - স্বায়ত্তশাসন, অখণ্ডতা এবং সমাজে তাদের ভূমিকা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়েছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, আদর্শিক মেরুকরণ, বাজেটের সীমাবদ্ধতা, নজরদারি এবং দক্ষতার উপর ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণের মুখে রয়েছে এবং এই ক্রমাগত আক্রমণের পরিণতি ক্যাম্পাসের গেট ছাড়িয়েও অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা ঐতিহাসিকভাবে কয়েকটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একাডেমিক স্বাধীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা এবং ভয় বা অনুগ্রহ ছাড়াই সত্যের সন্ধান। সর্বোত্তমভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমাজের বিবেক হিসেবে কাজ করে - ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে, অনুমান যাচাই করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, লেখক এবং নেতাদের লালন-পালন করে। কিন্তু এই আদর্শগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে আপস করা হচ্ছে, প্রায়শই জাতীয়তাবাদ, বাজার দক্ষতা বা আদর্শিক বিশুদ্ধতার আড়ালে। বিশ্বের অনেক জায়গায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আদর্শিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজে, রাজনীতিবিদরা ক্রমবর্ধমানভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করছেন - পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, নমনীয় প্রশাসক নিয়োগ, অথবা ভিন্নমত পোষণকারীদের শাস্তি। ইতিহাস, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সমালোচনা মূলক বৃত্তি 'জাতীয়তাবিরোধী', 'বিভেদ সৃষ্টিকারী' বা 'উগ্রপন্থী' বলে আক্রমণের শিকার হচ্ছে। 'উদার' বা 'অপ্রাসঙ্গিক' বলে বিবেচিত বিভাগগুলির জন্য তহবিল হ্রাস করা হচ্ছে, অন্যদিকে সরকার-সমর্থিত থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলিকে একই সমকক্ষ-পর্যালোচিত মান ছাড়াই উন্নত করা হচ্ছে। নজরদারি, সোশ্যাল মিডিয়া লক্ষ্যবস্তু এবং আইনি হয়রানির মাধ্যমে অনুষদ এবং ছাত্র উভয়কেই ভয় দেখানো হচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিবেশ বৌদ্ধিক অনুসন্ধানকে বাধাগ্রস্ত করছে। যখন রাজনৈতিক প্রতিশোধ বা জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে পণ্ডিতরা আত্ম-সেন্সরশিপ গ্রহণ করেন, তখন একাডেমিক অনুসন্ধানের অখণ্ডতা ভেঙে পড়ে। যখন শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন না করে মেনে চলতে শেখানো হয়, তখন শিক্ষার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় অভিন্ন কর্মী তৈরির কারখানা নয়; এটি এমন একটি স্থান যেখানে মন সংঘর্ষ, চ্যালেঞ্জ এবং শেষ পর্যন্ত বিকশিত হওয়া উচিত। এটিকে রাষ্ট্রের অথবা বাজারের - আমলাতান্ত্রিক বা আদর্শিক সম্প্রসারণে পরিণত করা অপূরণীয় ক্ষতি করে। একই সাথে, শিক্ষার পণ্যায়ন শিক্ষার্থীদের 'ক্লায়েন্ট' এবং শিক্ষাকে একটি লেনদেন প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের উৎপাদিত শিক্ষা বা গবেষণার মান দ্বারা নয়, বরং নিয়োগের পরিসংখ্যান, র‍্যাঙ্কিং বা বিনিয়োগের উপর রিটার্ন দ্বারা বিচার করা হয়। মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান - সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং নাগরিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য - প্রায়শই প্রথমে তহবিল থেকে বঞ্চিত করা হয় বা 'অপ্রয়োজনীয়' বলে বরখাস্ত করা হয়। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে জ্ঞানের পরিবর্তে তাৎক্ষণিক উপযোগিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, যা মানুষকে চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ দেয় কিন্তু জীবনের জন্য নয়। তদুপরি, আর্থিক চাপ এবং বেসরকারীকরণ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়কে কর্পোরেট প্রভাবের ঝুঁকিতে ফেলেছে। শিল্পসরবরাহ গবেষণা, শিল্প-সম্পর্কিত সম্পর্ক এবং বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব সম্পদ আনতে পারে, তবে তারা গবেষণার অগ্রাধিকারগুলিকে বিকৃত করার ঝুঁকিও রাখে। অনেক ক্ষেত্রে, যা অধ্যয়ন করা হয় - এবং কীভাবে এটি অর্থায়ন করা হয় - সামাজিক চাহিদার দ্বারা কম এবং বাজারের লাভজনকতার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। জলবায়ু বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য এবং বৈষম্য অধ্যয়ন প্রায়শই কর্পোরেট স্বার্থের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ শাখাগুলির পক্ষে নিজেদেরকে পাশে রাখে। প্রযুক্তি সংকটে আরও একটি স্তর যুক্ত করেছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উপর ডিজিটাল নজরদারি, আচরণ পর্যবেক্ষণ বা ভিন্নমত সনাক্তকরণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এবং তথ্য-চালিত শিক্ষা মডেলের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা, সৃজনশীলতার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের সংস্কৃতিতে অবদান রাখে। যদিও প্রযুক্তি অ্যাক্সেস প্রসারিত করতে পারে এবং শেখার সুবিধা প্রদান করতে পারে, এটি একাডেমিক স্বাধীনতার মূল্যে আসা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, অনলাইন শিক্ষার প্রতিশ্রুতি অ্যালগরিদমিক দক্ষতার সাথে অর্থপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততার পরিবর্তে অজুহাত হওয়া উচিত নয়। আন্তর্জাতিকভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে আটকা পড়ে। জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকির জন্য গবেষণা সহযোগিতা যাচাই করা হয়, বিদেশী শিক্ষার্থীরা ভিসা বাধার সম্মুখীন হয় এবং সংবেদনশীল বিষয়গুলিতে কাজ করা পণ্ডিতদের ভ্রমণ থেকে নিষিদ্ধ করা হয় বা দেশে শাস্তি দেওয়া হয়। শিক্ষার বৈশ্বিক চরিত্র - সীমান্ত পেরিয়ে উন্মুক্ত বিনিময়ের উপর নির্মিত - হুমকির মুখে, সন্দেহ এবং বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তবুও, এই চ্যালেঞ্জগুলি সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্ষমতার জবাবদিহি করতে সক্ষম এমন শেষ কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়ে গেছে। তারা পরিবেশগত বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ককারী জলবায়ু বিজ্ঞানী, বৈষম্য বিশ্লেষণকারী অর্থনীতিবিদ, সামাজিক ন্যায়বিচার অধ্যয়নকারী সমাজবিজ্ঞানী এবং অস্বস্তিকর সত্য উন্মোচনকারী ইতিহাসবিদদের আবাসস্থল। তারা কেবল ক্যারিয়ারের পথই নয়, নাগরিক শিক্ষাও প্রদান করে। তারা ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক, শিল্পী এবং বিচারকদের প্রশিক্ষণ দেয় - যারা সমাজকে একত্রিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করার অর্থ সমালোচনা থেকে রক্ষা করা নয়; বরং, এটি আত্ম-সমালোচনা, বিকশিত হওয়ার এবং সহ-অপ্টেশন প্রতিরোধ করার অধিকার সংরক্ষণ করা। একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও তাদের ত্রুটিগুলির জন্য দায়িত্ব নিতে হবে - অভিজাততা, অন্তর্ভুক্তির অভাব, আমলাতান্ত্রিক স্থবিরতা - তবে এই সংস্কারগুলি ভেতর থেকে আসতে হবে, বাইরে থেকে ভয় বা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। গণতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং অবহিত জনসাধারণের আলোচনার ভবিষ্যত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত। যদি আমরা তাদের হ্রাস করতে দেই;রাজনীতিকরণ, কর্পোরেটাইজেশন, অথবা সাংস্কৃতিক ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে;আমরা কেবল শেখার জায়গাই হারাবো না, বরং একটি প্রতিফলিত, অবগত এবং মুক্ত সমাজের ভিত্তিও হারাবো। এখন, আগের চেয়েও বেশি, এটি জিজ্ঞাসা করা অপরিহার্য যখন বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করা হয় তখন কে তার পক্ষে কথা বলবে? এবং কে তার স্বাধীনতার জন্য বলার অধিকার রাখে? উত্তরটি কেবল শিক্ষার ভাগ্যেই নয়, বরং আমরা কী ধরণের পৃথিবী উত্তরাধিকার সূত্রে পাব তা নির্ধারণ করবে।

তাম্রলিপ্ত ও বৌদ্ধ ধর্ম

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরটি রাজ্য এবং দেশের অন্যতম প্রাচীন শহর। বৌদ্ধ ধর্মের কাহিনী এই জনপদের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তমলুকের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সংযোগের ইতিহাস সম্পর্কে জানুন। ভারতের মধ্যযুগে দেখতে পাওয়া যায় তাম্রলিপ্ত নিদর্শন। মধ্যযুগে দেখতে পাওয়া যায় তাম্রলিপ্ত বন্দর অন্যতম। এই তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রা করেছিলেন সম্রাট অশোকের পুত্র ও কন্যা। এছাড়াও এই তাম্রলিপ্ত নগরীতে এসেছিলেন বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা হিয়েন, ইউয়েন সাঙ, পাই ইৎসিং। তাঁদের ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায় প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরী গৌরবময় ইতিহাসের কথা। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০ সালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে গৌতম বুদ্ধের আট জন শিষ্য তাম্রলিপ্ত নগরীতে আসেন। আঞ্চলিক ইতিহাসবিদেরা জানান তৎকালে তাম্রলিপ্ত নগর এর সীমা অনেক বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্ত নগরীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয়। সে সময় তাম্রলিপ্ত নগরী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী রাজ্য। আঞ্চলিক ইতিহাসবিদের জানান তাম্রলিপ্ত নগরীর রাজা বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে নিজের রাজ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত করেন।

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

স্বাস্থ্য ও সদাচার

অস্পৃশ্যতাকে বর্জন কর ভালই, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সদাচারকে বিদায় দিও না। ইন্দ্রিয়মুক্ষ-উদ্দাম মন আনন্দদীপ্ত মন অসুখ-বিসুখের হাতে ধরা পড়ে। যদি শুভপরিচর্যী পারিপার্শ্বিক পায়, দুঃস্থ বা অসুস্থ হয় রুচিগ্ন। যদি হাঁচো সংক্রামী রোগ-প্রত্যাশী যদি হ'তে চাও; যেখানে-সেখানে যা'র-তা'র হাতে খেতে পার, আর স্বাস্থ্যের ক্ষতি নাই কম্য হয়; সদাচারী হওয়াই ভাল। মাছ, মাংস, মাদক; যা স্নায়ুকে স্বস্থ রাখতে দেয় না; তা' আয়ুকে কমিয়েই দিয়ে থাকে; বিধানের বিপর্যয়ী পরিপোষণে। মাছ-মাংস খেলেও তা' হামেশা খেতে নাই; এবং তাদের বিসংক্রিয়ার প্রতিষেধকও খেতে হয়; যেমন দধি ইত্যাদি।

ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধের রণনীতি বিশ্ব বাজারে অনিশ্চয়তার ঘনঘটা

আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে প্রতিটি রাষ্ট্রই তার কূটনৈতিক নীতিকে সময় ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পুনর্গঠন করে থাকে। বিশেষ করে উদীয়মান অর্থনীতি ও বহুমাত্রিক ভূরাজনৈতিক স্বার্থসম্পন্ন দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই কূটনৈতিক কৌশল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারত, দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ অর্থনীতি ও একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে, সম্প্রতি বৈশ্বিক ভূকৌশলগত সমীকরণে অনেক বেশি সক্রিয়। এই প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে;তুরস্ক কি ভারতের কূটনৈতিক পরিসরে আরও গভীরভাবে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত সময় এসেছে? তুরস্ক দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের ভূমিকায় রয়েছে। এর ভৌগোলিক অবস্থান, ন্যাটোর সদস্যপদ এবং সম্প্রতি এর আঞ্চলিক রাজনৈতিক সক্রিয়তা একে নতুন করে গুরুত্ব দিচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিসরে। অন্যদিকে, ভারতও তার পররাষ্ট্র নীতিকে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহুমুখী করার লক্ষ্যে পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে আগ্রহী। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তুরস্ককে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক অংশীদার হিসেবে বিবেচনার বিষয়টি আগের তুলনায় আরও বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। তবে ভারত-তুরস্ক সম্পর্ক সবসময় মসৃণ ছিল না। কাশ্মীর ইস্যুতে তুরস্কের অবস্থান এবং পাকিস্তানের প্রতি কিছুটা পক্ষপাতমূলক মনোভাব ভারতকে সংবেদনশীল করে তুলেছে। বিশেষত ২০১৯ সালে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সাংবিধানিক অবস্থান পরিবর্তনের পর, রাষ্ট্রপুঞ্জে তুরস্কের নেতিবাচক অবস্থান দুই দেশের সম্পর্কে স্পষ্ট ছায়া ফেলেছিল। কিন্তু শুধু এই ঘটনাগুলোর ভিত্তিতে তুরস্ককে কূটনৈতিক দৃষ্টিসীমা থেকে বাদ দেওয়া কি সঠিক কৌশল হবে? বিশ্ব এখন বহুমুখী শক্তির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। একদিকে যেমন চীন-পাকিস্তান-ইরান ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্ব আবার নতুন জোট, প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের পথে হাঁটছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতকে তার কূটনৈতিক নীতি আরও চৌকস ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে হবে। তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক নয়, বরং এটি বৃহৎ পরিসরের ভূরাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে। তুরস্ক, ভারত ও অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল হতে পারে। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব কৌশলগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। তুরস্কের 'মিডল পাওয়ার' অবস্থান, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও ব্ল্যাক সি অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব ভারতকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। ভারতের কাছে তুরস্কের গুরুত্ব কেবল কূটনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ভারতের 'লুক ওয়েস্ট' নীতির মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের যে প্রয়াস, তাতে তুরস্ক একটি স্বাভাবিক সংযোজন। দুই দেশই জি-২০ সদস্য, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ, প্রযুক্তি ও উদীয়মান বাজার ব্যবস্থাপনায় একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহী হতে পারে। ভারতীয় শিল্প, ওষুধ, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষাক্ষেত্র ও পর্যটনের জন্য তুরস্ক একটি সম্ভাবনাময় বাজার হতে পারে। অন্যদিকে, তুরস্কও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হতে পারে, বিশেষ করে যখন এটি পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে কিছুটা টানাপোড়েনে রয়েছে। একাধিকবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকার সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার পর, তুরস্ক বিকল্প বাণিজ্যিক ও কৌশলগত অংশীদার খুঁজছে। এই সুযোগে ভারত, যে কিনা 'স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি'-র নীতিতে বিশ্বাস করে, এক সম্ভাবনাময় অংশীদার হিসেবে উঠে আসতে পারে। তবে সম্পর্ক উন্নয়নের আগে কিছু বাস্তব চ্যালেঞ্জ আছে, যেগুলোর অবসান ঘটানো প্রয়োজন। কাশ্মীর প্রসঙ্গে তুরস্কের অবস্থান নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা ও কূটনৈতিক বোঝাপড়া জরুরি। ভারতকে এটি বুঝতে হবে যে কূটনীতিতে স্থায়ী বন্ধুত্ব বা শত্রুতা বলে কিছু নেই; আছে কেবল স্বার্থ ও পরিস্থিতি। একসময় যেসব দেশ ভারতের প্রতি উদাসীন ছিল, তারা আজ ভারতের কৌশলগত অংশীদার; তুরস্কও এই তালিকায় আসতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তুরস্কের বৈদেশিক নীতিতে যে ধরনের অভিযোজন দেখা যাচ্ছে, তা থেকে বোঝা যায়;তারা পশ্চিমের একচেটিয়া নির্ভরতা কমিয়ে নতুন জোট ও অংশীদারিত্বের দিকে এগোচ্ছে। ভারত যদি সময়োপযোগীভাবে কূটনৈতিক রূপরেখা নির্ধারণ করে, তবে তুরস্কের সঙ্গে একটি সুদূরপ্রসারী ও বহুমাত্রিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। ভারতের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য হলো বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব এবং স্বার্থভিত্তিক সহযোগিতা। এই নীতির আলোকে তুরস্ককে অগ্রাহ্য করা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত হবে না। বরং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নবনির্মাণের মাধ্যমে ভারত একটি কৌশলগত গেইটওয়ে তৈরি করতে পারে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার সংযোগস্থলে। পরিশেষে বলা যায়, তুরস্ককে ভারতের কূটনৈতিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা এখন সময়ের দাবি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও অতীতের বিতর্ক ছাপিয়ে বাস্তববাদী কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। একবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় কৌশলগত দূরদর্শিতা, নমনীয়তা এবং বহুমুখী সম্পর্কই কূটনৈতিক সাফল্যের চাবিকাঠি। তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এই লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে।

জাতীয়তাবাদের মোড়কে দেশপ্রেমের বিভ্রান্তি গণতন্ত্রের স্বরূপে আঘাত

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক আশঙ্কাজনক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে; চরম জাতীয়তাবাদকে সচেতনভাবে দেশপ্রেম বা দেশভক্তির সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই প্রবণতা শুধু ভারত নয়, বিশ্বের বহু দেশে মাথা চাড়া দিচ্ছে, যেখানে শাসক গোষ্ঠী অথবা রাজনৈতিক শক্তিগুলি নিজেদের সমালোচনাকে রাষ্ট্রদ্রোহের রূপে চিহ্নিত করে সাধারণ জনগণের সামনে নিজেদের 'দেশরক্ষক' হিসেবে তুলে ধরছে। এই চর্চা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এটি একদিকে যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে, তেমনি অন্যদিকে নাগরিকদের মধ্যে এক ধরণের বিভ্রান্তি তৈরি করে;যেখানে কেউ সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেই তাকে 'দেশদ্রোহী' তকমা দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠছে একজন সচেতন নাগরিকের সমালোচনা কি দেশবিরোধী? নাকি প্রকৃত দেশপ্রেমিক সেই, যে দেশের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে তার উন্নতি কামনা করে? চরম জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হল তআমরা বনাম তারাদ বিভাজন তৈরি করা। এই ভাবনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত হয়। বলা হয়, তদেশ আগে, বাকিটা পরেদ;এই শ্লোগানের আড়ালে মূলত একটি দমনমূলক মনোভাবই কাজ করে, যা ভিন্নমত, সংস্কৃতি, ধর্ম বা ভাষার স্বীকৃতিকে অস্বীকার করে। অথচ ভারত বা বিশ্বের অন্য কোনও গণতান্ত্রিক দেশের মূল চেতনা গঠিত হয়েছে বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সহনশীলতার ওপর। একটি উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে, কোনও নাগরিক যদি সরকারের প্রতিরক্ষা নীতির সমালোচনা করেন, কিংবা কোনও সামরিক কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে তদেশবিরোধীদ বলে চিহ্নিত করা হয়। অথচ প্রকৃত দেশপ্রেমিক সেই, যিনি চোখ বন্ধ করে নয়, যুক্তি এবং বিবেচনার ভিত্তিতে দেশের কল্যাণ কামনা করেন। ইতিহাস বলে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা সুভাষ চন্দ্র বোসও রাষ্ট্রের তৎকালীন নীতির সমালোচনা করেছিলেন। তাহলে কি তাঁরা দেশদ্রোহী ছিলেন? নাকি সেই প্রশ্ন তোলার অধিকারটিই আজ খর্ব করা হচ্ছে? আরও গভীর চিন্তার বিষয় হল, এই জাতীয়তাবাদের আলোকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করা। নাগরিকত্ব, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, বা ধর্মাচরণ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে;কে কতটা 'ভারতীয়' বা 'দেশভক্ত', তা যাচাই হচ্ছে এই অদৃশ্য মানদণ্ডে। এর ফলে সমাজে বিভাজন বাড়ছে, পারস্পরিক বিশ্বাস ভাঙছে। এবং ঠিক এই মুহূর্তেই, শাসক গোষ্ঠী নিজেদের বিরোধিতা সহ্য করতে না পেরে জাতীয়তাবাদকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এই জাতীয় প্রবণতা সংবাদমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিচারব্যবস্থার ওপরও চাপ সৃষ্টি করছে। সংবাদমাধ্যমকে বাধ্য করা হচ্ছে নির্দিষ্ট ভাষ্য প্রচার করতে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বলা হচ্ছে 'দেশপ্রেম' শেখাতে। অথচ একটি সুস্থ গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যম স্বাধীন, শিক্ষা মুক্ত এবং বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। দেশপ্রেম শেখানো যায় না, সেটা মানুষের চেতনা ও চর্চা থেকে আসে। চরম জাতীয়তাবাদের আড়ালে এক ধরনের 'অন্ধ আনুগত্য' গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে কোনও নীতি বা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা মানেই রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। এই চিন্তাভাবনা আসলে স্বৈরতন্ত্রের প্রাথমিক ধাপ। গণতন্ত্রের সৌন্দর্যই হল, সেখানে ভিন্নমতের জায়গা থাকে, আলোচনা ও বিতর্কের পথ খোলা থাকে। যদি জাতীয়তাবাদের নামে সেই পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ ঘটবে। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম;এই দুইয়ের মধ্যে সূদ পার্থক্য রয়েছে। দেশপ্রেমিক হতে গেলে একজনকে যুক্তিবাদী, মানবিক ও বিবেকবান হতে হয়। তিনি তাঁর দেশের উন্নয়ন চান, কিন্তু অন্ধ আনুগত্য চান না। তিনি সরকারের ভাল কাজের প্রশংসা করেন, আবার খারাপ কাজের সমালোচনাও করেন। পক্ষান্তরে চরম জাতীয়তাবাদ এক ধরণের একচোখো মানসিকতা তৈরি করে, যেখানে সমালোচনা মানেই বিশ্বাসঘাতকতা। চরম জাতীয়তাবাদের ছত্রছায়ায় যে রাজনৈতিক আবহ তৈরি হচ্ছে, তা ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক। এমন এক সমাজ গড়ে উঠছে যেখানে সাধারণ নাগরিকদের অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত, শিক্ষার্থীদের কণ্ঠ রুদ্ধ, এবং সাংবাদিকদের কলম ভীত। এই প্রবণতা বদলানো না গেলে আমরা এক এমন রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যাব যেখানে মুখে গণতন্ত্র থাকলেও হৃদয়ে স্বৈরতন্ত্র গেড়ে বসবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। দেশপ্রেম মানে সরকার-ভক্তি নয়, বরং দেশের প্রতি সচেতন দায়িত্ববোধ। দেশের গণতন্ত্র রক্ষা, সংবিধান রক্ষা এবং সামাজিক সমতা কায়েম করাই প্রকৃত দেশপ্রেম। সুতরাং যখন কেউ চরম জাতীয়তাবাদকে দেশপ্রেমের সঙ্গে গুলিয়ে দিতে চায়, তখন আমাদের বুঝতে হবে; এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বিভ্রান্তিকর এবং গণতন্ত্রবিরোধী। প্রকৃত দেশপ্রেমিক সেই, যে প্রশ্ন তোলে, যে আলোচনার পরিবেশ চায়, ও যে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার থাকে। কোনও রাজনৈতিক শক্তির পক্ষাবলম্বন নয়, বরং দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোই হল দেশপ্রেমের প্রকৃত রূপ।

পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ বাহিনীতে বিশাল জনবল সংকট নিরাপত্তার বড় প্রশ্নচিহ্ন

পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এই বাহিনীতে প্রকৃত জনবল সংকট একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে, যা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে সরাসরি প্রভাবিত করছে। শুধুমাত্র সংখ্যার অভাব নয়, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অতিরিক্ত কর্মভার, আধুনিক প্রশিক্ষণের ঘাটতি এবং পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের অভাব। এই সমস্যাগুলো দীর্ঘদিন অবহেলা হলে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা বিপন্ন হতে পারে। বিগত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ বাহিনীর নিয়োগে তেমন ত্বরান্বিত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়নি। বর্তমান সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে পুলিশ বাহিনীর মোট শূন্যপদ শতকরা হিসেবে প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনবলই ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি শুধুমাত্র সংখ্যার সীমাবদ্ধতা নয়; এর সঙ্গে রয়েছে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীদের অভাব। নতুন নিয়োগ হলেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পেশাদারিত্বের মাত্রা অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল। ফলে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নত মান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা গত কয়েক দশকে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরাঞ্চলে অপরাধের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের ভূমিকা আরও জোরালো হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা ও অপরাধের হার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গেই পুলিশ বাহিনী যথাযথ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এই বৈষম্যের ফলশ্রুতিতে প্রতিটি পুলিশকর্মীর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। অনেক সময় অপ্রতুল জনবল থাকার কারণে একেক পুলিশকর্মীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব ও দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়। ফলে তারা ক্লান্ত ও অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েন, যা পুলিশ বাহিনীর কর্মক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পুলিশ জনবল সংকটের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রভাবিত হচ্ছে। অপরাধ দমন কার্যক্রম যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয় না। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করেন। বড় শহর থেকে গ্রামীণ এলাকায়, কোথাও কোথাও অপরাধীদের প্রতিহত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে, দুর্যোগ, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতি অপরিহার্য। কিন্তু জনবল ঘাটতির কারণে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও পরিস্থিতি সামলানো কঠিন হয়ে যায়। এর ফলে আইন-শৃঙ্খলা অবনতি ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শুধু জনবল সংখ্যা বাড়ানোই সমাধান নয়; আধুনিক প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের অভাবও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পুলিশ বাহিনীকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা আধুনিক অপরাধের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, সাইবার অপরাধ মোকাবিলা, মানবাধিকার রক্ষা এসব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও আধুনিক সরঞ্জামাদির প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বাহিনী অনেক ক্ষেত্রেই এই আধুনিকতার সুবিধা থেকে পিছিয়ে রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর জনবল সংকটের পেছনে রয়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় কিছু বড় ত্রুটি। নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও জটিল, যা সময়ক্ষেপণ সৃষ্টি করে। নিয়মিত ও যথাযথভাবে শূন্যপদ পূরণ না হওয়ার ফলে জনবল ঘাটতি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। তাছাড়া, রাজনৈতিক চাপ প্রায়ই পুলিশ নিয়োগ ও পদোন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে। প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রভাব প্রাধান্য পেলে বাহিনীর কর্মক্ষমতা কমে যায়। এটি পুলিশ বাহিনীর স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্বের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে রাজ্য সরকারকে দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো - নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও স্বচ্ছ করা।পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি প্রদান করা।কর্মীদের কর্মপরিসর এবং কাজের চাপ কমানো।রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত একটি পেশাদার পুলিশ বাহিনী গঠন করা। রাজ্য প্রশাসনকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য ব্যাপক গুরুত্ব দিতে হবে এবং পুলিশ বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বাড়ানো জরুরি। কমিউনিটি পুলিশিং, জনমত ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপরাধ রোধে ভূমিকা রাখতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত তথ্য পুলিশের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা সম্ভব। নাগরিকদের সঠিক দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বাহিনীর বিশাল জনবল সংকট রাজ্যের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্য একটি বড় হুমকি। এই সংকট দীর্ঘমেয়াদে অবহেলা করা যাবেনা। সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি আধুনিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে পুলিশ বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। শুধুমাত্র সরকারি পদক্ষেপই নয়, নাগরিকদের সচেতন ও অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা গ্রহন করাও অপরিহার্য। একটি পেশাদার, দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল সম্পন্ন পুলিশ বাহিনী রাজ্যের জনজীবনে শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে। এই লক্ষ্যেই সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

''ভবিষ্যৎ সেলাই তৈরি পোশাকের উত্থানে কি বাংলা সাফল্য অর্জন করতে পারবে?''

বস্ত্র ও তাঁতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে;এমন এক মোড় যেখানে ঐতিহ্য বিশ্বব্যাপী তৈরি পোশাক (ট্রথঞ্ঝ) শিল্পে সুযোগের মুখোমুখি হয়। সরবরাহ শৃঙ্খলের পরিবর্তন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের, মানসম্পন্ন পোশাকের জন্য বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রশ্নটি তুঙ্গে উঠেছে বাংলা কি এই মুহূর্তটিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি পোশাক উৎপাদনে একটি পাওয়ার হাউস হয়ে উঠতে পারে?
সময়টি আরও উপযুক্ত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা ক্রমবর্ধমানভাবে চীনের বাইরে সোর্সিং গন্তব্যগুলিকে বৈচিত্র্যময় করার দিকে তাকিয়ে থাকায় এবং বাংলাদেশ তার বিদ্যমান অবকাঠামোর সীমার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ায়, ভারত - বিশেষ করে পূর্ব ভারত - একটি প্রতিশ্রুতিশীল বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ভারতের মধ্যে, বাংলার কিছু প্রাকৃতিক সুবিধা রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে এর সান্নিধ্য জ্ঞান স্থানান্তর, লজিস্টিক সিনার্জি এবং এমনকি সাবকন্ট্রাক্টিংয়ের সম্ভাবনা প্রদান করে। উপরন্তু, রাজ্যটি একটি উল্লেখযোগ্য শ্রমশক্তি নিয়ে গর্ব করে, যা বস্ত্র, সূচিকর্ম এবং সেলাইয়ের দক্ষতার জন্য পরিচিত। কিন্তু এই সুপ্ত সম্ভাবনাকে বাস্তব অগ্রগতিতে রূপান্তরিত করার জন্য, একটি সমন্বিত, কৌশলগত পদ্ধতি অপরিহার্য। ঐতিহাসিকভাবে, শিল্প উন্নয়নে, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, অটোমোবাইল উৎপাদন, অথবা ওষুধ শিল্পের মতো ক্ষেত্রে, বাংলা অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের তুলনায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তবে, বস্ত্র ও পোশাক শিল্প এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে বাংলা প্রতিভা এবং ঐতিহ্য উভয়ই ধরে রেখেছে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো স্থানগুলি দীর্ঘদিন ধরে তাঁত ও সেলাইয়ের সাথে যুক্ত। নিউ মার্কেটের কাস্টমাইজড দোকান থেকে শুরু করে শ্যামবাজারের প্রাচীন সেলাই প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত কলকাতার নিজস্ব সেলাইয়ের ঐতিহ্য এমন একটি সাংস্কৃতিক পটভূমি তৈরি করে যা নতুন শিল্প রাতারাতি প্রতিলিপি করতে পারে না। এখন যা প্রয়োজন তা হল একটি আধুনিক বাস্তুতন্ত্র যা এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়। রাষ্ট্র-সমর্থিত পোশাক পার্ক, উন্নত লজিস্টিক করিডোর এবং হলদিয়া এবং কলকাতায় উন্নত বন্দর অবকাঠামো অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাজেট বাজেটে প্রস্তাবিত গার্মেন্ট পার্ক ও PM-MITRA প্রকল্পের অধীনে আসন্ন টেক্সটাইল ক্লাস্টারগুলির মধ্যে খরচ কমাতে, উৎপাদন দ্রুত করতে এবং বিশ্বব্যাপী মান মেনে চলতে সমন্বিত সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলার আরেকটি বড় সুবিধা হল খরচ প্রতিযোগিতা। দক্ষিণ ভারতের তুলনায়, যেখানে মজুরি এবং পরিচালন ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাংলা এখনও তুলনা মূলকভাবে কম খরচের উৎপাদন পরিবেশ প্রদান করে। যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এটি রপ্তানিকারকদের জন্য একটি বড় আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, NIFT কলকাতা এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্যাকেজিংয়ের মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে সঠিক প্রশিক্ষণ উদ্যোগ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে, নকশা, মান নিয়ন্ত্রণ এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান পূরণের জন্য বাংলার কর্মীবাহিনীকে দ্রুত দক্ষ করে তোলা যেতে পারে। রপ্তানি সম্ভাবনা আরেকটি অব্যবহৃত পথ। বাংলাদেশ এবং নেপালের সাথে দুটি প্রধান বন্দর এবং একাধিক স্থল শুল্ক স্টেশন থাকা সত্ত্বেও, ভারতের মোট পোশাক রপ্তানিতে বাংলার অংশ অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কম। রপ্তানি-সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলিকে সহজতর করে, রপ্তানিকারকদের প্রণোদনা প্রদান করে ও প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে দ্বিপাক্ষিক টেক্সটাইল বাণিজ্য চুক্তি করে, বাংলা কার্যকরভাবে এই ব্যবধান পূরণ করতে পারে। অধিকন্তু, ই-কমার্স-চালিত পোশাক ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান তরঙ্গে চড়ার জন্য বাংলা আদর্শভাবে অবস্থান করছে। ভারত জুড়ে ডিজিটাল খুচরা বিক্রেতাদের উত্থান হওয়ায়, কলকাতা কেবল রাজ্য নয় বরং সমগ্র পূর্ব অঞ্চলের জন্য একটি সরবরাহ ও পরিপূর্ণতার কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে। গুদামজাতকরণ, ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামো ও শেষ মাইল সংযোগের উন্নতি প্রয়োজন; সঠিক নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে এগুলি অতিক্রম করা সম্ভব। পরিবেশগত স্থায়িত্ব;যা প্রায়শই ঐতিহ্যবাহী পোশাক কেন্দ্রগুলির জন্য একটি বাধা; বাংলার শক্তিতে পরিণত হতে পারে। নৈতিক ফ্যাশনের উপর ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী জোরের সাথে সাথে, বাংলার প্রাকৃতিক রঞ্জক ঐতিহ্য, তাঁতের ঐতিহ্য এবং কারিগরি দক্ষতাকে আরএমজি খাতে একীভূত করা যেতে পারে যাতে গণ-উৎপাদিত পণ্যের উচ্চ-মূল্যবান, পরিবেশ-সচেতন বিকল্প প্রদান করা যায়। এটি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়াম বাজারের দরজা খুলে দিতে পারে, যেখানে ট্রেসেবিলিটি, টেকসইতা ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলনগুলি ক্রমবর্ধমান। পথটি চ্যালেঞ্জমুক্ত নয়। আমলাতান্ত্রিক জড়তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যা, মাঝে শ্রম অস্থিরতা ও জমি অধিগ্রহণের বাধা ঐতিহাসিকভাবে বাংলায় বৃহৎ শিল্প বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করেছে। যদি না স্পষ্ট সময়সীমা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার সাথে এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করা হয়, তাহলে বিনিয়োগকারীরা অন্য কোথাও তাকাতে পারেন। রাজ্যকে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে ব্যবসাগুলি শোনা, সমর্থিত ও উদ্ভাবনের জন্য স্বাধীন বোধ করবে।

দেওয়াল খুঁড়ে বেরল দেহ, নাম জড়াল শিক্ষকের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২ জুনঃ ২৫ লক্ষ টাকা সহ ঠিকাদারকে অপহরণ! অপহরণের পর খুন। তারপর প্রমাণ লোপাটে দেহ দেওয়ালে পুঁতে, ওপর দিয়ে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। গোটা ঘটনায় নাম উঠে এসেছে মালদহের হাইস্কুলের এক শিক্ষক ও স্ত্রীর। পুলিশের টানা জেরায় স্বীকার করে নিয়েছেন শিক্ষকের স্ত্রী। জানা গিয়েছে, তাঁর বাবার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে। সেখানেই তাঁকে বাড়িতে পুঁতে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়েছে। তপন থেকে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেরা চলছে স্বামীকেও। মালদহের পুখুরিয়া থানা এলাকার ঘটনা। জানা যাচ্ছে, পুখুরিয়া এলাকারই বাসিন্দা সাদ্দাম নাদাপ ভিন রাজ্যে শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদার বা লেবার কন্ট্রাক্টর। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য ব্যবসাও আছে। তাঁর ঠিকাদারি ও ব্যবসা সংক্রান্ত সব কাজের দেখাশোনা বা ম্যানেজারি করতেন ইংরেজবাজারের কৃষ্ণপল্লির বাপুজি কলোনির বাসিন্দা স্কুল শিক্ষক রহমান নাদাপ এবং তাঁর স্ত্রী মৌমিতা হাসান। বিনিময়ে মাসোয়ারা নিতেন চল্লিশ হাজার টাকা। যদিও রহমান নাদাপ যদুপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। শুধু মাসোয়ারাই নয়, মাঝে মাঝেই বড় অঙ্কের টাকা নিত ওই দম্পতি বলে অভিযোগ। এমনকি অভিযোগ, ব্যবসার স্বার্থে দেওয়া প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল ওই দম্পতির কাছে। প্রথমে ইংরেজবাজার থানায় স্কুল শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন অপহৃত সাদ্দাম নাদাপের স্ত্রী নাসরিন খাতুন। অভিযোগ, গত ২৩ মে সঙ্গে ২৫ লক্ষ টাকা নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেননি সাদ্দাম। ওই দম্পতি তাঁকে অপহরণ করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরে পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ দায়ের করেন অপহৃতার স্ত্রী। শুধু তাই নয়, নিজের স্বামীকে ফিরে পেতে দরবার করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের কাছে। দরবার করেন তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর কাছেও। অবশেষে পুলিশ স্কুল শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রীকে দফায় দফায় জেরা শুরু করে। স্ত্রী মৌমিতা হাসানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেরা চলছে স্কুল শিক্ষক রহমান নাদাপের।

দর্জির কাছে নিগৃহীতা নাবালিকা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ জুনঃ পুতুল খেলার জন্য দর্জির কাছে অপ্রয়োজনীয় কাপ।রে টুকরো সংগ্রহ করতে গিয়েছিল বছর সাতেকের নাবালিকা। দর্জির লালসার শিকার হল সে। সাত বছর বয়সী ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ পেতেই অভিযুক্ত দর্জিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ছাতনা থানা এলাকায়। অভিযুক্তর ফাঁসির দাবিতে সরব হয়েছেন নাবালিকার পরিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রবিবার ছুটির দিন থাকায় খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে নিজেদের বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন নাবালিকার পরিবারের লোকজন। নাবালিকা পুতুল খেলার জন্য টুকরো কাপ।রে সন্ধানে পাড়ারই এক দর্জির দোকানে যায়। সেই সময় টুকরো কাপড় দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ওই নাবালিকাকে শেখ আহিয়া নামের বছর ৫৭র ওই দর্জি দোকানের মধ্যে ডেকে নেয়। এরপর দোকানের শার্টার নামিয়ে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরে বিষয়টি জানাজানি হতেই নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার ছাতনা থানার দ্বারস্থ হয়ে শেখ আহিয়ার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। রবিবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৫(২) ও পকসো আইনের ৪৬ ধারায় মামলা রুজু করে আজ বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে ছাতনা থানার পুলিশ। এদিকে ঘটনার পর ধৃতের কঠোর থেকে কঠোরতম সাজার দাবিতে সরব হয়েছে নির্যাতিতার পরিবার।

DAKSHIN GOURIPUR CHAKDHIR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING E-TENDER

DAKSHIN GOURIPUR CHAKDHIR GRAM PANCHAYAT inviting **e-Tender** for **NIT No 218/ DGC/NIT/2025, 219/ DGC/ NIT/2025 date : 29/05/2025 of 15th FC UNTIED Fund and NIT No 220/ DGC/ NIT/2025, date : 29/05/2025 of 15th FC** TIED fund Tube well repairing (Offline tender). Last Date of bid Submission on or before **11.06.2025 up to 11AM.** More details visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Dakshin Gouripur Chakdhir GP
Bishnupur-I Block, S 24 Pgs.

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA :: MANTUMRA :: CHHATNA :: BANKURA

Please visit at www.wbtenders.gov.in for participating in **e-Tender Notice No. 5/JAM/2025-26 dated 02/06/2025,** last date of submission **11/06/2025 upto 11.00 AM.**
Sd/-
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna, Bankura

Office of the
Haripal Panchayat Samity
Haripal, Hoogly, Pin-712405

TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Thirteen (13) nos. works vide **E-NIT No: 08/E.O/HPS/2025-2026 & 09/EO/HPS/2025-26, Date: 02.06.2025** For more information visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- **Executive Officer**
Haripal Panchayat Samity

Office of the
Ramsagar Gram Panchayat
Ramsagar, Onda, Bankura

Notice Inviting e-Tender No -
NIeT No. 01/2025-26 (2025_ZPHD_856362),
NIeT No. 02/2025-26 (2025 ZPHD 856460)
Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate eTender for total 9 (Nine) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **9th June, 2025 at 18:00 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Pradhan**
Ramsagar Gram Panchayat

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
সিআইএনঃ এল২৪২৩২ডব্লুবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬
রেজি. অফিসঃ ইউনিট নং. ১৯০১, ১৯তম তল, বায়োওয়ান্ডার - ব্লক এ, ৭৮৯, আনন্দপুর, কলকাতা - ৭০০০ ১০৭, ফোনঃ ০৩৩-৬৯০৪ ৫৭০০
ই-মেলঃ cs@kilburnengg.com, ওয়েবসাইটঃ kilburnengg.com

ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তর

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১২৪ অনুসারে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে, যা বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (হিসাব, নিরীক্ষা, স্থানান্তর এবং ফেরত) বিধি, ২০১৬ ('নিয়ম') এর সাথে পঠিত, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ, যা টানা সাত বছর ধরে দাবিহীন ছিল, ২রা নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে আইইপিএফ-তে স্থানান্তর/ক্রেডিট করার জন্য বাধ্য থাকবে। যে শেয়ারগুলিতে টানা সাত বছর ধরে দাবিহীন ছিল, সেই শেয়ারগুলিও নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত করা হবে।

নিয়ম মেনে, সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারদের তাদের সর্বশেষ ঠিকানায় ব্যক্তিগত নোটিশ পাঠানো হয়েছে যাদের শেয়ারগুলি উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.kilburnengg.com এ উপলব্ধ।

নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে, শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন

১) **বাস্তব আকারে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডাররাঃ** প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পরে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করা হবে এবং আইইপিএফ-এর অনুকূলে স্থানান্তরিত হবে। অতএব, আপনার নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) বাতিল এবং অ-আলোচনাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২) **ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডাররাঃ** ডিপোজিটরির মাধ্যমে কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে শেয়ারগুলি সরাসরি আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত হবে।

যদি ১০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে বৈধ দাবি গৃহীত না হয, তাহলে কোম্পানি পরবর্তী কোনও নোটিশ ছাড়াই আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে উক্ত লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর করতে এগিয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং উক্ত নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত ফর্ম আইইপিএফ-৫ অনলাইনে আবেদন করে এবং ফর্ম আইইপিএফ-৫-এ তালিকাভুক্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রের সাথে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত একটি বাস্তব অনুলিপি কোম্পানির কর্পোরেট ঠিকানায় পাঠিয়ে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শেয়ার এবং লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন।

আরও তথ্য / স্পষ্টীকরণের জন্য শেয়ারহোল্ডাররা লিখতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেনঃ

সচিবালয় বিভাগ	**মহেশ্বরী ডেটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড**
কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড	রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট
৫০১, পঞ্চম তল, জলি বোর্ড টাওয়ার - ১, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২	২৩ আর.এন. মুখার্জী রোড ৫ম তল, কলকাতা ৭০০ ০০১
টেলিফোন নং - +৯১ ২২ ৬৫৫১ ০৩০০	টেলিফোন নং - +৯১ ৩৩ ২২৪৮ / ২২৪৮ ২২৪৩ ৫০২৯
ইমেলঃ cskilburnengg.com	ইমেলঃ mdpldc@yahoo.com

কিলবার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অরবিন্দ বাজোরিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং নোডাল অফিসার

তারিখঃ ০২.০৬.২০২৫
স্থানঃ মুম্বই

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৩৬, তারিখ ঃ ০২.০৬.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ১০২৪১১৫৫,** প্রেসার সুইচ। ১,০৮,০৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৭.০৬.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২) ১০২৫১১৭৪,** স্মুদিং রিঅ্যাক্টর কুলিং ব্লোয়ার-এর জন্য মোটর। ১,১৩,৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০৬.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৩) ২০২৫৫০১২,** সকল আনুষঙ্গিক সমূহ সমেত ৩ ফেজ ইএমইউ/এমইএমইউ-এর সম্পূর্ণ প্যান্টোগ্রাফ অ্যাসেম্বলি। ২,০৬,৯০০ টাকা। **(৪) ২১২৫১৫২৯,** বেয়ারিং পিস ওয়াশার ইত্যাদির অ্যাসেম্বলি। ১,১৭,১৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০৬.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (ক্র নং ৩ থেকে ৪-এর জন্য)। **(৫) ১০২৪৫০০৪,** আইজিবিটি ভিত্তিক ৩-ফেজ ড্রাইভ প্রোপালশন সরঞ্জাম ইত্যাদি। ১৬,৪২,৫৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৬.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৬) ২১২৫১৪৬০এ,** বিএমবিএস বগি ইত্যাদির জন্য পিন। ২,১৫,৪৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০১.০৭.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৭) ১০২৫২১৬৭,** ৩-ফেজ টিআর. মোটর ইত্যাদির জন্য ইনার ল্যাবাইরিন্থ-এর সেট। ১,২১,৪৭০ টাকা। **(৮) ১০২৫১৩৪৮,** ইলেকট্রিক লোকো ইত্যাদির জন্য সিকোয়েন্স রিলে। ১,৮১,৮৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৩.০৭.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (ক্র নং ৭ থেকে ৮-এর জন্য)। **(৯) ১০২৫১০৭২,** এন ৩২ ট্যাপ চেঞ্জারের জন্য ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট কমপ্লিট। ১,৮৫,১৫০ টাকা। **(১০) ১০২৫১৪২১,** সাসপেনশন স্প্রিং আউটার। ৫,৫৭,৭১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৮.০৭.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (ক্র নং ৯ থেকে ১০-এর জন্য)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (ক্র. নং ১ থেকে ১০)।

সংশোধনী

টেন্ডার নং ঃ ১২২৫৪০০১ ডিপার্ট/রেলওয়ে, টেন্ডারের নাম ঃ ৮.৫এ-১ ডায়মন্ড ক্রশিং টি-৬৪৯৩ এবং টি-৬৪৯৪-এর আরজিসি। **বন্ধের তারিখ ও সময়** ০২.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টার পরিবর্তে **১০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা** রূপে পড়তে হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।
STORES-14/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER
NOTICE INVITING TENDER

1. e-Tender Reference No-**P-I/15/878/EO/15th F.C(2024-25)**, **Dated-11/04/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_855583_1 to 4** has been floated Installation of water treatment RO Plant at 1st Floor of Panchayat Samity Office Building under Purbasthali-1 Panchayat Samity, Fund-15th. Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.
Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India **BOI**
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
ধর্মতলা স্ট্রিট শাখা
৫০/২ ধর্মতলা স্ট্রিট,
কলকাতা, পিন-৭০০০১৩

পরিশিষ্ট-IV [নিয়ম-৮(১) দেখুন] — পরিশিষ্ট-এফ

দখলের বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যদিও
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর বিধি ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, **২৬-০৩-২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছেন, যা **ঋণগ্রহীতা শ্রী ব্রিজলাল চৌরাসিয়া,** হোল্ডিং নং এইচআই-৪৩/১৭১/১এল, শিবরামপুর রোড, গোপালপুর, থানা মহেশতলা, মহেশতলা পৌরসভা ওয়ার্ড নং ১৯ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪১ এর অধীনে অবস্থিত, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৯,২১,৫৮৯.৩৮ টাকা (টাকাঃ উনত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত উননব্বই আটত্রিশ পয়সা) এবং সুদ** এবং অন্যান্য চার্জ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **৩১শে মে, ২০২৫** তারিখে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতাজামিনদার বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ধর্মতলা স্ট্রিট শাখার চার্জ **২৯,২১,৫৮৯.৩৮ টাকা (টাকাঃ উনত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত উননব্বই এবং আটত্রিশ পয়সা)** এবং তার উপর সুদ এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে, যদি সময় থাকে, তাহলে সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

স্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

হোল্ডিং নং এইচআই-৪৩/১৭১/১এল, শিবরামপুর রোড (কর অনুসারে), গোপালপুর, মৌজা গোপালপুর, জে.এল.নং.০১, আর.এস.নং.৮৩, তৌজি নং.৩৪৬, দাগ নং.২৩৪৩, এল.আর. দাগ নং.১৮৯৩, খতিয়ান নং.৫৩৯, এল.আর.খতিয়ান নং.৮৮৯০, ৮৮৮৯, থানা-মহেশতলা, মহেশতলা পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং-১৯, কলকাতা-৭০০১৪১, জেলা-২৪ পরগণা (দক্ষিণ) -এ অবস্থিত দুই তলা আবাসিক ভবন সহ সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির ন্যায্য বন্ধক।

সম্পত্তি ঘেরাঃ উত্তরেঃ ২০ ফুট প্রশস্ত সিবরামপুর রোড দ্বারা। **দক্ষিণেঃ** ৪ ফুট সাধারণ পথ এবং শ্রীমতী ভাবরাণী নস্করের জমির অংশ দ্বারা। **পূর্ব দিকেঃ** ৪ ফুট সাধারণ পথ ধরে। **পশ্চিম দিকেঃ** ২৩৪৩ নম্বর দাগের জমি ধরে।

তারিখঃ ৩১.০৫.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

স্বা/- চিফ ম্যানেজার / অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

থানা ধরে ধরে পুলিশ আধিকারিকদের তোপ, অনুব্রতর পথেই হাঁটলেন হুমায়ুন!

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২ জুনঃ অনুব্রত মণ্ডল, টিএমসিপি নেতা বিক্রমজিতের পথেই হাঁটলেন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তিনিও পুলিশকে বেলাগাম আক্রমণ করলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ''বিরোধী দলে থাকলে থানাগুলিকে সায়েস্তা করে দিতাম। হাতে পায়ে বেড়ি পরানো রয়েছে, তাই কিছু করতে পারছি না।'' প্রকাশ্য একটি সভা থেকে হুমায়ুনকে বলতে শোনা যায়, ''বেশ কিছু থানা, যেমন সামসেরগঞ্জ, লালগোলা, বড়ঞা, ভরতপুরের থানায় এমন কিছু কিছু কাণ্ড ঘটে, আমি যদি বিরোধী আসনে থাকতাম, তাহলে ২৪ ঘণ্টা লাগত না, আমার এগুলোকে সায়েস্তা করতে।'' কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''পুলিশের চমকানিতে ভয় পাবেন না। পুলিশ যদি আপনাদের অন্যায়ভাবে বিরক্ত করে, আপনাদের পরিবারকে বিরক্ত করে, রাতে অন্ধকারে আপনাদের তুলে আনে, ভয় পাবেন না, আমাকে খবর দেবেন। আমি আপনাদের পাশে রয়েছি।'' বড়ঞা, লালগোলা থানার পুলিশ আধিকারিকদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের অভিযোগ করেন তিনি। এমনিতেই অনুব্রত ও বিক্রমজিতের মন্তব্যে তোলপাড় রাজনীতি। তাতে এবার সংযোজন হুমায়ুনের। স্বাভাবিকভাবেই এই ইস্যুকে হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপি। বিজেপি নেতা শঙ্কর ঘোষ বলেন, ''তৃণমূল নেতিবাচক রাজনীতি করে। শাসকদলে আসবার পরেও নেতিবাচক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। ফলে সেই দলের নেতাদের এই ধরনের ভাষ্য। একই পথের পথিক। অনুব্রত যা বলবে, তাঁর দলের নেতারাও তাই বলবে, সেটাই স্বাভাবিক।'' বোলপুর থানার আইসি-কে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করে ঘরে বাইরে বিতর্কে জড়িয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। রাতে আইসি লিটন হালদারকে অশ্লীল ভাষায় গালিগাজার করেছেন। সেই অডিয়ো সামনে এনেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দলের নির্দেশে চার ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমাও চেয়েছেন। কিন্তু বিতর্ক থামেনি। তার আগেই আবার অনুব্রতর হয়ে সুর চড়িয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন টিএমসিপি নেতা বিক্রমজিৎ সাউ। দলের কোপে পড়েছেন তিনি। ৬ বছরের জন্য তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এবার সেই একই পথে হেঁটে হুমায়ুন কোন শাস্তির মুখে পড়েন, সেটাই দেখার।

আলতাগ্রাম সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
(রেজি নং-১৮ তারিখ- ১৪.১২.১৯৬০)
গ্রাম - উত্তর আলতাগ্রাম, পো-আলতাগ্রাম মাগুরমারী, ব্লক- ধূপগুড়ি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ইং ২২.০৬.২০২৫ তারিখে রবিবার সকাল ১০.৩০ টা থেকে প্রধানপাড়া এস/সি. প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানে সমিতির বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সমিতির পরিচালন কমিটির নির্বাচন হবে। এই উপলক্ষে সময়সূচী প্রকাশ করা হয়েছিল গত ইং **৩০.০৫.২০২৫** তারিখ। এই উপলক্ষে মনোনয়ন পত্র বিতরণ ও গ্রহণ ইং **০৫.০৬.২০২৫ থেকে ১০.০৬.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩.৩০ সময় পর্যন্ত,** সমিতির কার্যালয়ে হবে। **প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-** WBCS Act 2006 and Rule 42 of WBCS Rules 2011 অনুযায়ী হবে। আপনাদের সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। বিষদ ভাবে জানার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

ম্যানেজার, আলতগ্রাম সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম-উত্তর আলতাগ্রাম, পো-আলতাগ্রাম
মাগুরমারী, ব্লক-ধূপগুড়ি

যানবাহন ভাড়া

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ইএল/২৯/আরটি০১-২০২৫/জিইএম/কে/২৩৭; (বিড নম্বর: জিইএম/২০২৫/বি/৬২৮২৫৬৩), তারিখ ঃ ২৮-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** ০১ বছরের জন্য এসএসই/টিএলএন্ডএসি/আইসি/কাটিহার -এর সেকশনে বালুরঘাট এবং কাটিহারে টিএলএসি কোচ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিতভাবে রেলওয়ে সামগ্রী পরিবহনের জন্য এবং জরুরি বৈদ্যুতিক খারাপ কোচগুলি সরানোর জন্য ০১টি যানবাহন (মাসিক বেসিক ক্যাব এবং ট্যাক্সি ভাড়া এমইউভি) ভাড়া করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৫২,১৯৪.০৪/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১১,১০০/-টাকা; বিড **শেষের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ২৩-০৬-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য **২৩-০৬-২০২৫** তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for "**Different types of electrical works in different wards (22,23 etc) under Bidhannagar Municipal Corporation**" is being invited by EE, (E&M) Deptt" BMC vide NIT No.**08/PHE(E&M)/BMC** Dated:**30-05-2025** Tender ID: **2025_MAD_857048_1 to 4** details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: https: //**wbtenders.gov.in**
Last date of Bid submission (online): **26/06/2025 up to 15:00 Hrs.**
Sd/-
EE, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

MURIGANGA-1 GRAM PANCHAYAT
Pakhirala.Sagarshibpur, South 24 Parganas, E-mail: muriganga1.sagar@gmail.com

Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, Sagar Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 116/NIT/XVFC-Tied/MG1GP/2025dated 30/05/2025** Last Date of Bid Submission: **07/06/2025, 18:00 Hrs**. Date of Opening: **09/06/2025, 18:00 Hrs and NIT No: 117/NIT/XVFC-Untied/MG1GP/2025 dated 02/06/2025** Last Date of Bid Submission: **09/06/ 2025, 16:00 Hrs**. Date of Opening: **11/06/2025, 16:00 Hrs**. For details Pl. contact the Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, South 24PGS, or Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Muriganga-1 Gram Panchayat

বিশেষ মেরামত/সংস্কারের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ২৬ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ২৮-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৩৩-২০২৫; **কাজের নাম ঃ** গুয়াহাটিতে: এসএসই/ডব্লিউ/গুয়াহাটি -এর এখতিয়ারাধীন পিএফ নং. ১ -এর নিউ গুয়াহাটি প্রান্তে এবং কামাখ্যা প্রান্তে পিএফ পৃষ্ঠ মেরামত সহ স্যানিটারি ফিটিংস, ফলস সিলিং, মেঝে টাইলস ইত্যাদি সহ ব্রহ্মপুত্র অফিসার রেস্ট হাউসের কক্ষগুলির বিশেষ মেরামত/সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৭,৪৯,২৩৫.২৫/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৭৫,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৩:০০** টায় এবং **খোলা ১৯-০৬-২০২৫** তারিখে **১৩:০০** টায় বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিইএন/গুয়াহাটি, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৫এ-২৫, তারিখ ২৮.০৫.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং **ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৫এ-২৫**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন ট্র্যাক নবীকরণের কাজ টিআরআর(পি) -৪৪.৮৪১ কেএম, সিটিআর ৪০.১১৯ কেএম, সিটিআর ২৩.৭১২ কেএম, টিটিআর-৩০ সেট, টিএফটিআর-১৮.১৪৫ কেএম, টিটিআর-১১৪ সেট এবং টিআরআর(পি)-৩৮.৬১৩ কেএম-এর পরিপ্রেক্ষিতে টিআরডি-র কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৫৮,৫০,৪১৭.৭২ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,২৯,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮ (আঠেরো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলা হবে ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নিৰ্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
HWH-113/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
Rukunpur Gram Panchayat
P:O:- Rukunpur, P.S.- Hariharpara, Dist. – Murshidabad

Sealed Tender hereby invited vide NIeT No.- 01/RGP/15th CFC/2025-26 vide Memo No.- 532(18)/RGP/En dated 30/05/2025 and NIeT No.- 02/RGP/15th CFC/2025-26 vide Memo No.-533(18)/RGP/En dated 30/05/2025 by the Prodhan, Rukunpur Gram Panchayat, Hariharpara Block, Murshidabad for schemes under 15th CFC. Last date of Download & Upload of Tender Paper is 10/06/2025 upto 18 hrs. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website htpp://wbtenders.gov.in.

Office of the SOMPARA-I GRAM PANCHAYAT
NARIKELBARI, SOMPARA, MURSHIDABAD
(UNDER BELDANGA- II DEV. BLOCK)

NOTICE INVITING e-TENDER No: 01/Sompara-I GP/2025-26
For and on behalf of the Sompara-I GP, the Prodhan, invites sealed percentage rate tenders for total 18 (Eighteen) Nos. Different works. Last date of submission of bid (online) **17.06.2025 up to 17.00 Hours.** Date of Opening of Bid (online) **20-06-2025 at 14.00 Hours.** For others details visit website- **https://wbtenders.gov.in** or Sompara-I G.P
Sd/- **Prodhan**
Sompara-I Gram Panchayat

Office of the BIKIHAKOLA GRAM PANCHAYAT
Bikihakola, Panchla, Howrah

TENDER NOTICE No.-(1) BHGP/101/2025, (2) BHGP/102/2025
Date: 02/06/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 16(Sixteen) Nos. different works. Date of issue of tender form **02.06.2025 to 09.06.2025 from 11.00 AM to 3:00 PM.** Last date of receiving of tender from **09.06.2025 up to 3:00 PM.** Date of Opening: i) TECHNICAL BID-**11.06.2025, 3:00 PM,** AND ii) FINANCIAL BID-**11.06.2025, 4:00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- **Prodhan**
Bikihakola Gram Panchayat

আমি সেখ এহিয়া, পিতা- সেখ মান্নান, জাতি- মুসলিম (ভারতীয় নাগরিক), পেশা-ব্যবসা, সাং- সাদিপাড়া, পোষ্ট ও থানা- জগবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন নং-৭১১৪০৮। উল্লেখিত রহিল যে, জেলা- হাওড়া, থানা- জগবল্লভপুরের অন্তর্গত মৌজা- বাঁকুল এলাকায় জে.এল.নং- ০০৭, সাবেক ও হাল ২৪১১ নং দাগের ১০০২/১ নং খতিয়ান যাহা রমা চক্রবর্তী মহাশয়ার নামে নামাঙ্কিত। রমা চক্রবর্তী মহাশয়া পরলোকগমন করিলে সম্পত্তি বর্তমানে ওনার ওয়ারিশগণ যথাক্রমে শ্রী সুনীল চক্রবর্তী, শ্রী সুবীর চক্রবর্তী, শ্রী প্রবীর চক্রবর্তী, শ্রীমতি সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় গঙ্গাধর চক্রবর্তী সাং- কৃষ্ণনগর, পোষ্ট ও থানা- জাঙ্গীপাড়া, জেলা- হুগলী। ওনাদের থেকে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইতে চাই। উল্লেখিত ওয়ারিশগণ ছাড়া যদি আরো কোনো ওয়ারিশ থেকে থাকেন, যদি কোনো মামলা মোকদ্দমা হইয়া থাকে এবং কোনো ঋণের কিস্তি চলতে থাকে তাহলে এই পত্রিকা পাবলিসের ১৫ দিন এর মধ্যে আমার সাথে যোগাযোগ করিয়া লইবেন।

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ (০৩৩) ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২৬৪১-০৮৩০,
ওয়েবসাইটঃ www.hmcgov.in

নং.- WB-HMC/NIT/ED//03/E-II/BEU//2025-2026 — তারিখ- ২৯.০৫.২০২৫

ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌর কর্পোরেশন এলাকার অধীনে সিমেন্ট কংক্রিট দ্বারা রাস্তা উন্নয়নের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক), এইচএমসি কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ / https://wbtenders.gov.in (টেন্ডার আইডিঃ 2025_MAD_855357) থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ **২০.০৬.২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা** পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যে কোনও আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৫২(৩)/২৫-২৬
০২.০৬.২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE-III/31/3/25-26/US (2ND Call)** Name of the Work: **Repairing of Uttaran Sanitary Latrine at 40/41 M.B. Lane, 17 Nos. Kankurgachhi Road, 94, 95 N.M. Road and different places in Ward No.-31.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 3,49,797.00.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE-III/34/5/25-26/US (1ST Call)** Name of the Work: **Renovation of Uttaran Sanitary Latrine at 147/B/15, 147/B/14, 147/B/10 etc. R.R.L Mitra Road, 12 Kalitara Bose Lane and different places in Ward No.-34.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,26,986.00.** Earnest Money: **₹ 8,500.00.** Period of Completion: **60 days.**
3. NIT No.: **KMC/EE-III/34/5/25-26 (1ST Call)** Name of the Work: **Repairing of Road surface and passage at 60, 58, 59 Abinash Ch. Banerjee Lane, 150/3, 150/20 B.M. Road and surrounding places in Ward No. 34 to be disturbed by Laying Sewer.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 3,31,717.00.** Earnest Money: **₹ 6,800.00.** Period of Completion: **45 days.**
4. NIT No.: **KMC/EE-III/33/14/25-26 (1ST Call)** Name of the Work: **Repairing of Paver Block Footpath at Hemchandra Naskar Road from Phool Bagan More to 15A, Abinash Ch. Banerjee Lane in Ward No. 033 disturbed by CESC.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,98,946.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
5. NIT No.: **KMC/EE-III/34/7/25-26 (1ST Call)** Name of the Work: **Restoration of Asphaltum Road surface at 17, 16 etc. B.M. Road, 24 Barwaritala Road, 5 East Kulia Road and different locations in Ward No. 34 disturbed by CESC.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 3,19,637.00.** Earnest Money: **₹ 6,500.00.** Period of Completion: **60 days.**
6. NIT No.: **KMC/EE-III/29/4/25-26 (1ST Call)** Name of the Work: **Repair of Chocked Sewer at 43/3, 56 N.N. Road, 5 Patuapara Lane and different places in Ward No. 29.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,84,759.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
7. NIT No.: **KMC/EE-III/13/8/25-26 (1ST Call)** Name of the Work: **Repair of Road surface at 5, Bidhannagar Road in Ward No.13 disturbed by W/S Deptt.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,99,392.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
8. NIT No.: **KMC/EE-III/32/9/25-26 (1ST Call)** Name of the Work: **Restoration of passage and road surface disturbed by W/S Deptt. at 4A Bidhan Nagar Road, 28/1, Muraripukur Road and different places in Ward No. 32.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,98,230.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
9. NIT No.: **KMC/EE-III/30/6/25-26 (1ST Call)** Name of the Work: **Repair of passage at 14, 16G Sitalatala Lane, 3/1B G.V.R. Lane, 126B, 128/3/1 M.A.K.A. Sarani and different places in Ward No.-30 disturbed by W/S Deptt.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,30,269.00.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

Last date and time of submission of bid: **11.06.2025 – up to 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 5), **13.06.2025 – up to 12.00 noon** (for Sl. No. 6), **14.06.2025 – up to 12.00 noon** (for Sl. No. 7 & 8) & **16.06.2025 – up to 12.00 noon** (for Sl. No. 9). Date and time of opening of bid: **13.06.2025 – after 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 5), **16.06.2025 after 12.00 noon** (for Sl. No. 6 to 8) & **18.06.2025 after 12.00 noon** (for Sl. No. 9). The bid forms and other details are available on and from **03.06.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 6) & **04.06.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 7 to 9). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 9).

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **LTG/27/47/VI/Z-II/25-26** Name of the Work: **Repairing and replacement of Street Lighting arrangement at Various places in Ward No.-47.** Estimated Amount: **₹ 4,98,625.73.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **10 days.**
2. NIT No.: **KMC/LTG/14/WD39/IV/ZII/25-26** Name of the Work: **Supply & delivery of LED Fittings at different areas in Ward No.-39, Borough-IV, KMC.** Estimated Amount: **₹ 4,98,690.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
3. NIT No.: **KMC/LTG/13/WD38/IV/ZII/25-26** Name of the Work: **Supply & delivery of LED Fittings at different areas in Ward No.-38, Borough-IV, KMC.** Estimated Amount: **₹ 4,99,906.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **18.06.2025 up to 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1) & **17.06.2025 up to 2.00 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3). Bid opening date: **20.06.2025** (for Sl. No. 1). The bid forms and other details are available on and from **03.06.2025 (1.00 p.m.)** (for Sl. No. 1) & **03.06.2025 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 2 & 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1) & **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2 & 3).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/Borough-XV/G.R.U., KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/LTG/AA/05/25-26/14**
Name of the Work: **Repairing of street lighting system along with Earthing Installation at different places in Ward No.-141, Borough-XV.** Estimated Amount: **₹ 4,98,828.90.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **12.06.2025 (5.00 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **03.06.2025 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2025-2026/115** Name of the Work: **Miscellaneous repairing of Street Lighting System at Wattgaunge Street, Munsigaunge Road and other surrounding areas in Ward No.-75.** Estimated Amount: **₹ 4,97,470.45.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2025-2026/116** Name of the Work: **Miscellaneous repairing of Street Lighting System at Kabitirtha Sarani, Pitambar Sarkar Lane and other surrounding areas in Ward No.-76.** Estimated Amount: **₹ 4,98,547.11.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2025-2026/117** Name of the Work: **Miscellaneous repairing of Street Lighting System at Kali Temple Road, Kalighat Road Bustee and other surrounding areas in Ward No.-83.** Estimated Amount: **₹ 4,89,603.56.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
4. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2025-2026/118** Name of the Work: **Miscellaneous repairing of Street Lighting System at Tollygunge Road, Tollygunge Bustee and other surrounding areas in Ward No.-88.** Estimated Amount: **₹ 4,91,828.59.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
5. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2025-2026/110** Name of the Work: **Repairing of Bustee Lighting System at Gopal Nagar Bustee, Chetla Hut Road Bustee and different Bustee areas in Ward No.-74 under Borough-IX.** Estimated Amount: **₹ 1,48,909.82.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of Completion: **20 days.**
6. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2025-2026/111** Name of the Work: **Repairing of Bustee Lighting System at Rani Sankari Lane, Madan Pal Lane, Harish Chatterjee Road and different Bustee areas in Ward No.-73 under Borough-IX.** Estimated Amount: **₹ 1,49,077.48.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of Completion: **20 days.**
7. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2025-2026/112** Name of the Work: **Repairing of Bustee Lighting System at Debendra Ghosh Road, Shambhunath Pandit Street and different Bustee areas in Ward No.-71 under Borough-IX.** Estimated Amount: **₹ 1,48,958.30.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

Last date and time of Completion of bid: **14.06.2025 up to 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 7). Tender (Technical) Opening date: **14.06.2025 at 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **03.06.2025 from 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7).

357/25-26

চাষবাস

পুরুলিয়ার সাহেববাঁধের জলে ভাসছে মরা মাছ! মৎস্য দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

শহর পুরুলিয়ার সাহেববাঁধের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট খারাপ হয়ে যাওয়ায় নোংরা জল ঢুকে দূষণ ছড়াচ্ছে। ফলে প্রতি দিন মাছ মরছে। কয়েক দিন ধরেই দেখা যাচ্ছে জলের উপর ভাসছে ছোট বড় মাছ। ভেসে পাড়ের কাছেও চলে আসছে। তার ফলে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। বিশেষ শঊত্রে জানতে পারা গিয়েছে,বেশ কয়েক দিন ধরে জলাশয়ে এই ভাবে মাছ মরতে থাকায় প্রায় সাত-আট লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছছ ফিশ প্রোডাকশন গ্রুপের। ফলে তারা মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। যোগাযোগ করেছে পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও। পুরুলিয়ার পুরপ্রধান জানান, বিষয়টি আমি শুনেছি। আমি নিজের চোখেও মরা মাছ দেখেছি। আগে এই জল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল অক্সিজেনের মাত্রা কম আছে। আমার মনে হয় সাহেব বাঁধের যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট রয়েছে তা অকেজো হয়ে রয়েছে। এই কাজ চলে মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরের তত্ত্বাবধানে। ফলে এক্সিকিউটিভইঞ্জিনিয়ারকে বলব বিষয়টি দেখার জন্য। বাকিটা মৎস্য দপ্তর দেখছে। এক্সপার্টদের সাথেও আমি কথা বলব। এই জলাশয় আগে কচুরিপানায় ঢাকা ছিল। ওই জলাশয়কে যাতে কচুরিপানা মুক্ত করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। সেই কারণেই মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে ফিশ প্রোডাকশন

গ্রুপের মধ্য দিয়ে মাছ চাষের জন্য লিজ দেওয়া হয়। ওই প্রোডাকশন গ্রুপ চাষ করে মুনাফা নেবে। তার পরিবর্তে এই জলাশয়কে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

ওই প্রোডাকশন গ্রুপের তরফে জানানো হয়েছে, নোংরা জল সাহেব বাঁধে ঢুকছে। সেই দূষিত জলের কারণেই কয়েকদিন ধরে মাছ মরে যাচ্ছে। তারা মৎস্য দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়েছে। ওই দফতর তাদেরকে জানিয়েছে শীঘ্রই পরিদর্শনে এসে এই জল পরীক্ষা করবে। সেই সঙ্গে পুরসভার প্রতি তাদের আবেদন, দূষিত জল যাতে কোনভাবেই সাহেব বাঁধে না ঢোকে, সেই দিক খেয়াল রাখতে। ওই প্রোডাকশন গ্রুপের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন মাছ মরতে থাকায় চুন, ৫০ কেজি হলুদ, ৫ বস্তা নুন দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি। পুরুলিয়ার সহকারি মৎস্য অধিকর্তা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিষয়টি আমার জানা ছিল না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি। খুব শীঘ্রই আমাদের টিম সেখানে পরিদর্শনে যাবে।

ওই প্রোডাকশন গ্রুপ জানিয়েছে, কয়েকদিন আগেই তারা মৎস্য দপ্তরকে লিখিত আকারে এই বিষয়টি জানায়। তারপরও মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক বিষয়টি কেন জানেন না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুরুলিয়া পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট রয়েছে তা মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরেটের তত্ত্বাবধানে চললেও একটি এজেন্সি তা দেখভাল করে। ফলে ওই এজেন্সিকে তলব করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

তিস্তার চরে বাড়ছে হাতির হানা

নদীচর ও জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ভুট্টার চাষ বাড়তেই উত্তরের লোকালয়ে বেড়েছে বুনো হাতির আনাগোনা। তাতেই বেড়েছে বিপদ। বাড়ছে মানুষ-হাতি সংঘর্ষ, মৃত্যু। তিস্তা নদীচর ক্রমশ হাতির হামলার ' হয়ে উঠেছে বলেই মনে করছেন বনকর্তাদের একাংশ। এপ্রিল থেকে ২২ মে পর্যন্ত হাতির হামলায় এগারোজন প্রাণ হারিয়েছে উত্তরে। ঘটনায় উদ্বিগ্ন বন দপ্তর জেলা প্রশাসনের কাছে নদীচর ও জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ভুট্টার চাষ বন্ধ করতে আর্জি জানিয়েছে। এছাড়াও বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকা জুড়ে ব্যাটারিচালিত ফেন্সিং বসাতে উদ্যোগী হয়েছে বনদপ্তর। এদিকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় জঙ্গল সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে সতর্ক করেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল এসকে মোলে বলেন, তিস্তা-সহ বিভিন্ন নদীচর ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ভুট্টা চাষ বেড়ে চলেছে। ওই ফসলের লোভে দল বেধে হাতি নদীচর, চা বাগান ও লোকালয়ে ভিড় জমাচ্ছে। তাতেই বিপদ বেড়েছে। সংঘর্ষে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। জেলাশাসকদের অনুরোধ করা হয়েছে পরিস্থিতি সামাল দিতে নদীচর ও জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় যেন ভুট্টাচাষ বন্ধের নির্দেশ জারি করা হয়। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু এপ্রিলেই হাতির হানায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে উত্তরে।

রাশিয়ার বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা ইউক্রেনের, ধ্বংস ৪০টি বিমান

২ জুন ঃ ভারতের ধাঁচেই এবার আক্রমণ শানাল ইউক্রেন! সূত্রের খবর, একসঙ্গে রাশিয়ার চারটি বায়ুসেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনের সিকিয়োরিটি সার্ভিস। ৪০টিরও বেশি রুশ যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে এই হামলায়। গত কয়েকদিন ধরে যে বোমারু বিমানগুলি ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে সেগুলিও ধ্বংস হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সূত্রে খবর, রাশিয়ার চারটি বায়ুসেনা ঘাঁটি এবং দু'টি এয়ারফিল্ড লক্ষ্য করে রবিবার হামলা চালিয়েছে এসবিইউ। সেই হামলায় রাশিয়ার বোমারু বিমান Tu-৯৫ এবং Tu22M3 ধ্বংস হয়েছে। একটি A-৫০ বিমানও ধ্বংস হয়েছে ইউক্রেনের হামলায়। একাধিক সেনাঘাঁটিতে আগুন ধরে যায় হামলার জেরে। রাশিয়ায় নানা জায়গায় বিস্ফোরণ এবং আগুন ধরে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। রাশিয়ার তরফে এখনও সরকারিভাবে এই হামলা নিয়ে কিছু জানা যায়নি। তবে রাশিয়ার আর্কুস্তক এলাকার গভর্নর ইগর কোভজেভ জানিয়েছেন সেখানকার সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। অন্যদিকে বেলারুশের সংবাদসংস্থা নেক্সটার তরফে জানানো হয়েছে, ওলেনা এয়ারবেসেও ড্রোন হামলা হয়েছে।

রাশিয়ার এই এয়ারবেসে পারমাণবিক অস্ত্রবাহী বিমানগুলি রাখা হয়। সেদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ঘাঁটি এই ওলেনা। তবে রাশিয়ার তরফে সরকারিভাবে এই ঘাঁটিতে হামলার খবর জানানো হয়নি। ইউক্রেনের হামলায় হতাহতের খবর মেলেনি। গত তিন বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এটাই আকাশপথে সবচেয়ে বড় হামলা, এমনটাই মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল। শোনা যাচ্ছে, ' নামে একটি বিশেষ অপারেশনের মাধ্যমে রাশিয়ার সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। আপাতত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে সেনা এবং আমজনতাকে সরানো হচ্ছে। ড্রোন হামলার উসস্থল চিহ্নিত করে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করেছে রুশ সেনা। ইউক্রেনকে পালটা দেওয়ার জন্য জরুরি বৈঠক চলছে রাশিয়ায়।

বৃষ্টিতে বাদাম চাষে ক্ষতি, কৃষি আধিকারিকদের পরিদর্শনে কিছুটা আশার আলো দেখছেন কৃষকেরা

আগাম বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাদাম গাছ। উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি রোদের অভাবে বাদাম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

দেখা দিয়েছে। তাই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে এলেন কৃষি আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ির শহর সংলগ্ন তিস্তার সুকান্ত নগর, সারদাপল্লির পাশাপাশি মণ্ডল ঘাট এলাকাও ঘুরে দেখেন তাঁরা। কথা বলেন কৃষকদের সঙ্গে। গত কয়েক বছর ধরে ভালো দাম পাওয়ায় আলু, ভুট্টার মতো অর্থকরী ফসল হিসেবে বাদাম চাষ করে চলেছেন তিস্তা পাড়ের কৃষকেরা। এই বছর সময়ের আগে বর্ষা এবং নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে সমস্যায় পড়েছেন বাদাম চাষিরা। নদীর পাড়ে বাদাম খেতে জল জমে যাওয়ায় গোড়া পচে যাচ্ছে বাদাম গাছের। এদিকে তড়িঘড়ি তুলেও বিপদ। কৃষকরা জানান, বাদাম তুললেও অতিরিক্ত জল পেয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। তার উপর বাদামের দানা ছোট। উৎপাদনও কম হয়েছে বলে জানান তারা। ঘটনার কথা জানতে পেরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। ছিলেন কৃষি দপ্তরের জলপাইগুড়ি সদরের দায়িত্বে থাকা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শুভ দাস। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।

কৃষি আধিকারিকদের পরিদর্শনে কিছুটা আশার আলো দেখছেন কৃষকেরা। কৃষিদপ্তর সূত্রে খবর, আগাম বৃষ্টিতে কতটা এলাকা এবং কতটা উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার হিসেব কষা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় বলেন, কৃষি আধিকারিকরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়েছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পরেই এক্ষেত্রে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে এই নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে। তবে কৃষকদের চিন্তা করার কিছু নেই। সরকার সব সময়ই তাদের পাশে রয়েছে।

সবুজখেকো পাকার হামলায় চা উৎপাদন কমতে পারে

'লুপার ক্যাটার পিলার' নামে সবুজ খেকো পোকার হামলা হয়েছে উত্তর চা বলয়ে। জানা গিয়েছে, তারা বিঘার পর বিঘা চা বাগানে হামলা করেছে। কঙ্কালসার চেহারা দেখে মনেই হবে না ওটা চা বাগান। বড় চা বাগানের পাশাপাশি এমন দুর্যোগের কবলে পড়ে দিশাহারা হয়েছেন উত্তর দিনাজপুর, তরাই এবং জলপাইগুড়ি জেলার কয়েক হাজার ক্ষুদ্র চা চাষিরা। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, ওই পরিস্থিতিতে চা পাতা উৎপাদন কমতে পারে। বিঘার পর বিঘা চা বাগানের শুধু যে পাতা খেয়ে সাবার করেছে সেটাই নয়। গাছের ডাঁটা চিবিয়ে শেষ করেছে লুপার ক্যাটার পিলার। চা গবেষণা কেন্দ্রের গবেষকদের মতে তাপমাত্রার দ্রুত ওঠা-নামার কারণে বংশবিস্তারের অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে লুপার। এপ্রিলে অনাবৃষ্টি, অসহ্য গরম ছিলো। মে মাসে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা দ্রুত ওঠানামা করছে। আবহাওয়ার এমন পরিস্থিতিতে ঝড়ের গতিতে বংশবিস্তার করে একের পর এক বাগানে সর্বনাশ করছে। চা গবেষকদের মতে, এটা একদিকে ভারী বর্ষণ অন্যদিকে গরমের কারণে হয়েছে। এর ফলে চা পাতা উৎপাদন অনেকটাই মার খাবে। চা পর্ষদ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, জুন মাসে উত্তরে ৫০ মিলিয়ন কেজি সবুজ চা পাতা উৎপাদন হয়ে থাকে। এবার লুপার হানায় ৩৫ মিলিয়ন কেজি পাতা উৎপাদন হয় কি না সন্দেহ আছে। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ক্ষুদ্র চা চাষিরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়েছে। একদিকে অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি অন্যদিকে রোগ পোকার আক্রমণে নাজেহাল দশা। কাঁচা পাতার উৎপাদন কমবে। চা চাষিরা বলছেন, মে মাসের গোড়া থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বর্ষণ হলেও তাপমাত্রা কমেনি। মাঝেমধ্যে কয়েকদিন রোদের মুখ দেখা যায়নি। এর ফলে লালপোকা, চা মশা, লুপার ক্যাটার পিলারের উপদ্রব বেড়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি করেছে লুপার। রাতারাতি বিঘা পর বিঘা চা বাগানের সবুজ পাতা উধাও করছে তারা। কীটনাশক স্প্রে করেও পরিস্থিতি মোকাবিলা সম্ভব হচ্ছে না। ' বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অব স্মল টি গ্রোয়ার্স'-এর চেয়ারম্যান জানান, ফার্স্ট ফ্ল্যাশ ও সেকেন্ড ফ্ল্যাশ মার খেয়ে আশা ছিল আবহাওয়ার উন্নতি হবে। থার্ড ফ্ল্যাশে ঘাটতি মিটে যাবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। উল্টে লোকসান বেড়েছে। এই পরিস্থিতি আরও কিছুদিন চললে অনেকে চা বাগান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন। কারণ, চা গাছ রক্ষা করতে ক্রমশ খরচ বা।ছে। কিন্তু রোজগার নেই।

চা চাষিরা জানিয়েছেন, লুপার ঠেকাতে অনেক কীটনাশক ব্যবহার করেছেন। লাভ হচ্ছে না। ময়নাগুড়ির রামশাই এলাকার এক চা চাষি জানান, ওষুধ কিনতে দামের জন্য মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। চা গবেষণা কেন্দ্রের গবেষকরা জানিয়েছেন, চাষিরা সব সময় নিয়ম মেনে কীটনাশক প্রয়োগ করেন সেটা নয়। চটজলদি কাজের আশায় অনেক সময় নির্ধারিত মাপের বেশি কীটনাশক দিয়ে থাকেন। এর ফলে পোকামাকড়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। কি করবেন তারা ভেবে পাচ্ছেন না।

হুগলির লাল লঙ্কা যাচ্ছে সুদূর জাপানে

হুগলি থেকে লাল লঙ্কা যাচ্ছে জাপানে। শুধু লঙ্কাই নয়, আরও বেশ কিছু সবজিও পাঠানো হচ্ছে। জাপানের এক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। তারপর থেকেই চাষে জোর দেওয়া হয়েছে। চুক্তিভিত্তিতে রাসায়ণিক ও কীটনাশক বিহীন চাষ হচ্ছে বলে খবর। বর্তমানে এই পাইলট প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত শুভেন্দু সিংহ রায় ও গৌতম দাস নামে হরিপালের দু'জন কৃষক। ইতিমধ্যেই ১৬০ কিলো লাল লঙ্কা জাপানে পাঠানো হয়েছে। আপাতত ২ প্রজাতির লঙ্কা উৎপাদন হচ্ছে বলে খবর। আরও কৃষক এই কাজে যুক্ত হবেন বলেও খবর। শুভেন্দু সিংহ রায় বলেন, পলি হাউসের মধ্যে এই লঙ্কাচাষ করছি। নির্দিষ্ট পরিমাণে জল, জৈব সার ও তাপমাত্রায় চাষ হচ্ছে। কোন রাসায়নিক সার এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে না। সিসিটিভিও লাগানো হয়েছে। জাপানি সংস্থাও চাষের কাজ খতিয়ে দেখছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, জাপানি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে আরও কৃষক যুক্ত হবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। এখন এই লঙ্কা থেকে দ্বিগুণ দাম পাওয়া গিয়েছে। আগামী দিনে আরও কয়েকগুণ টাকা পাওয়ার আশাও করা হচ্ছে।

গুপ্ত সুড়ঙ্গেই সলিল সমাধি,খতম হামাস প্রধান সিনওয়ার

২ জুন ঃ হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার ব্রত নিয়েছে ইজরায়েল। সেই লক্ষ্যে ফের বড় সাফল্য ইহুদি সেনার। শনিবার ইজরায়েল সেনা (আইডিএফ)-এর তরফে দাবি করা হল, ১৩ মে গাজার খান ইউনিসে চলা এয়ারস্ট্রাইকে খতম হয়েছে হামাস প্রধান মহম্মদ সিনওয়ার। খান ইউনিসে ইউরোপীয় হাসপাতালের নিচে সুড়ঙ্গে ঘাঁটি গেড়ে ছিল এই হামাস নেতা। সেখানেই মৃত্যু হয় তার।

আইডিএফের তরফে জানানো হয়েছে, খান ইউনিসের ওই গুপ্ত সুড়ঙ্গে বসেই হামাস যোদ্ধাদের পরিচালনা করত সিনওয়ার। গোপন খবরের ভিত্তিতে সেখানে বিমান হামলা চালানো হয়।

ইজরায়েলের দাবি, এই হামলায় কোনও সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়নি। এমনকী ওই হাসপাতালের সাধারণ কাজকর্মেরও কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি বলে দাবি ইজরায়েলের। শুধু তাই নয়, এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে হামাসের রাফা ব্রিগেডের কমান্ডার মহম্মদ শাহাবানে ও দক্ষিণ খান ইউনিস ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার মহদি কুয়ারার। এরা দুজনেই ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের হামলার মাস্টারমাইন্ড।

ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাটজ এক বিবৃতিতে জানান, হামাস প্রধান মহম্মদ সিনওয়ার, রাফা ব্রিগেডের কমান্ডার শাহাবানে ও এদের সঙ্গে থাকা গোটা দলটাকে গাজার ইউরোপীয় হাসপাতালের নিচে খতম করা হয়েছে। এদের সকলকে তাদের ভাইদের সঙ্গে দেখা করার জন্য নরকের দরজায় পাঠানো হয়েছে। আইডিএফ এবং আইএসএকে অভিনন্দন নিখুঁত পরিকল্পনায় এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য। উল্লেখ্য, হামাস প্রধান মহম্মদ সিনওয়ার, প্রাক্তন হামাস প্রধান ইব্রাহিম হাসান সিনওয়ারের ভাই। গত বছর অক্টোবর মাসে এই ইব্রাহিমকে খতম করেছিল ইজরায়েল। তার মৃত্যুর পর মহম্মদ সিনওয়ারকে বসানো হয় হামাসের প্রধানের পদে।

ইজরায়েলের দাবি, ৭ অক্টোবরের হামলায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল এই সিনওয়ার। এর আগে সিনওয়ার খান ইউনিস ব্রিগেডের কমান্ডার এবং অপারেশনস হেডকোয়ার্টার্সের প্রধানের দায়িত্বে ছিল। ২০০৬ সালে গিলাদ শালিত অপহরণে পরিকল্পনাও ছিল এর মস্তিস্কপ্রসূত।

মণিপুরে বন্যা কবলিত জেলাগুলিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ স্কুল

ইমফল, ২ জুন ঃ মণিপুরে বন্যা কবলিত জেলাগুলিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিদ্যালগুলির ছুটি বাড়িয়েছেন রাজ্যপাল। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা ইমফল পূর্ব, ইমফল পশ্চিম এবং সেনাপতি জেলার সেনাপতি মহকুমায় সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুলের গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়সীমা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল। প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের কাছে স্থানীয় পরিস্থিতি প্রতিদিন মূল্যায়ন করে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বিদ্যমান স্কুল বন্ধ বা পুনরায় চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করেছেন রাজ্যপাল। সমন্বিত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য এই সিদ্ধান্তগুলি অবিলম্বে সরকারকে জানাতে হবে।

আমেরিকায় 'পরিকল্পনা করে সন্ত্রাস', বছর পঁয়তাল্লিশের হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করে বলছে এফবিআই

২ জুন ঃ গাজা-ইজরায়েল যুদ্ধের মাঝে তীব্র ইহুদি বিদ্বেষের সাক্ষী রইল আমেরিকার কলোরাডো। প্যালেস্টাইনের মুক্তির দাবিতে স্লোগান তুলে ইজরায়েলিদের এক

জমায়েতে ককটেল বোমা ছুঁড়ল এক মধ্যবয়সি ব্যক্তি। বিস্ফোরণে জখম অন্তত ৬ জন। তাঁরা সকলেই দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের দাবি, এটি পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদী হামলা। নেপথ্যে চরম ইহুদি বিদ্বেষ। রবিবার এই ঘটনার পর আতঙ্ক দানা বেঁধেছে কলোরাডোর বোল্ডার এলাকায়।

রবিবার গাজায় পণবন্দি থাকা ইজরায়েলিদের মুক্তির দাবিতে কলোরাডোর বোল্ডার শহরে এক মিছিল বেরিয়েছিল। শামিল ছিলেন সেখানকার ইজরায়েলি নাগরিকরা। সেই মিছিলেই আচমকা হামলা! প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, জিনস এবং কালো চশমা পরিহিত, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তি দু'হাতের বোতল ছুড়ে দেয় ওই মিছিল লক্ষ্য করে। সেইসঙ্গে ইজরায়েল বিরোধী সমস্ত স্লোগান শোনা যায় তাঁর গলায়। কখনও 'ফ্রি প্যালেস্টাইন', কখনও 'ওরা হত্যাকারী', কখনও আবার তার প্রশ্ন, ' শিশু মেরেছ তোমরা?' হামলার পর এসব কথা বলতে বলতেই সে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। এদিকে, বিস্ফোরণে জখম হন একে একে ৬ জন। পুলিশ অবশ্য দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, তার নাম মহম্মদ সাবরি সোলিমান। বোল্ডার শহরের পুলিশ প্রধান স্টিফেন রেডফার্ন জানিয়েছেন, সোলিমানের এক হাতে ছিল আগুনবোমা, আরেকহাতে মলোটভ ককটেল। ইজরায়েলিদের মিছিলে দু'ধরনের বোমা নিয়েই সে হামলা চালিয়েছে। সেইসঙ্গে লাগাতার ইজরায়েল বিরোধী স্লোগান। সবমিলিয়েই তদন্তকারীরা মনে করছেন, এটা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত আক্রমণ। জখম ব্যক্তিদের বয়স ৬৭ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁরা। হামলার ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। সোলিমানকে জেরা করে হামলার মোটিভ জানতে চাইছে পুলিশ। সত্যিই কি প্যালেস্টাইনের মুক্তির দাবিতে তাঁর ব্যক্তিগত আক্রমণ নাকি কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হয়ে কাজ করছে? রয়েছে অনেক০ প্রশ্ন।

বিখ্যাত লাচেন-লাচুং বিচ্ছিন্ন, আপাতত সিকিম মরণফাঁদ

২ জুন ঃ প্রাকৃতিক বিপর্যস্ত মরণফাঁদ সিকিম। মঙ্গন জেলায় প্রবল বর্ষণে ভূমিধ্বসের ফলে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সরকারী সূত্রে জানানো হয়েছে, এই জেলার দুই বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র লাচেন ও লাচুং-এ প্রায় দেড় হাজার পর্যটক আটেক পড়েছেন। যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সড়ক সংযোগ চালু করার জন্য কাজ চলেছে। পর্যটকদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বেরতে নিষেধ করা হয়েছে। উত্তর সিকিমে বর্ষা তীব্রতর হচ্ছে। ধসে বিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ। মঙ্গন জেলার লাচেন এবং লাচুং-এর মতো পর্যটন কেন্দ্রে ১,২৭৬ জনেরও বেশি দেশীয় পর্যটক এবং দুজন বিদেশী নাগরিক আটকে পড়েছেন। অবিরাম বৃষ্টিপাত, ভূমিধস এবং তিস্তা নদীর জল বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি ভ্রমণ এবং উদ্ধার প্রচেষ্টা বিঘ্নিত। রবিবার ধস সরিয়ে নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নতুন করে ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটেছে। গত ২৯ মে মুন্সিথাং-এ তিস্তা নদীতে গাড়ি ডুবে যাওয়ার পর নিখোঁজ আট পর্যটক এখনও খুঁজে পাননি। ২০২৩ সালে ভয়াবহ হিমবাহ হ্রদের আউটবার্স্ট বন্যার পর নবনির্মিত ফিদাং বেইলি ব্রিজটি উত্তাল জলের কারণে এর ভিত্তির কাঠামোগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। রবিবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং জিআরইএফ (জেনারেল রিজার্ভ ইঞ্জিনিয়ার ফোর্স) জরুরি পরিষেবার আংশিক সংযোগ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, তবে ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক। মঙ্গনের পুলিশ অফিসার সোনম দেচু ভুটিয়া বলেন, শুক্রবার রাতে আপার জঙ্গুর শিপগায়ারে নতুন করে ভূমিধসের ফলে পথটি বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে বিলম্ব হয় রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভঙ্গুর হওয়ায়, অঞ্চলটি এখনও ঝুঁকিপূর্ণ। মঙ্গন জেলা পঞ্চায়েত উপাধ্যক্ষ সোনম কিপা ভুটিয়া বলেন উত্তর সিকিমের রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ পর্যটক এখনও উঁচু পাহাড়ে আটকে পড়ে থাকতে পারেন। ফিদাং সেতুই ছিল আমাদের একমাত্র আশা, এমনকি এটিও এখন হুমকির মুখে। সিকিম,উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য, সম্প্রতি এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। হিমালয়ের কোল ঘেঁষা এই রাজ্যটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ হলেও ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এটি একটি ভঙ্গুর এলাকা। চলতি বছরে (২০২৪-২০২৫), ভারী বৃষ্টিপাত, হিমবাহের গলন এবং হঠাৎ করে গ্লেশিয়াল লেক আউটবার্স্ট এর কারণে সিকিম এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে।

Name Change

I, SHARMISTHA GOMES, SHARMISHTHA GOMES, SARMISTA GOMES AND SARMISTHA GOMES D/O LATE SEBASTIAN GOMES RESIDING AT RC PARA 2, P.O-KRISHNAGAR, DIST-NADIA,PIN-741101 WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHARMISTHA GOMES AS DECLARED BEFORE THE FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KRISHNAGAR COURT, NADIA, WB VIDE AFFIDAVIT SL NO. 2128, DATED 23-05-25. SHARMISTHA GOMES, SHARMISHTHA GOMES, SARMISTHA GOMES, SARMISTHA GOMES AND SHARMISTHA GOMES ALL ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Debdyuti Banerjee Biswas (Old Name) D/o Dhrubajyoti Banerjee W/o Rajib Biswas Residing at 43/C Paribar Apt, Kabi Sukanta Road, Rajapur Boys Club, Jadavpur Santoshpur, Vtc+P.o - Santoshpur, District-Kolkata, Pin- 700075 West Bengal shall henceforth be known as Debdyuti Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 71/2025 Dated 02-06-2025. Debdyuti Banerjee Biswas (Old Name) and Debdyuti Banerjee (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Akter Ali (Old Name) S/O-Bani Isril Sk resident of Vill-Paschim Amitya , Po-Benipur , PS-Kandi , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742140 do hereby decrale that I have changed my name from Akter Ali to Aktar Ali and hencefort I shall be known as Aktar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/06/2025 . My name Aktar Ali & Akter Ali both are same and one identical person.

Name Change

I,Kutubuddin Sk (Old Name) S/O-Muntaj Sk resident of Vill- Mansinghapur, Po-Gobardhandanga , PS-Saghardighi , Dist-Jangipur, West Bengal, Pin-742122 do hereby decrale that I have changed my name from Kutubuddin Sk to Kutubuddin Sekh and hencefort I shall be known as Kutubuddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/06/2025 . My name Kutubuddin Sekh & Kutubuddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Mahesh Chowdhury (Old Name) S/o Ramanand Chowdhury Residing at 528/N, Ho Chi Minh Sarani, Vtc+P.o - Behala, District- Kolkata, Pin- 700034 West Bengal shall henceforth be known as Mahesh Kumar Chowdhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 72/2025 Dated 02-06-2025. Mahesh Chowdhury (Old Name) and Mahesh Kumar Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Jahir Ali Mondal, S/O- Afchar Mondal, aged about 19 years, by Profession-Student, by Faith. Muslim, by Citizen-Indian, presently residing at Vill-Patia, P.O-Madhabpur P.S-Chapra, Dist-Nadia Pin-741164 do hereby solemnly affirm and state as follows: That my Father name is Afchar Mondal which is recorded in my Aadhar my voter, birth certificate and in my PAN Card. That my father's name has been recorded in my Madhyamik pass certificate, Madhyamik admit and in my HS pass certificate as Apsar Mandal. That Afchar Mondal and Apsar Mandal is same and one identical person an affidavit at Krishnanagar, Nadia.

Name Change

I, Devanash Chowdhury (Old Name) S/o Mahesh Kumar Chowdhury Residing at 528N, Ho-Chi-Minh Sarani, CMDA Housing Society, Behala, P.s - Parnashree District- Kolkata Pin- 700034 West Bengal shall henceforth be known as Devansh Chowdhury (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 12543 Dated 14-02-2025.Devanash Chowdhury (Old Name) and Devansh Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Jahir All Mondal, S/O- Afchar Mondal, aged about 19 years, by Profession-Student, by Faith Muslim, by Citizen-Indian, presently residing at Vill-Patia, P.O-Madhabpur P.S-Chapra, Dist-Nadia Pin-741164 do hereby solemnly affirm and state as follows:- That my name is Jahir All Mondal, which is recorded in my Aadhar my voter id in my birth certificate and in my PAN Card. That my name has been recorded in my Madhyamik pass certificate, Madhyamik admit and in my HS pass certificate as Jahir Ali Mandal. That Jahir Ali Mondal and Jahir Ali Mandal is same and one identical person by an affidavit at Krishnanagar, Nadia.

নাম পরিবর্তন

আমি KAMLA DIVAKAR ASH স্বামী DIBAKAR ASH ঠিকানা ওয়ার্ড নং ৪(চার)P.OP.S-আরামবাগ, জেলা-হুগলী, পিনঃ ৭১২৬০১। ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর কোর্টে হুগলী জেলা এর এফিডেভিট দ্বারা Kamala Ash নামে পরিচিত হলাম এফিডেভিট (নং৩৭০০) ২৩।০৫।২০২৫ তারিখে Kamla Divakar Ash Kamala Ash একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Anupkumar Divakar Ash পিতা Dibakar Ash স্থায়ী ঠিকানা- ওয়ার্ড নং, ০৪, পোঃ-থানা আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পিন নং ৭১২ ৬০১ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্টেট সদর কোর্টে হুগলী জেলা এর এফিডেভিট দ্বারা Anup Kumar Ash নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (No. ৩৭০৩) তারিখ ২৩.০৫.২০২৫ Anupkumar Divakar Ash এবং Anup Kumar Ash একই ব্যক্তি।

জামাই ষষ্ঠীর দুপুরে পথ দূর্ঘটনা জয়নগরে, আহত দুই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২ জুন ঃ রবিবার জামাই ষষ্ঠীর দুপুরে পথ দূর্ঘটনা জয়নগরে। এদিন দুপুরে বকুলতলা থানার গোলাখালিতে জয়নগর থেকে জামতলা মুখী একটি ট্রেকার নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা পাথর বোঝাই মোটর ভ্যানকে ধাক্কা মারে।আর তাতে ট্রেকারে থাকা দুজন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করায়। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে চলে আসে বকুলতলা থানার পুলিশ। ট্রেকার টিকে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

মদ খেয়ে দুই পাড়ার গন্ডগোলে মৃত এক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২ জুন ঃ বকুলতলা থানার বেলে দূর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুইচাপ্টি গ্রামে রাস্তার ওপারে পাশের রূপনগর গ্রামের বেশ কয়েক জন যুবক রবিবার রাতে মদ খেয়ে গালি গালাজ করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়।আর এর প্রতিবাদ করা নিয়ে হামলা ও এলাকায় বোমা মারার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। অভিযোগ পাশের পাড়ার কিছু যুবক মারধর করে ইউসুফ খান সহ বেশ কয়েক জনকে।সোমবার সকালে আবার মহ কুতুবউদ্দিন সহ তার দলবল হামলা চালায় বলে ও অভিযোগ।এই ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়, তাদের মধ্যে সায়েম খানের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রথমে নিমপিঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু ঘটে তার।এই ঘটনায় আহত ইউসুফ খান,সুফিয়া খান সহ রবিবার রাত্রের ঘটনায় আহত আরও দুজনের চিকিৎসা চলছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে।এই ঘটনায় সোমবার বকুলতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ । এদিন দুপুরে পুলিশের সামনে রাস্তা অবরোধকরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা।

বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকা চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার পরিচারিকা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২ জুন ঃ বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকা চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার পরিচারিকা। গত ২৯ মে বৃহস্পতিবার প্রণবকুমার নাথ নামে এক ব্যক্তি বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে জানান, তাঁর বাড়ি থেকে গত দু'মাসে প্রায় ১০-১২ লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে। লিখিত ওই অভিযোগ পেয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ সোমা সূত্রধর নামের ওই বাড়ির পরিচারিকাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশের জেরায় সোমা ওই টাকা চুরির কথা স্বীকার করেন। এর পরেই তাঁর বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া ন'লক্ষ ৮০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। এর পরেই ওই টাকা চুরির অভিযোগে বহরমপুর থানার পুলিশ বাইডর পরিচারিকা সোমাকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার ধৃত ওই তরুণীকে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ সিজেএম আদালতে পাঠানো হয়েছে।

অমিত সাহার কর্মী সভায় গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ১

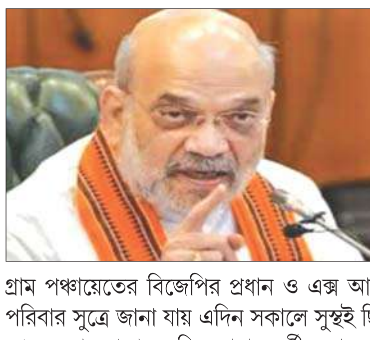

দুরন্ত বার্তা,নদীয়া, ২ জুন ঃ রবিবার কোলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত সাহার কর্মীসভায় যোগদান করতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হল, ৮৮-কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা, হাঁসখালি ব্লকের অন্তর্গত, ময়ূরহাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান ও এক্স আর্মি দীপঙ্কর (দয়াল) দাসের। পরিবার সূত্রে জানা যায় এদিন সকালে সুস্থই ছিলেন মৃত দীপঙ্কর দাস, বাড়ি থেকে কোলকাতায় অমিত সাহার কর্মী সভায় যোগ দিতে যাচ্ছি বলেই বেরোয়, শেষ বারের মতোন বেলা একটা নাগাদ ফোনে কথা হয় পরিবারের সাথে। জানা যায় মিটিংয়ে যাওয়ার পর বুকে যন্ত্রণা অনুভব করেন প্রধান, স্থানীয় কর্মীরাই প্রধানকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক দীপঙ্কর দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করে।জানা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে প্রধানের। প্রধানের মৃত্যুর সংবাদ বাড়িতে পৌঁছাতেই বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করে পরিবারের সদস্য সহ দলীয় কর্মী সমর্থকরা। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বিপুল ঘোষ দু ঃখ প্রকাশ করে বলেন রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে পার্থক্য থাকতেই পারে তবে দীপঙ্কর বাবু একজন সৎ ন্যায়নিষ্ঠ দলীয় অনুগত কর্মী ছিলেন,তার মৃত্যুতে আমরা তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন দীপঙ্কর দাসের মৃত্যু কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছেন না, তারা, মৃত্যুর খবর আসতেই শোক স্তব্ধ গোটা পঞ্চায়েত সহ সমগ্র এলাকা।

নববারাকপুরে কৃতি সংবর্ধনা ও রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

নববারাকপুর, ২ জুন ঃ শনিবার সন্ধ্যায় নববারাকপুর পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় দেবাশিস প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল ওয়ার্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতি পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের উসাহ প্রদানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান পাশাপাশি রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন। শুরুতে রবীন্দ্র নজরুল প্রতিচ্ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা ও পুর প্রতিনিধি শোভা রায়। আলোকের এই ঝর্না ধারায় সমবেত রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন ওয়ার্ডের মহিলা সদস্যরা। তবলা সঙ্গতে ছিলেন সম্মেলন বিশ্বাস। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন ওয়ার্ডের কৃতি সন্তানরা দেশের ও সমাজের গর্ব। আরো বড়ো হয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে। আগাম ভবিষ্যত উজ্জ্বল হোক। দেশের একটা বড় জায়গায় স্থান হোক। উচ্চ শিক্ষায় এগিয়ে চলার পিছনে কোন অসুবিধা হলে পুরসভা সবসময় তাদের পাশে রয়েছে। সুস্থ সাংস্কৃতিক বাতাবরণে ওয়ার্ডের ছেলে মেয়েরা রবীন্দ্র নজরুল কে স্মরণ করে নাচ গান আবৃত্তি করছে। এটা ভালো ইতিবাচক পদক্ষেপ। পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা সকলের হৃদয় ছুয়ে যাক। প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল। তাদের ভাবধারা নিয়ে আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি। বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি কে যারা আঘাত করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন আছে। উপস্থিত ছিলেন উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, মনোজ সরকার, সুমন দে, আরতি দাস মল্লিক, ওয়ার্ডের সম্পাদক নিরঞ্জন রায়, বাচিকশিল্পী জয়া বসু, সহ গুনীজনেরা। রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যায় ওয়ার্ডের খুদে থেকে বড় শিল্পী কলাকুশলিরা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। পুর প্রতিনিধি শিক্ষিকা শোভা রায় জানান এবছর ওয়ার্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ৪২ জন কৃতি পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ৮ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি শোভা রায়। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাচিক শিল্পী আবৃত্তিকার অরিপ্রিয়া বসু।

রেলের জমিতে এক টাকায় পাট্টা দেওয়ার ভাবনা, নয়া উদ্যোগ শিলিগুড়ি পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ জুন ঃ শিলিড়ির রেলের জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী মানুষদের জন্য স্থায়ী পাট্টা দেওয়ার বিষয়ে এক টাকায় পাট্টা দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন শহরের মেয়র গৌতম দেব। বহুদিন ধরেই রেলের জমিতে বসবাস করছেন অনেকে, কিন্তু নেই কোনও স্থায়ী কাগজপত্র। ফলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা যেমন ট্রেড লাইসেন্স, বিদ্যুৎ সংযোগ বা ব্যাংক ঋণের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত তাঁরা। শনিবার, ১১৬তম 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে এই প্রসঙ্গটি ফের একবার উঠে আসে। মেয়রের কাছে ফোন করে এক ব্যক্তি নিজের দীর্ঘদিনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং রেলের জমিতে বসবাসকারী মানুষদের জন্য স্থায়ী পাট্টার দাবি জানান। মেয়র গৌতম দেব এই ফোনকল শুনে ক্ষোভ উগরে দেন রেল দপ্তরের ভূমিকাকে ঘিরে। তিনি বলেন, রেল শুধু জমি কিনে নিতে বলছে। কিন্তু গরিব মানুষের পক্ষে বর্তমান জমির দাম দিয়ে তা কেনা সম্ভব নয়। এই সমস্যা সমাধানে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ উদ্যোগ। মেয়র জানান, আগামী ১৫ জুন থেকে রেলের জমিতে বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে বিশেষ সমীক্ষা চালানো হবে। শহরজুড়ে ওই সমীক্ষায় বসবাসকারীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে। মেয়রের লক্ষ্য, অন্তত এক লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তা তুলে ধরা রাজ্য ও কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। গৌতম দেব বলেন, এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আমি কলকাতায় গিয়ে রেলের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলব। যদি সেখানেও কোনও সমাধান না হয়, তাহলে প্রয়োজনে রাস্তায় নামতেও পিছপা হব না। পুরসভার এই উদ্যোগ রেলের জমিতে বসবাসকারী হাজার হাজার পরিবারের কাছে নতুন আশার আলো হয়ে উঠতে পারে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রেলের তরফে না আসা পর্যন্ত এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।

মত্ত অবস্থায় শিলিগুড়িতে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ জুন ঃ মত্ত অবস্থায় স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকার ফাঁসিদেওয়া এলাকায়। মৃত ওই মহিলার নাম মাস্তি টোপ্পো। পুলিশ অভিযুক্ত অজিত টোপ্পোকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই দম্পতির বাড়ি ফাঁসিদেওয়ার কদুভিটা এলাকায়। দীর্ঘদিন বিয়ে হয়েছিল অজিত টোপ্পো ও মাস্তি টোপ্পোর। তাঁদের একটি ছেলেও আছে। নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাস ওই ব্যক্তির। স্ত্রীর অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এমন সন্দেহ করতেন বলেও অভিযোগ। মদ্যপান ও সন্দেহ হওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর প্রায়শই অশান্তি হত বলে খবর। রবিবার রাতে মদ্যপান করে বাড়ি ফিরেছিলেন অজিত টোপ্পো। রাতে ফের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুরু হয় তীব্র অশান্তি। সেসময় ঘরে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে কোপ দেন অজিত। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন মাস্তি টোপ্পো। অশান্তি শুনে সেই বাড়ি গিয়ে প্রতিবেশীরা দেখতে পান ওই ভয়ানক ঘটনা। দ্রুত ওই মহিলাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে মদ্যপ অজিতকে গ্রেফতার করে। পুলিশের কাছে স্ত্রীকে খুনের কথা অভিযুক্ত স্বীকার করেছেন বলে খবর। ফরেনসিক দল রাতেই ওই বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে। খুনের অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। ওই দম্পতির ছেলেকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সোমবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। হেফাজতে নিয়ে ধৃতকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগ, অপমানে হাসপাতালের মধ্যেই আত্মহত্যার চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, গোসাবা, ২ জুন ঃ হাসপাতালের বাথরুমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক ব্যক্তির। ঘটনায় গুরুতর জখম ওই ব্যক্তি বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গোসবার ছোট মোল্লাখালি থানা এলাকার বাসিন্দা এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

কয়েক মাস আগে সে ধর্ষণ করেছিল বলে অভিযোগ। সম্প্রতি ওই তরুণী গর্ভবতী হয়ে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়। ওই তরুণী মানসিক ভারসাম্যহীন। কিন্তু কে তার সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে জিজ্ঞাসা করতে প্রতিবেশী ওই ব্যক্তির নাম বলে সে। এরপর স্থানীয়রা উত্তেজিত হয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে মারধর করে। রবিবার বিকেলের এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার করে ওই ব্যক্তিকে। চিকিৎসার জন্য তাকে ছোট মোল্লাখালি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। রাতে সেই হাসপাতালের বাথরুমেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে অভিযুক্ত ব্যক্তি। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসা শুরু হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে সোমবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির দাবি মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে তাকে। মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীর কথা শুনে গ্রামের মানুষজন মারধর করেছে। স্থানীয় কয়েকজন যুবকের উস্কানির কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি তার। এই বিষয়ে ছোট মোল্লাখালী থানায় তার পরিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফের দ্রুত পদক্ষেপ, মাদকদ্রব্য সহ গ্রেপ্তার অভিযুক্তরা

মালিগাঁও, ২ জুনঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) রেলওয়ে রুট দিয়ে নিষিদ্ধপদার্থের পাচার রোধ করার জন্য তীব্র তল্লাশি এবং নজরদারি চালাচ্ছে।১ থেকে ১৬ মে, ২০২৫ পর্যন্ত ধারাবাহিক সফল অভিযানে, আরপিএফ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য এবং বেহুশ করার মতো ওষুধ পাচারের সাথে জড়িত ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সমগ্র জোনের বিভিন্ন স্থান থেকে ৫.৩৫ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করেছে।

৭ মে' ২০২৫ তারিখে, গুযাহাটি রেলওয়ে স্টেশনে একটি বৃহ অভিযানে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ), গুয়াহাটি পানবাজার থানার কর্মীদের সমন্বয়ে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এক মহিলা যাত্রীকে গ্রেপ্তার করে। যৌথ দলটি ১২৫১৬ (শিলচর - কোয়েম্বাটুর)ট্রেনে ভ্রমণকারীমহিলার কাছ থেকে প্রায় ৫ কোটি টাকামূল্যের ২০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।অভিযুক্তকে জব্দকৃত মাদকদ্রব্যসহ পানবাজার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে এনডিপিএস আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এরআগে,০৩.০৫.২০২৫ তারিখে, আরপিএফ পোস্ট আগরতলার আরপিএফ কর্মীদের দল, জিআরপি আগরতলার সাথে একটি যৌথ অভিযানে, আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। দলটি ২২.৭৭৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে, যার মূল্য আনুমানিক ২,২৭,৭৫০ টাকা। অভিযুক্তদের জিআরপি আগরতলায় হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে এনডিপিএস আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই অভিযানগুলি রেলপথে মাদক চোরাচালান রোধে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দৃঢ় সংকল্প ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রতিফলন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলযাত্রী ও রেলওয়ে চত্বরের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নবদ্বীপে ধামেশ্বর শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কে জামাই রূপে সাজিয়ে তুলে জামাইষষ্ঠী পালন

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২ জুন ঃ বিগত বছরগুলির ন্যায় এবারও নদীয়ার নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেবিত শ্রীশ্রী ধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দিরে শ্রীমন মহাপ্রভুকে জামাই রূপে সাজিয়ে জামাইষষ্ঠী পালন করল ভক্তরা। রবিবার গোটা রাজ্যের সঙ্গে একযোগে চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপের বিভিন্ন বাড়িতে শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে জামাইকে বরণ ও আদর আপ্যায়নের মধ্যে দিয়ে জামাইষষ্ঠী পালন করা হয়। জামাইয়ের পছন্দসই বিভিন্ন রকম খাবার দেওয়া হয়েছে তার সামনে। শ্বাশুড়িরা নিজ নিজ জামাইকে বরণ করে আদর আপ্যায়ন করে জামাইষষ্ঠী পালন করে। সাধারণ মানুষের এমন উপাচারের সঙ্গে বিন্দুমাত্র ফারাক ছিল ধামেশ্বর মন্দিরে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জামাইষষ্ঠীর অনুষ্ঠানের। সনাতন মিশ্রের এক কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মাধবাচার্য ও যাদবাচার্য নামে তিন সন্তান ছিল। যাদবাচার্যকে ছোট সন্তান হিসাবে দত্তক নিয়েছিলেন। সেই যাদবাচার্যের বর্তমান বংশধরদের ১৩ তম পুরুষ রূপ গোস্বামীর পরিবারের লোকজন এবারও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে জামাই বরণ করে তার জামাইষষ্ঠী পালন করেছেন। সকালে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ঘুম ভাঙার পর জল-মিষ্টি সহযোগে প্রাতঃ রাশ, এরপর চিড়ে, দই মিষ্টি দিয়ে টিফিন, দুপুরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পছন্দসই খাবার মোচার ঘন্ট, কচুর শাক, পাঁচ রকমের ভাজা,টক ডাল, ছানার

ডালনা,পুস্পান্ন, চারটি দই-মিষ্টি সহযোগে দেওয়া হয়েছে ভোগ। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে আরও কিছু মিষ্টি জল দিয়ে বিকেলের টিফিন করানো হয়েছে। এরপর রাতে লুচি, সুজি,পায়েস, মিষ্টি,ক্ষীর সহযোগে দেওয়া হয়েছে ভোগ। দুপুরেই পড়ানো হয়েছিল জামাইরূপে নতুন পোশাক। বাড়ির মহিলারা তালপাতার পাখা দিয়ে দিয়েছেন শাট অর্থাৎ হাওয়া। ভক্তদের মধ্যে অনেক মহিলা ও একইরকমভাবে জল মিষ্টি নিয়ে এসে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে জামাইকে বরণ করে নিয়ে তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া দিয়েছেন। সারাদিন ধরেই মন্দিরে ছিল জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান। এবারে একাধিক বৈষ্ণব ভক্তরা হাজির হয়েছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জামাইষষ্ঠীর অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে। মহাপ্রভুর দীক্ষা গ্রহণের পর সন্ন্যাস নেওয়ার আগে তার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন সন্ন্যাসের অনুমতি দেওয়ার জন্য। অনুমতি নিয়ে নিজের পাদুকা রেখে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। সেই পাদুকা বাপের বাড়িতে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করে সেবা করা শুরু করেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাইয়ের পরিবারের ১৩ তম পুরুষ রূপ গোস্বামী জানান',বছরের ৩৬৪ দিন শ্রীমন মহাপ্রভু ভক্তদের কাছে দেবতা। মাত্র একটি দিন তিনি জামাই। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পরিবারের সদস্য হওয়ায় আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে এদিন জামাই রূপে বরণ করে আদর আপ্যায়ন করে থাকি। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এদিন আমাদের পরিবারের জামাই। তালপাতার পাখা দিয়ে বাড়ির মহিলারা তাকে হাওয়া দিয়ে শীতল বাতাস দেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পাঁচ রকম ভোগ দেওয়া হয় মহাপ্রভুকে। জামাই হিসাবে মহাপ্রভু কে আদর আপ্যায়নের কোন ক্রটি না রাখার আমরা চেষ্টা করি।

২১শে জুন বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হবে

গোরখপুর, ২ জুন ঃ যোগব্যায়ামের বহুবিধ উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য প্রতি বছর ২১শে জুন বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ১০তম বার্ষিকী উপলক্ষে, ২০২৫ সালের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ। যোগব্যায়াম ব্যক্তিত্বের সর্বাত্মক বিকাশের দিকে পরিচালিত করে। রেলওয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে যোগব্যাযামের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। নিয়মিত যোগব্যায়াম রেল পরিচালনার সাথে যুক্ত রেল কর্মীদের চাপমুক্ত ট্রেন পরিচালনা করতে সহায়তা করে, যা নিরাপদ রেল পরিচালনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-২০২৫ এর ১০তম বার্ষিকী উপলক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে স্টেশন এবং ট্রেনগুলিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ১০তম বার্ষিকী এবং থিম সম্পর্কিত বার্তা প্রদর্শন করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে। যোগ বিশেষজ্ঞরা অনলাইন অফলাইনে বক্তৃতা, কর্মশালা এবং

সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করবেন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে, নমস্তে যোগ অ্যাপে যোগ বিশেষজ্ঞ এবং যোগ কেন্দ্র সম্পর্কে তথ্য, যোগ আসনের ভিডিও এবং যোগের উপকারিতা সম্পর্কে সেলিব্রিটিদের ভিডিও রয়েছে এবং Y-Break অ্যাপে, Yoga at Chair, Yoga for Workaholics-1 এবং Yoga for Workaholics-2 এর অধীনে, কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষেত্রে চাপ থেকে মুক্তি পেতে, সতেজতা এবং পুনরায় মনোনিবেশ করার জন্য আসন, প্রাণায়াম এবং ধ্যান সম্পর্কিত ভিডিও পাওয়া যায়, যার সাহায্যে কেউ তার দৈনন্দিন রুটিনে যোগব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করে সুস্থ থাকতে পারে। ২১ জুন ২০২৫ তারিখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কর্মী বিভাগের তত্ত্বাবধানে, গোরখপুরের সদর দপ্তর এবং তিনটি বিভাগে বিভিন্ন যোগ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হবে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডিজেল লবি মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরি, গোরখপুর সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়াম, গোরখপুর এবং মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি মেথড ট্রেনিং সেন্টার, গোরখপুর, যেখানে রেলওয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাদের পরিবার অংশগ্রহণ করবে এবং দক্ষ যোগ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে যোগ অনুশীলন করবে। একইভাবে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বালিকা আন্ত ঃ কলেজ এবং সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা যোগব্যায়াম অনুশীলন করবেন।

হাওড়ায় সংশোধনাগারের মধ্যেই রহস্যমৃত্যু বিচারাধীন বন্দীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুন ঃ হাওড়ায় সংশোধনাগারের মধ্যেই রহস্যমৃত্যু হলো এক বিচারাধীন বন্দীর। রবিবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। সেলের ভিতর অন্য কয়েদিরাই প্রথম দেখতে পান ওই ঝুলন্ত দেহ। সেলের গেটে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মহম্মদ সেলিম। প্রায় চার বছর আগে বি গার্ডেন থানা সেলিমকে একটি মামলায় গ্রেফতার করেছিল। চার বছর ধরে জেলেই ছিলেন সেলিম। জেলে থেকেই চলছিল তাঁর বিচার পর্ব। পরিবারের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে সেলিমকে। গলায় কোনও দাগ ছিলনা বলেও দাবি পরিবারের। মৃতের মা জানান, কয়েক বছর আগে দুই পরিবারের মধ্যে মারপিট হয়েছিল। তার জেরে মামলা হয়। ছেলের জেল হয়। আজ ওর মৃত্যুর খবর পাই। মৃতের এক আত্মীয় বলেন, আমরা আজ দেখা করতে গিয়েছিলাম। হাওড়া থানা জানায় সে গলায় ফাঁসি দিয়েছে। দরজার গেটে সে ঝুলছিল। যে সেলে তাকে রাখা হয়েছিল সেখানে দুজন ছেলে ছিল। তারা জানিয়েছে ওরা যখন শুয়েছিল তখন সে ফাঁসি লাগিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদ সেলিম নামের এক আসামী গলায় গামছা দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। একটি মামলায় বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি সংশোধনাগারেই রয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ যাত্রীকে ফেরত দিল আরপিএফ কর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুন ঃ ২৯.০৫.২০২৫ তারিখে, দুপুর ১,৩০ মিনিটে, যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন আরপিএফ কর্মী নিয়মিত টহল দেওয়ার সময় একটি বেওয়ারিশ ব্যাগ উদ্ধার করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। ব্যাগটি খোলার পর, তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়।এরপর, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে ব্যাগটি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও পাঠানো হয়। প্রায় ১৯,৪০ মিনিটে, একজন পুরুষ যাত্রী যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে উদ্ধার করা ব্যাগ এবং তাতে থাকা জিনিসপত্রের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, ব্যাগটি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, কারণ তারা তাকে হারানো ব্যাগ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন।

শিশুসাহিত্য সমগ্র'-এর প্রশংসা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২ জুন ঃ শিশুসাহিত্য সমাজের আয়না। এটি শিশুদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের দিগনির্দেশনা দেয় এবং সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাভাবনাকে আরও গভীর করে, বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, গতকাল শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লী তালুকদার তাঁকে তাঁর 'শিশুসাহিত্য সমগ্র' বইয়ের একটি কপি উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেন, অসমে শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ করতে অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক অবদান রেখেছেন। তিনি এই সাহিত্যকে শিশুদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান বলে বর্ণনা করে বলেন, এই বইটি অবশ্যই তাদের জন্য একটি অমূল্য ঐতিহ্য হিসেবে প্রমাণিত হবে। লেখিকা প্রফুল্লী তালুকদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিভাবকদের কাছে আবেদন জানান, তাঁরা যেন তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মানসিক ও সৃজনশীলভাবে বিকাশ করতে পারে সেজন্য এ ধরনের সাহিত্য পড়তে উৎসাহিত করেন।

ভূমিকম্প মণিপুরে

ইমফল, ২ জুন ঃ আজ সোমবার ভোররাত ০২টা ৫৫ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডে মৃদু ভূকম্পে কেঁপেছে মণিপুরের চূড়াচাঁদ জেলা। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.৫। এ ঘটনায় কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস)-র প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, সোমবার ভোররাত ০২ঃ৫৫ঃ৩৯টায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদ জেলার ভূপৃষ্ঠের ১৫ কিমি গভীরে ২৪.০৮ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৬১ও পূর্বে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৮ মে ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত প্রায় নয় (৯) ঘণ্টার ব্যবধানে তিনবার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল মণিপুরে।

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No.WBMAD/DKM/CP/e-NIT-14/2025-26** Bid submission closing date (Online)- **11/06/2025** instated of **30/05/2025** and Bid Submission opening date (Online) **13/06/2025** instated of **03/06/2025**. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-**Chairperson**
Dankuni Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ আইটেমের জন্য উল্লিখিত **তারিখে ১৫:০০ টার আগে** নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং **খোলা হবে ১৫:৩০ টায়: ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; কাজের বর্ণনা; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য; কাজ সমাপ্তির সময়কাল: [১]; ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২০-২০২৫;** নিমপুরা : ডিইএন/ওয়েস্ট/কেজিপি-র আওতাধীন টয়লেট, রান্নাঘর, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, মেঝে, প্লিন্থ সুরক্ষা, দরজা/জানালা উন্নত করে এমএস টাইপ-১ কোয়ার্টার সংস্কার করা; ₹ ২,৫১,৮৫,৬৯২.৪০; ₹ ২,৭৫,৯০০.০০; ১৮ মাস। **[২]; ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৩-২০২৫;** সাঁতরাগাছির কাজের সম্পাদন: ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি -এর এখতিয়ারের অধীনে কোয়ার্টার এবং অন্যান্য পরিষেবা ভবন দ্বারা উৎপন্ন স্যুয়ারেজ নিষ্কাশনের জন্য স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। (২য় কল); ₹ ৫৫,৫৬,১৬৪.৫২; ₹ ১,১১,১০০.০০; ০৬ মাস। **[৩]; ই-কেজিপি-সাউথ-২৬-২০২৫;** কাজের সম্পাদন সিনিয়র ডিইএন (সাউথ)/কেজিপি-র এখতিয়ারাধীন (i) খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনে ৪ক টার্নআউট পুনর্নবীকরণ যথা ৬৮ সেটের টিটিআর (টিএসআর/এফএস+টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএস/ডব্লিউসিএমএস/টিডব্লিউএস), (ii) ওয়েল্ডেবল ক্রসিং প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান ইয়ার্ডকে শূন্য ফিশ প্লেট ইয়ার্ডে রূপান্তর (১ ইন ৮.৫-৮১ নং), (iii) ঢালাইযোগ্য ক্রসিং প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান ইয়ার্ডকে শূন্য ফিশ প্লেট ইয়ার্ডে রূপান্তর করা (১ ইন ১২-৬৭ নং); ₹ ২,১৮,৯৫,০০৫.৪২; ₹ ২,৫৯,৫০০.০০; ১২ মাস। **[৪]; ই-কেজিপি-সাউথ-২৭-২০২৫;** এডিইএন (সাউথ)/কেজিপি -এর অধীনে লক্ষণনাথ রোড-জলেশ্বর সেকশনে বুলা পাইলিং এবং সাব-ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে ঢাল/পায়ের ব্যর্থতার ঝুঁকিতে থাকা ৩৮২৬ মিটার দীর্ঘ বাঁধ শক্তিশালীকরণ; ₹ ১৬,১৮,২৮,৫৫৩.৪২; ₹ ৯,৫৯,২০০.০০; ১৮ মাস। **[৫]; ই-কেজিপি-সাউথ-২৮-২০২৫;** সিনিয়র ডেন (দক্ষিণ)/কেজিপি-র অধীনে ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চার্জের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত লিড, লিফট, ট্র্যাক ক্রসিং ইত্যাদি সহ আরডিএসও কর্তৃক অনুমোদিত ট্রান্সল্যাম্যাটিক রোবোটিক ওয়েল্ডার বা অন্যান্য উপযুক্ত ওয়েল্ডিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে টং রেল, সিএমএস ক্রসিং -এর ইন-সিটু রিকন্ডিশনিং, ঠিকাদারের শ্রম, ভোগ্যপণ্য, জ্বালানি, সরঞ্জাম, কারখানা, যন্ত্রপাতি দিয়ে সম্পূর্ণ কাজ; ₹ ২০,৯০,৩২৭.৮১; ₹ ৪১,৮০০.০০; ১২ মাস। **[৬]; ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৪-২০২৫;** ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি এর এখতিয়ারের অধীনে প্ল্যাটফর্ম নং-১-এ স্টপ সিগন্যালের বাইরে ক্রসওভার স্থানান্তর করে ৭৫ মিটার দূরে এএমটিএ -এর স্টপ সিগন্যাল স্থানান্তর (পয়েন্ট নং-১০৭এ/বি)। (২য় কল); ₹ ১,৫৯,৮৬,৪০৪.৯২; ₹ ২,২৯,৯০০.০০; ০৯ মাস; **টেন্ডার নথির খরচ :** ₹ ০.০০ (সব টেন্ডারের জন্য); **খোলার তারিখ :** ১৯/০৬/২০২৫ (ক্রম নং ১ এবং ২ -এর জন্য); ২০/০৬/২০২৫ (ক্রম নং ৩ থেকে ৫ -এর জন্য); ২৬/০৬/২০২৫ (ক্রম. নং. ৬)। **বিডিং শুরুর তারিখ: ০৫/০৬/২০২৫** থেকে **ক্রম নং ১ থেকে ২-এর জন্য** এবং **১৯/০৬/২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত; ক্রম নং ৩ থেকে ৫ এর জন্য ০৬/০৬/২০২৫** থেকে এবং **২০/০৬/২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত; ক্রম নং ৬-এর জন্য ১২/০৬/২০২৫** থেকে এবং **২৬/০৬/২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত**। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **বি.দ্র.:** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন।

(PR-223)

শিয়ালদহ/কলকাতা-লালগোলা শাখায় ট্রেন পরিষেবার সংশোধিত সময়সূচী স্থগিত থাকবে

পরিচালনগত অত্যাবশ্যকতার কারণে, ১১ (এগারো)টি এমইএমইউ পরিষেবাকে ইএমইউ পরিষেবায় রূপান্তর এবং তাদের মধ্যে ৯ (নয়)টি পরিষেবাকে শিয়ালদহ/কলকাতা-কৃষ্ণনগর সিটি জংশন ইএমইউ লোকাল পরিষেবা এবং কৃষ্ণনগর সিটি জংশন-লালগোলা ইএমইউ প্যাসেঞ্জার পরিষেবা (ও বিপরীতমুখী পরিষেবা)-তে ভাগ করে, কৃষ্ণনগর সিটি জংশনে ১৯ থেকে ৩২ মিনিট স্টপেজ দেওয়ার পূর্বে বিজ্ঞাপিত সংশোধিত সূচী, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

পিছিয়ে গেল মহিলা ইমার্জিং এশিয়া কাপ, নেপথ্যে ভারত-পাক সম্পর্কের অবনতি?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাবে মহিলা ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০২৫ স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। এই টুর্নামেন্টটি শ্রীলঙ্কায় আগামী ৬ জুন, তরুণ মহিলা ক্রিকেটারদের দক্ষতা বিকাশ এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও যোগ করেন এই টুর্নামেন্ট এশিয়ায় মহিলা ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ গঠনে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বলেন, ''কোনো এসিসি ইভেন্ট থেকে সরে আসার বিষয়ে কোনো আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। আমাদের বর্তমান মনোযোগ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এবং আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজের পুরুষ ও মহিলা দলের উপর।'' মহিলা ইমার্জিং টিমস

শুক্রবার থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন এটি পরবর্তী তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট খারাপ আবহাওয়া এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে টুর্নামেন্টটি পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। এসিসি সভাপতি মোহসিন রাজা নকভি এই সিদ্ধান্তের পক্ষে কথা বলেছেন এবং এই টুর্নামেন্টের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। মোহসিন রাজা নকভি বলেন এসিসি এই ইভেন্টটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুনঃনির্ধারণের জন্য কাজ করব। এর আগে গুজব ছড়িয়েছিল যে, গত এপ্রিলে জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গী হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর ভারত এই টুর্নামেন্ট থেকে সরে আসতে পারে। ভারত এই ঘটনার পর পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছিল। তবে, বিসিসিআই সেক্রেটারি দেবজিৎ সাইকিয়া এই গুজব খণ্ডন করে এশিয়া কাপের প্রথম সংস্করণ ২০২৩ সালে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই টুর্নামেন্টে ভারত এ দল ফাইনালে বাংলাদেশ এ দলকে ৩১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। টুর্নামেন্টে ভারত এ, বাংলাদেশ এ, পাকিস্তান এ, শ্রীলঙ্কা এ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নেপাল, হংকং (আয়োজক) এবং মালয়েশিয়া দল অংশ নিয়েছিল। তবে বৃষ্টির কারণে কিছু ম্যাচ বাতিল হয়েছিল।

বিসিসিআইয়ে নেতৃত্ব পরিবর্তনের পালা!

সভাপতি পদে বসছেন রাজীব শুক্লা

মুম্বই, ২ জুনঃ আগামী জুলাই মাসে বড় পরিবর্তনের মুখে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও অফিস-বেয়ারারের বয়স ৭০ বছর পার হলে তিনি আর সেই পদে থাকতে পারেন না। এই নিয়মেই শেষ হতে চলেছে বর্তমান সভাপতি রজার বিনির কার্যকাল। আগামী ১৯ জুলাই ৭০ বছরে পা রাখতে চলেছেন ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রজার বিনি। ফলে নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে বোর্ড সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়াতেই হবে। এই পরিস্থিতিতে, বর্তমান সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা অন্তর্বর্তীকালীন বিসিসিআই সভাপতির দায়িত্ব নিতে চলেছেন বলে বোর্ড সূত্রে খবর। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানায়, অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে রাজীব শুক্লাই দায়িত্ব সামলাবেন যতদিন না নতুন সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, সেখানেই স্থায়ী সভাপতির নির্বাচন হবে। ২০২২ সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবর্তে বিসিসিআই সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন রজার বিনি। তাঁর তিন বছরের কার্যকালে ভারতীয় ক্রিকেট নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দলের জোড়া আইসিসি শিরোপা জয়-২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এছাড়াও, তাঁর সময়ে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়, যা তরুণ প্রতিভাদের

সামনে সুযোগের দরজা খুলে দেয়। মহিলাদের ক্রিকেটকেও তিনি এক নতুন মাত্রা দেন-তাঁর অধীনে শুরু হয় উইমেন'স প্রিমিয়ার লিগ, যা আজ ভারতের মহিলা ক্রিকেটকে আরও পেশাদার এবং জনপ্রিয় করে তুলেছে। উল্লেখ্য, ৬৫ বছর বয়সী রাজীব শুক্লা একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেট প্রশাসক, রাজনীতিবিদ এবং বিসিসিআইয়ের দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ। ২০২০ সাল থেকে বোর্ডের সহ-সভাপতির হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এর আগে তিনি আইপিএলের চেয়ারম্যানের ভূমিকাতেও ছিলেন। রাজনৈতিক পরিসরে কংগ্রেস দলের রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে পরিচিত রাজীব শুক্লা বিসিসিআইতে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করেছেন। একাধিক সংকটের সময় বোর্ডকে স্থিতিশীল রাখার কাজেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিসিসিআই অভ্যন্তরীণ নিয়ম অনুযায়ী, বোর্ডের যেকোনও শূন্য পদে সর্বোচ্চ সিনিয়র অফিস বেয়ারারই দায়িত্ব নেন অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে। সেই নিয়ম মেনেই রাজীব শুক্লা দায়িত্ব নিতে চলেছেন। এক বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, ''রজার বিনি ৭০ বছরে পা দিচ্ছেন ১৯ জুলাই। তখন থেকে রাজীব শুক্লা অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সেপ্টেম্বর মাসের এজিএম-এ স্থায়ী সভাপতির নির্বাচন করা হবে।'' বর্তমানে জয় শাহ আইসিসি চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হওয়ায় বিসিসিআইয়ের সচিব পদে পরিবর্তন এসেছে। নতুন সচিব হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রাক্তন অসম ক্রিকেটার দেবজিৎ সইকিয়া। রাজীব শুক্লার অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পরে বোর্ডের শীর্ষ নেতৃত্বে আরও কিছু অদলবদল ঘটতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে এই অন্তর্বর্তী রদবদল অনেকটাই নিয়ম মেনে হলেও, এর রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। রাজীব শুক্লার অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক সংযোগ তাঁকে অন্তর্বর্তী সভাপতি হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতে তিনিই কি স্থায়ী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হবেন? উত্তর মিলবে আসন্ন সেপ্টেম্বরে বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায়। তবে আপাতত ভারতীয় ক্রিকেটের হাল ধরে রাখতে তিন মাসের জন্য রাজীব শুক্লার হাতেই দায়িত্ব যাচ্ছে।

'জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার যন্ত্রণা তাতিয়ে তুলেছে শ্রেয়সকে!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মন্তব্য পাঞ্জাব হেডকোচ পন্টিংয়ের

বুকে জমছে খিদে। চোখে জ্বলছে আগুন। আর এই দুইয়ের মিশেলে বাইশ গজে বারুদ হয়ে ফেটে পড়েছেন শ্রেয়স আইয়ার! অন্তত এমনটাই মত পাঞ্জাব কিংসের হেড কোচ রিকি পন্টিংয়ের। পাঞ্জাবকে ১১ বছর পর প্লে-অফে তোলার কৃতিত্ব যদি সবচেয়ে বেশি কারও হয়ে থাকে, তিনি দলের অধিনায়ক শ্রেয়স। গত বছর ছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে। টিমকে

খেতাব জেতান। প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি পাননি। তাই নিলামে নামেন। পাঞ্জাব প্রায় ২৬ কোটি টাকায় তাঁকে কিনে নেয়। দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দেয়। আইপিএলের গ্রুপ স্তর পর্যন্ত কলকাতার ম্যানেজমেন্ট ও সেই সঙ্গে সমালোচক, ছিদ্রান্বেষীদের ভুল প্রমাণের জন্যই যেন আইপিএলের ময়দানে নেমেছিলেন শ্রেয়স! ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন। দলকে সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করার ফর্ম ও আত্মবিশ্বাস আইপিএল ক্রিকেটার শ্রেয়সের ব্যাটে যেন ছলকে উঠেছিল! এরই মধ্যে ইংল্যান্ড সফরের টিম ঘোষণা। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার কয়েক দিনের মাথায় যুগ্ম অবসর। ক্রিকেট মহলে বিস্ময় ও আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। কে ধরবে মিডল অর্ডারের হাল? টিমে অভিজ্ঞতাই যে নেই! নম্বর চারে ব্যাট করবে কে? করুণ নায়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে গুচ্ছের রান করেছেন ঠিকই। কিন্তু আন্তর্জাতিক টেস্ট কেরিয়ার তো শ্লাঘনীয় কিছু নয়! এই অবস্থায় অনেকেই ফর্মে থাকা শ্রেয়সকে কাণ্ডারী মনে করেছিলেন। দলের ভাবী অধিনায়ক হিসেবেও তাঁর নাম উঠে আসে। কিন্তু সবাইকে হতবাক করে দলে সুযোগই জোটেনি শ্রেয়সের! নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর সাফ জানান, তিনি ওয়ান ডে ক্রিকেটের উপযুক্ত। টেস্টে এই মুহূর্তে শ্রেয়সের জন্য জায়গা খালি নেই। ভরা আইপিএলে এমন আকস্মিক খবরে যে কারও মুষড়ে পড়ার কথা। কিন্তু শ্রেয়স আইয়ার যেন অন্য ধাতুতে গড়া! সেটা মাঠে হোক কিংবা মাঠের বাইরে। তিনি জানেন উত্থানকে শান্তভাবে উদযাপন করতে। পতনকেও একইভাবে মেনে নিতে শিখেছেন। তাঁকে আজ নয়, সেই দিল্লি ক্যাপিটালসের সময় থেকে দেখছেন রিকি পন্টিং। শ্রেয়সের বাদ পড়ায় দুঃখ পেয়েছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক। কিন্তু শ্রেয়স নিজে? কীভাবে দুঃসময় মোকাবিলা করলেন? পন্টিংয়ের জবাব, ''শ্রেয়স সবকিছু মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। এখন ওর চোখে আসল খিদেটা দেখতে পাচ্ছি। প্রতিটি ম্যাচে আরও ভাল খেলতে চাইছে। জিততে চাইছে সমস্ত লড়াই। শুধু তাই নয়। খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে উন্নত করার পাশাপাশি অধিনায়ক হিসেবেও নিজেকে আরও উপরে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে।'' কোন যুক্তিতে ইংল্যান্ড সিরিজে জায়গা পেলেন না শ্রেয়স-এই রহস্য এখনও পন্টিংয়ের কাছে অধরা। তাঁর সাফ যুক্তি, ''আইপিএলে ভাল খেলা এবং ঘরোয়া মরশুমে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স যদি মানদণ্ড হয়, তাহলে বাকিদের চাইতে শ্রেয়স আইয়ারের তো পিছিয়ে থাকার কথা নয়! সেক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাটসম্যান তাঁকে টপকে সুযোগ পায় কী করে?'' এই প্রশ্ন রিকি তুলেছেন বটে। কিন্তু এই সওয়াল তামাম ক্রিকেট অনুরাগীর। ৩ জুন, আইপিএল ফাইনালের মঞ্চে নিশ্চিতভাবে এর জবাব দিতে চাইবেন শ্রেয়স আইয়ার।

৩৩ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় দক্ষিণ আফ্রিকার তারকার

কেপটাউন, ২ জুনঃ দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ক্রিকেটার হেনরিখ ক্লাসেন মাত্র ৩৩ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করেছেন। প্রোটিয়াসদের হয়ে তিনি ৪টি টেস্ট, ৬০টি ওয়ানডে এবং ৫৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন, যথাক্রমে ১০৪, ২১৪১ এবং ১০০০ রান সংগ্রহ করেছেন। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেপটাউনে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ানডেতে অভিষেকের মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন। স্পিনের বিরুদ্ধে তার দুর্দান্ত কৌশল প্রথম থেকেই সবার নজর কেড়েছিল। গত চার বছরে ধারাবাহিকতার সঙ্গে তিনি টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের মিডল-অর্ডারে বিধ্বংসী ব্যাটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যা তাকে বিশ্বের বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি লিগে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে। ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন পোস্টে ক্লাসেন লিখেছেন, আমার জন্য এটি একটি দুঃখজনক দিন, কারণ আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার এবং আমার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য কী সেরা, তা নিয়ে অনেক ভেবেছি। এটি ছিল একটি কঠিন সিদ্ধান্ত, তবে আমি এতে পূর্ণ শান্তি অনুভব করছি। প্রথম দিন থেকেই আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার জন্য সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় ছিল। এটি ছিল আমার ছোটবেলার স্বপ্ন এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল। প্রোটিয়াসদের হয়ে খেলার সময় আমি অসাধারণ বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক গড়ে তুলেছি, যা আমি সারাজীবন মনে রাখব। এই যাত্রায় আমি এমন অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, যারা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারব না।' ক্লাসেনের ক্রিকেট যাত্রা অনেকের থেকে আলাদা ছিল। তিনি তার ক্যারিয়ারে এমন কিছু কোচের সঙ্গে কাজ করেছেন, যারা তার প্রতি অবিচল বিশ্বাস রেখেছিলেন। তাদের প্রতি তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রোটিয়াস ব্যাজ বুকে ধারণ করা আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় সম্মান ছিল এবং থাকবে। এই সিদ্ধান্ত আমাকে আমার পরিবারের সঙ্গে আরও সময় কাটানোর সুযোগ দেবে। আমি সবসময় প্রোটিয়াসদের সমর্থক থাকব এবং আমার এবং আমার সতীর্থদের সমর্থনকারী সকলকে ধন্যবাদ জানাই।' ক্লাসেনের খেলার ধরন, বিশেষ করে স্পিনের বিরুদ্ধে তার দক্ষতা এবং বিধ্বংসী ব্যাটিং, তাকে বিশ্বব্যাপী টি-টোয়েন্টি লিগে একজন প্রিয় খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে। আইপিএল ২০২৫-এ তিনি সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের সবচেয়ে দামি রিটেনশন ছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও তিনি সম্ভবত বিশ্বের বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি লিগে খেলা চালিয়ে যাবেন। তার অবসরের ঘোষণা দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য একটি বড় ধাক্কা, কারণ তিনি ছিলেন মিডল-অর্ডারে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি।

ইংল্যান্ডে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন না সুদর্শন-শুভমন

মুম্বই, ২ জুনঃ ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্ট খেলবেন না শুভমন গিল এবং সাই সুদর্শন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের আগে প্রস্তুতির পরিকল্পনায় পরিবর্তন করেছেন তাঁরা। পর্যাপ্ত বিশ্রামের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত ৩০ মে গুজরাত টাইটান্সের হয়ে আইপিএলে শেষ ম্যাচ খেলেছেন শুভমন এবং সুদর্শন। টানা ম্যাচ খেলে দু'জনেই ক্লান্ত। ছোটখাট চোট-আঘাতও রয়েছে তাঁদের। তাই অভিমন্যু ঈশ্বরণের ভারত 'এ' দলের হয়ে বেসরকারি টেস্ট না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। পর্যাপ্ত 'রিকভারি টাইম' চাইছেন গুজরাতের দুই ওপেনার। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এমনই দাবি করা হয়েছে। বেসরকারি টেস্ট না খেললেও প্রস্তুতিতে সমস্যা হবে, এমন মনে করছেন না কেউই। কারণ আইপিএলের মাঝেই লাল বলে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিলেন দু'জনেই। তরতাজা হয়ে টেস্ট সিরিজ খেলতে চাইছেন তাঁরা। শুভমন এবং সুদর্শন- দু'জনেই আইপিএলে ভাল ফর্মে ছিলেন। কমলা টুপির দৌড়ে শীর্ষে রয়েছেন সুদর্শন। ১৫টি ম্যাচে করেছেন ৭৫৯ রান। একটি শতরান এবং ছ'টি অর্ধশতরান করেছেন। শুভমন ১৫টি ম্যাচে করেছেন ৬৫০ রান। ছ'টি অর্ধশতরান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকেও।

ওয়ান ডে থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের, চালিয়ে যাবেন টি-২০ ক্রিকেট

সিডনি, ২ জুনঃ ১৩ বছরের জমকালো কেরিয়ারের সমাপ্তি। একদিনের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। চোট-আঘাত ও ফিটনেসের জন্যই অবসর। এমনটাই অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। লক্ষ্য ছিল সাতাশের বিশ্বকাপ পর্যন্ত টানা। কিন্তু আঙুলে চোট এতটাই গুরুতর যে, চেষ্টা করেও ততদিন টানতে পারবেন না। তাই ওয়ান ডে-কে তিনি বিদায় জানাতে চান। দেশের ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক প্রধান জর্জ বেইলিকে লেখা চিঠিতে একথা লিখেছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। অজি অলরাউন্ডার একদিনের ক্রিকেটে নেমেছেন ১৪৯ ম্যাচে। করেছেন প্রায় ৪ হাজার রান। জিতেছেন দুটো বিশ্বকাপ। ওয়ান ডে-র ইতিহাসে অন্তত দু'হাজার রান তোলা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট তাঁর দখলে। 'বিস্ফোরক', 'বিধ্বংসী' উপমা ম্যাক্সওয়েলের ব্যাটিংয়ের সঙ্গে আপনা থেকেই জুড়ে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে লোয়ার মিডল অর্ডারে নামতেন। আর চালিয়ে রান তুলে দলকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। তবে তামাম ক্রিকেটপ্রেমীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল তেইশের বিশ্বকাপে হ্যামস্ট্রিংয়ের যন্ত্রণা সহ্য করে কার্যত এক পায়ে দাঁড়িয়ে করা দ্বিশতরানের ইনিংস। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওই ম্যাচে হারের দোরগোড়ায় পৌঁছে

গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে দলকে টেনে তোলেন ম্যাক্সওয়েল। গত বছর প্রকাশিত বই 'দ্য শোম্যানে' ওই ইনিংস নিয়ে অজি ক্রিকেটার মন্তব্য করেন, ''ওই মুহূর্তের সঙ্গে স্টিভ ওয়ার অ্যাসেজ টেস্টে দিনের শেষ বলে সেঞ্চুরির তুলনা চলতে পারে। কিংবা মাইকেল বেভানের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হাঁকানো জয়সূচক বাউন্ডারি। এমন ইনিংসই ব্যাটসম্যান হিসেবে যে কাউকে একটা জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করায়ঃ 'তুমি কোথায় ছিলে যখন দল সমস্যায় পড়েছিল?' এটা ভেবেই অবাক লাগছে যে, এবার থেকে আমিও এমন এক মুহূর্তের সাক্ষী!''

হাত দিয়ে গোল করে লাল কার্ড পেয়ে ক্ষমা চাইলেন নেইমার

দিয়েগো মারাদোনার প্রতি অনুরাগের কথা অনেকবারই বলেছেন নেইমার। আর্জেন্টিনার ফুটবল ঈশ্বরের সঙ্গে ছেলেবেলায় দেখা হওয়ার পর কতটা আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সেসব অনেকবার শুনিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। এবার মারাদোনার মতো হাত দিয়ে গোল করার চেষ্টা করে উল্টো অভিজ্ঞতা হলো তার। মাঠ ছাড়তে হলো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড পেয়ে।

সান্তোস, ২ জুনঃ ব্রাজিলিয়ান সেরি আ-তে সান্তোস ও বতাফোগোর ম্যাচের ঘটনা এটি। চোট কাটিয়ে দেড় মাস পর এই ম্যাচ দিয়েই শুরুর একাদশে ফেরেন নেইমার। প্রথমার্ধেই ফাউল করে একটি হলুদ কার্ড দেখেন তিনি। হাত দিয়ে গোল করার ঘটনা ম্যাচের ৭৫তম মিনিটে। সান্তোসের একটি আক্রমণে বতাফোগো গোলকিপার বল ঠেকালেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি। উল্টো বল গিয়ে পড়ে ছুটে আসতে থাকা নেইমারের সামনে। তার শরীরে লেগে বল চলে যায় শুয়ে থাকা গোলকিপারের ওপর দিয়ে। নেইমার হেড করতেই হয়তো এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পাশ থেকে বতাফোগোর একজন পা উঁড়িয়ে বল বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এর আগেই হাত দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে দেন নেইমার। সান্তোসের দর্শকেরা উল্লাসে মেতে ওঠেন গোল হয়েছে ভেবে। তবে বতাফোগোর ফুটবলার প্রবল প্রতিবাদে ঘিরে ধরেন রেফারিকে। নেইমার তখন মাথায় আঘাত পেয়ে বা আঘাত পাওয়ার ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন মাটিতে। হাত দিয়ে গোল করার ব্যাপারটি ধরতে পারেননি রেফারিও।

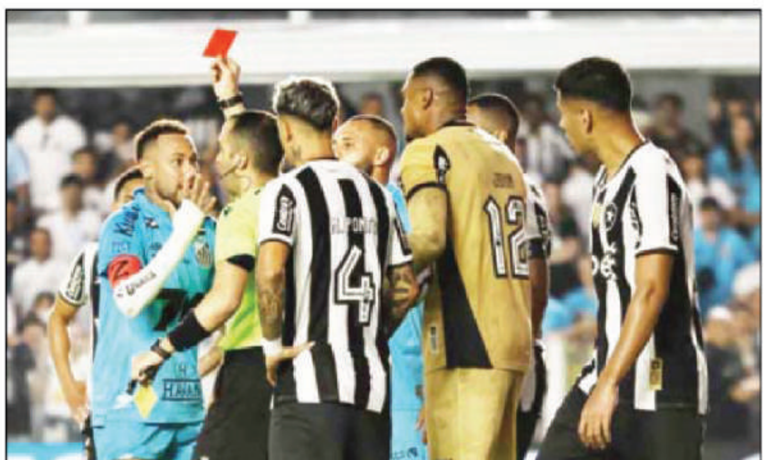

নেইমারকে আরেকটি হলুদ কার্ড দেখান তিনি। ৩৩ বছর বয়সী তারকা ছুটে এসে রেফারিকে নানা কিছু বলতে থাকেন। তাতে কী আর লাভ হয়! মাঠ ছেড়ে যেতেই হয় তাকে। ম্যাচে তখনও ছিল ০-০ সমতা। কিন্তু সান্তোস ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার ১০ মিনিট পর গোল করে বতাফোগো। সেই গোলেই তারা জিতে নেয় ম্যাচ। এই ঘটনার জন্য ম্যাচের পর সামাজিক মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন নেইমার। 'আমি একটি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আজকে আমি যদি বাইরে চলে না যেতাম, নিশ্চিতভাবেই তিনটি পয়েন্ট পেতাম আমরা। ওই তিন পয়েন্ট না পাওয়ার দায় আমাকেই দিতে পারেন!' এভাবে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার ম্যাচটি এই দফায় সান্তোসে তার শেষ ম্যাচও হতে পারে। ক্লাব বিশ্বকাপের আগে সান্তোসের আর একটি ম্যাচ আছে, যেটিতে নেইমার খেলতে পারবেন না এই কার্ডের কারণে। পরে ক্লাব বিশ্বকাপ শেষে যখন ব্রাজিলিয়ান লিগ আবার শুরু হবে, ততদিনে সান্তোসের সঙ্গে নেইমারের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। নতুন চুক্তি না করলে এই জার্সিতে আর তাকে দেখা নাও যেতে পারে। সৌদি আরবের আল হিলাল ছেড়ে গত জানুয়ারিতে সান্তোসে নাম লেখান নেইমার। শৈশবের ক্লাবে তার ফেরাকে ঘিরে এই ক্লাবে ও ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে ছিল আবেগের জোয়ার। কিন্তু এখানেও চোটের পর চোটে জর্জরিত হয়ে নিয়মিত মাঠেই ছিলেন না তিনি, পারফরম্যান্সও ছিল না খুব ভালো। দলর অবস্থাও যাচ্ছেতাই। ১১ ম্যাচের স্রেফ দুটি জিতে আট পয়েন্ট নিয়ে ২০ দলের লিগে তাদের অবস্থান এখন ১৮তম।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com